বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৮৫ ॥ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৮ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০১ সাবান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

কী ঘটেছিল প্রধান উপদেষ্টা হতে রাজি হওয়ার আগে-পরে, জানালেন ড. ইউনূস

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা। এরপর ৮ আগস্ট শপথ নেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে হাসপাতালে থাকার সময় প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার প্রস্তাব পাওয়া, ঢাকায় আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের সঙ্গে মুঠোফোনে আলাপ এবং সেই সময়ে তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় ৬ মাস পর এসে এবার জানিয়েছেন তিনি।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় চট্টগ্রামে খাল খননের নামে লুটপাট হয়েছে: উপদেষ্টা আদিলুর

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : আওয়ামী লীগ সরকারের সময় চট্টগ্রামে খাল খননের নামে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি এবং বিপুল অর্থ লুটপাট হয়েছে বলে মন্তব্য করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান বলেছেন, আমাদের দেশ তো ব্যাপক লুটপাটের শিকার হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই খারাপ করে দেওয়া হয়েছিল।

সিরিয়ায় সংবিধান বাতিল, সেনাবাহিনী ও আসাদের দল বিলুপ্ত ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের রাজনৈতিক দল বাথ পার্টিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে দেশটির বর্তমান প্রশাসন। একইসঙ্গে সিরিয়ার সংবিধানও বাতিল করা হয়েছে। বিলুপ্ত করা হয়েছে সিরিয়ার সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীসহ ছেট-বড় সকল সশস্ত্র গোষ্ঠী।

আজ অমর একুশে বইমেলা শুরু থাকছে জুলাই আগস্ট চত্বর

স্টাফ রিপোর্টার : অমর একুশে বইমেলা শুরু হচ্ছে আজ শনিবার। এবার বইমেলায় তুলে ধরা হবে জুলাই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের নানা দিক। থাকছে জুলাই চত্বরও। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস মাসব্যাপী এ বইমেলার উদ্বোধন করবেন । এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) সরেজমিন বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘুরে দেখা যায়, ধীরে ধীরে সেজে উঠছে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ। হাতুড়ি-পেরেক, আর রং-তুলি নিয়ে স্টল সাজানোর কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা। কেউ তাকে তাকে সাজাচ্ছেন বই। তবে এখনও শেষ হয়নি অধিকাংশ স্টলের কাজ। এবারের বইমেলায় বাড়ানো হয়েছে স্টলের সংখ্যা। বইয়ের মানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম। তিনি বলেন, যদিও সম্প্রতি মব কালচার নিয়ে কিছু ঘটনা ঘটেছে, তবে বইমেলায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আর বিগত কয়েক বছরের তুলনায় বাণিজ্যিক হবে এবারের মেলা।এমনটাই প্রত্যাশা প্রকাশকদের। এদিকে নাশকতার শঙ্কা না থাকলেও মেলার নিরাপত্তা ঘিরে সতর্ক পুলিশ। শুক্রবার সকালে মেলার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে আসেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। তিনি জানান, চব্বিশ ঘণ্টাই বিশেষ নজরদারির আওতায় থাকবে পুরো এলাকা। এবারের বইমেলা হবে পলিথিনমুক্ত। এ ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে 'জুলাই চত্বর'। যেখানে ফুটিয়ে তোলা হবে গণ-অভ্যুত্থানের চিত্র।

আইসিডিডিআরবিতে এক হাজারের বেশি চাকরিচ্যুতির চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন বন্ধের জেরে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) এক হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুতির চিঠি দেওয়া হয়েছে। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক সংস্থার (ইউএসএআইডি) অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে কাজ করতেন। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে আইসিডিডিআরবির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, যেসব প্রকল্প ইউএসএইডের ফান্ডে চলতো, সেগুলোর প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গেছে। যে কারণে সেই সব প্রকল্পে কর্মরতদের চাকরিচ্যুতির নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আইসিডিডিআরবির প্রায় ৫ হাজারের ওপরে কর্মী, এরমধ্যে প্রায় ২০ শতাংশকে (এক হাজারের বেশি) কর্মীকে টার্মিনেশন লেটার (চাকরিচ্যুতির চিঠি) দেওয়া হয়েছে। ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, সবচেয়ে বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন সংক্রামক রোগ বিভাগের যক্ষ্মাবিষয়ক কর্মসূচি

২-এর পাতায় দেখুন

ইজতেমা ময়দানে দেশের সর্ববৃহৎ জুমার জামাত অনুষ্ঠিত

টঙ্গী প্রতিনিধি : গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ নদের তীরে বিশ্ব ইজতেমার ময়দানে একসঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করেছেন লাখো মানুষ। বৃহৎ জামাতে অংশ নিতে পেরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন মুসল্লিরা। নামাজ শেষে দোয়া করেন দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) ইজতেমা ময়দানে অনুষ্ঠিত দেশের বৃহত্তম জুমার নামাজে ইমামতি করেন তাবলিগ জামাতের মুরুব্বি মাওলানা জুবায়ের। গাজীপুরের টঙ্গী তুরাগতীরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ বিশ্ব ইজতেমায় অংশ নিয়েছেন। এ ছাড়া তাদের সঙ্গে দেশের বৃহত্তম জুমার নামাজে অংশ নিতে ভোর থেকে হাজার হাজার মুসল্লি ইজতেমা ময়দানে ছুটে আসেন। মূল ময়দানে জায়গা না পেয়ে আশপাশের বিভিন্ন সড়ক, ফুটপাত ও খালি জায়গায় অবস্থান নিয়ে নামাজ আদায় করেন হাজার হাজার মুসল্লি। অনেকেই বাড়ির ছাদ, নৌকা, গাড়ির ছাদে পাটি, পলিথিন, চট ও পত্রিকা বিছিয়ে জুমার নামাজ আদায় করেন। এর আগে শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) বাদ ফজর বাংলাদেশের মাওলানা জিয়াউল হকের আম বয়ানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে

২-এর পাতায় দেখুন

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

স্টাফ রিপোর্টার : আজ ১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ৭৩ বছর পার হয়ে গেছে; কিন্তু আজো অমলিন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। ১৯৪৭ পরবর্তী আমাদের জাতীয় জীবনের সব জাগরণ, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনার মূলে জড়িয়ে আছে এ মাসের স্মৃতি। ভাষার লড়াইকে কেন্দ্র করে অভ্যুদয় ঘটে একটি স্বাধীন দেশের। বিশ্বে এ গৌরবের অধিকারী একমাত্র আমরাই। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎসধারা ফেব্রুয়ারি মাসের আগমনে স্মরণে যাদের নাম সবার আগে আসে তারা

২-এর পাতায় দেখুন

দেশে হঠাৎ অস্থির চালের বাজার মজুতদারি নিয়ে নেই নজরদারি

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠছে চালের বাজার। পাইকারি ও খুচরা উভয় বাজারেই প্রতি বস্তা (৫০ কেজি ওজনের) চালে ১৫ দিনের ব্যবধানে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। আর শেষ সপ্তাহে বস্তাপ্রতি কমেছে ১০০ থেকে ২০০ টাকা। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, আগামী বৈশাখে বোরো মৌসুমের নতুন চাল বাজারে না আসা পর্যন্ত দাম ওঠানামায় থাকতে পারে। চাল ব্যবসায়ীদের দাবি, বৃহৎ করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর অতিরিক্ত মজুতদারি বাজারে সংকট তৈরি করছে। এ নিয়ে সরকারের তেমন নজরদারিও নেই। বাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ তাদের। চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়ি এলাকার মুদি দোকানি দেলোয়ার হোসেন। কথা হলে তিনি জানান, গত ১৫ দিনের ব্যবধানে চালের দাম অনেক বেড়েছে। রহমান কাটারি (কাটারিভোগ) এখন (বৃহস্পতিবার) বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৯০ টাকা। এক সপ্তাহ আগেও দাম ছিল ৮৫ টাকা। মিনিকেট আতপ ছিল ৭০ টাকা। এখন বিক্রি হচ্ছে ৭২ টাকা। ৮৫ টাকার সেদ্ধ নাজিরশাইলের দাম

উঠেছে ৯০ টাকায়। এসময়ে জিরাশাইল সেদ্ধ চালের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। এক সপ্তাহ আগে এ চাল ছিল প্রতি কেজি ৭৫ টাকা। এখন বিক্রি করছি ৮২ টাকায়। মিনিকেট সেদ্ধ ছিল ৬০ টাকা। এখন প্রতি কেজিতে ৫ টাকা বেড়ে ৬৫ টাকায় উঠেছে, জানান এই খুচরা ব্যবসায়ী। খুচরা বাজারে বাড়লেও পাইকারিতে চালের দাম কমছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। চট্টগ্রাম রাইচ মিল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রফিক উল্লাহ। তিনি নগরীর চাক্তাই এলাকার মেসার্স রফিক

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জরুরি উন্নয়নের আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় চলতি সপ্তাহে 'অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন-২০২৪' প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশনের রূপান্তরকারী সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটি ২০২৪ সালে অর্জিত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির বিবরণ রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে জলবায়ুজনিত দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখতে অর্থায়ন ও কভারেজ ঘাটতি মোকাবিলার জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। গতকাল শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখিত ২০২৪ সালে অর্জিত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে

২-এর পাতায় দেখুন

জামদানি শিল্পকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে সরকার: বাণিজ্য উপদেষ্টা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : বস্ত্র ও পাট এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, দেশের জামদানি শিল্পকে উন্নত বিশ্বে পরিচিতি ও বাজারজাত বাড়াতে কাজ করছে সরকার। যেভাবে জামদানি শিল্পকে টিকে রাখা যায় এবং তাঁতিরা লাভবান হয় সে লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে তাঁতিরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের ভারগাঁও এলাকায় জামদানি পল্লী পরিদর্শনে এসে তিনি এসব কথা বলেন। পরে উপদেষ্টা মেসার্স লাকি জামদানি উইভিং কারখানাসহ গঙ্গাপুর, চৌরাপাড়া, ভারগাঁও এলাকার আরও কয়েকটি জামদানি কারখানা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি তাঁতিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। জামদানি পল্লী পরিদর্শন শেষে তিনি

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে আনন্দবাজারের সংবাদটি ভুয়া : প্রেস উইং

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার অনলাইনে প্রকাশিত 'সেনা অভ্যুত্থান ঢাকায়? নজর দিল্লির' শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ CA Press Wing Facts-এ এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার বাংলাদেশে সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান নিয়ে যে সংবাদ পরিবেশন করেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং সিনেমার গল্প কাহিনী মতো। ভারতীয় গণমাধ্যম হাইব্রিড যুদ্ধের কৌশল ব্যবহার করছে, যা তাদের দীর্ঘদিনের প্রতিনিধি শেখ হাসিনাকে সমর্থন করার জন্য পরিচিত। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপদস্থ করার

২-এর পাতায় দেখুন

কাজের উদ্দেশে নারীদের মালয়েশিয়া না যাওয়ার অনুরোধ হাই কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার : কাজের উদ্দেশে ট্যুরিস্ট কিংবা অন্যান্য ভিসায় নারীদের মালয়েশিয়া নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন চক্র প্রতারণা করছে বলে জানিয়েছে কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশ হাই কমিশন। মালয়েশিয়ার সঙ্গে এ সংক্রান্ত কোনও চুক্তি না থাকায় সাধারণ কর্মী হিসেবে বাংলাদেশি নারীদের মালয়েশিয়ায় না যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে হাই কমিশন। গতকাল শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নারী কর্মীদের বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমানে দেশটির সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কোনও চুক্তি নাই। একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র নারী কর্মীদের বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থান নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে ট্যুরিস্ট বা অন্যান্য ভিসায় নারীদের

২-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরের টঙ্গীতে বিশ্ব ইজমেতার প্রথম পর্বে হাজার হাজার মুসল্লি অংশগ্রহণ করেছেন। ছবিটি শুক্রবার তোলা।

প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে দ্রুত নির্বাচন দিন: ডা. তাহের

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেছেন, দেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানে কতিপয় সংস্কার জরুরি। সংস্কার ছাড়া নির্বাচন অর্থবহ হবে না, আবার শুধুমাত্র সংস্কারের অপেক্ষায় সময় নষ্ট করাও দেশের জন্য কল্যাণকর নয়। তাই প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে দ্রুত নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। গতকাল শুক্রবার সকালে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার চৌমুহনী বাজার সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. তাহের বলেন, ৫ আগস্ট আধিপত্যবাদের পরাজয়ের মাধ্যমে দেশের মানুষ নতুন করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে। স্বৈরাচারের পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তবে,

২-এর পাতায় দেখুন

ছাত্রলীগ কোনো প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করলে ব্যবস্থা: ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের হরতালসহ যেকোনো ধরনের প্রোগ্রাম মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ সাজ্জাদ আলী। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) অমর একুশে বইমেলা ঘিরে ডিএমপি কর্তৃক গৃহীত নিরাপত্তা পরিকল্পনাসংক্রান্ত পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। ডিএমপি কমিশনার বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগসহ কেউ যদি হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে নাশকতার

চেষ্টা করে- তা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। ইতোমধ্যে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের অনেক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা যদি কোনো প্রোগ্রাম করার প্রদক্ষেপ নেয় তাহলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। এ ছাড়া জেলা থেকে জামিনে বের হওয়া অপরাধীদের নজরে রাখা হচ্ছে। বইমেলাতে কেন্দ্র করে গত সরকারের আমলে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারা এখন কারামুক্ত আছে। তাদের বিষয়ে কোনো নজরদারি থাকবে কি না জানতে চাইলে ডিএমপি কমিশনার বলেন, এ রকম যারা সন্দেহভাজন আছেন তাদের আমরা নজরদারিতে রাখছি। তিনি বলেন, মেলায় একটি পুলিশ কন্ট্রোল রুম বসানো হয়েছে। এর মাধ্যমে মেলা ও এর আশপাশ পর্যবেক্ষণ করা হবে। নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারির পাশাপাশি মেলায় প্রবেশ পথে কয়েক ধাপে নিরাপত্তা তল্লাশি করা হবে। মেলার ভেতর-বাহিরে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ওয়াচ টাওয়ারসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া উসকানিমূলক কোনো বই যেন বইমেলায় না থাকে এর জন্য বাংলা একাডেমিকে বলা হয়েছে বলেও জানান ডিএমপি

২-এর পাতায় দেখুন

জবির ভর্তি পরীক্ষায় শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ই ইউনিটের (চারুকলা অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ই-ইউনিটের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজস্ব ভর্তি প্রক্রিয়ায় ফিরে এলো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ছাত্র আন্দোলনে নিহত রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে নিয়ে প্রশ্ন রাখা হয়। গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নে জুলাই অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী আবু সাঈদের শহীদ হওয়ার তারিখের প্রসঙ্গ উঠে আসে। প্রশ্নের উত্তরে জানতে চাওয়া হয়, আবু সাঈদ কোন তারিখে শহীদ হন? (অ) জুলাই ৪, ২০২৪ (ই) জুলাই ১৬, ২০২৪ (ঈ) আগস্ট ৪, ২০২৪ (উ) আগস্ট ৫, ২০২৪. এর আগে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। আবু সাঈদ ২০০১ সালে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মকবুল হোসেন ও মা মনোয়ারা বেগম। আবু সাঈদ ছয় ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট। ২০২৪ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নিয়ে গত ১৬ জুলাই রংপুরে

২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের অজুহাতে জরুরি অবস্থা আরও ৬ মাস বাড়াল জান্তা সরকার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারে জরুরি অবস্থা আরও ছয়মাস বর্ধিত করেছে ক্ষমতাসীন জান্তা সরকার। রাজনৈতিক নেতাদের কারাবন্দি করে সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় বসার চার বছর পূর্ণ হতে যাওয়ার আগের দিন শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এমআরটিভি তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে এ ব্যাপারে জানিয়েছে, অবাধ ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন আয়োজন করতে দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা দরকার। সাধারণ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজন করতে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। অং সান সুচির বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকেই গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত হয়ে আছে দেশটি। চলতি বছর সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছে জান্তা সরকার। অবশ্য সমালোচকদের ধারণা, পুতুল নেতা সামনে বসিয়ে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়বেন সামরিক জেনারেলরা। নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে, নিজেদের পরিকল্পনামাফিক সামনে আগানোর চেষ্টা করছে সেনাবাহিনী। যদিও দেশের বিভিন্ন ফ্রন্টে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সামাল দিতেই হিমশিম খাচ্ছে সামরিক সরকার। চার বছরের যুদ্ধে মিয়ানমারে প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়েছেন বলে জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। সংস্থাটি বলছে, মিয়ানমারব্যাপী মারাত্মক খাদ্য সংকট ছড়িয়ে পড়েছে এবং এক তৃতীয়াংশ জনগণের ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন। এই অবস্থায় যে কোনও মূল্যে যুদ্ধ জেতার মানসিকতা ত্যাগ করে সব পক্ষকে আলোচনার টেবিলে বসায় আহ্বান জানিয়েছেন মিয়ানমার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি। মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এমআরটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুদ্ধে ছারখার দেশে প্রায় পঙ্গু অর্থনীতি নিয়েই দেশে নির্বাচন আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর জান্তা সরকার। অথচ মিয়ানমারের ডজনখানেক রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর বাকিরা সেনা নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে অংশ নিতে আপত্তি জানিয়েছে। জান্তা বিরোধীরা নির্বাচন বানচাল করার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যে, ভোটে যেই জিতুক, তাকে যেন স্বীকৃতি দেওয়া না হয়, কেননা তাদের পেছনে কোনও জনসমর্থন থাকবে না।

টানা শৈত্যপ্রবাহের কবলে পঞ্চগড়

পঞ্চগড় প্রতিনিধি : উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে টানা তিন দিন ধরে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। মাঘের মাঝামাঝিতে এসে দাপট দেখাচ্ছে শীত। গত কয়েকদিন ধরে জেলায় তাপমাত্রা ৯ থেকে ১০ ডিগ্রির ঘরে ওঠানামা করছে। কনকনে হিমেল বাতাসে অনুভূত হচ্ছে তীব্র ঠান্ডা। আবহাওয়া অফিসের তথ্যমতে, গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৯ শতাংশ। এদিকে, জেলায় সন্ধ্যার পর থেকেই বাড়ে শীতের তীব্রতা। ঘন কুয়াশায় সকাল সকাল দেখা মিলছে না সূর্যের। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। ছিন্নমূল আর গ্রামীণ মানুষ খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। অন্যদিকে, তীব্র শীত ও আবারও মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কারণে বেড়েছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা। একটানা শীতের কারণে মানুষ শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বেশি। বিশেষ করে শিশু এবং

২-এর পাতায় দেখুন

ওমরাহ করতে যাওয়ার পথে অসুস্থ বাবর, হাসপাতালে ভর্তি

স্টাফ রিপোর্টার : সৌদি আরবে ওমরাহ করতে যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। তাকে দুবাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১১টার দিকে দুবাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার বাবরের সাবেক একান্ত সচিব আব্দুস সালাম প্রিন্স এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা থেকে এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে স্ত্রী, দুই মেয়ে ও ছেলেসহ রওনা হন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফ্লাইটটি দুবাই পৌঁছায়। উড়োজাহাজের মধ্যেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন বাবর। পরে বিমানবন্দরে নামার পর তাকে ভর্তি করা হয় দুবাইয়ের একটি হাসপাতালে। বাবরের স্ত্রী-সন্তান সৌদি আরব চলে গেছেন। তিনি জানান, সুস্থ হলে বাবর সৌদি আরবে যাবেন। সেখানে ওমরাহ শেষে চিকিৎসার জন্য সপরিবারে তার সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কথা রয়েছে। ১৭ বছর কারাগারে থাকার পর গত ১৬ জানুয়ারি মুক্তি পান সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। কারাগারে থাকা অবস্থায়ও কয়েকবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাও নেন তিনি।

ভারতে পাচার হওয়া ১৬ কিশোর কিশোরীকে হস্তান্তর

স্টাফ রিপোর্টার : বিভিন্ন সময় ভারতে পাচার হওয়া ১৬ বাংলাদেশি কিশোর কিশোরীকে বেনাপোল দিয়ে দেশে হস্তান্তর করেছেন ভারতীয় পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাদেরকে বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন ভারতীয় ইমিগ্রেশন পুলিশ। এবং ফেরত আসা কিশোর কিশোরীদের বাড়ি দেশের বিভিন্ন জেলায়। বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন ওসি ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, ভারতে পাচার হাওয়া বাংলাদেশি কিশোর কিশোরীকে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বেনাপোল পোর্টথানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে তাদের আইনি সহয়তা দিতে রাইট যশোর নামে একটি এনজিও সংস্থা গ্রহণ করবে। রাইট যশোর এনজিও সিনিয়ার অফিসার তৌফিকজ্জামান জানান, ভালো কাজের আশায় বিভিন্ন সময় দালালের প্রলোভনে পড়ে সীমান্ত পথে ভারতে যায়। সেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হয়। পরে পুলিশ আদালতে

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা শনিবার ॥ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৮ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

আগামী বছর পুরোপুরি প্রস্তুত হবে সরকারি ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল

স্টাফ রিপোর্টার : পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পিত ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল নয়, বরং ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে কাজ করবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এর মধ্যে প্রথম দফায় পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে পুরোপুরি গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি সংযোগ ও রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর বাকিগুলো নিয়ে কাজ শুরু করবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। এই ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে- জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এনএসইজেড), শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড), জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল, সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, কুষ্টিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল ও কুড়িগ্রামে ভুটানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এর মধ্যে আগামী বছরের (২০২৬ সালের) মধ্যে সরকারি ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা মিলবে। আগামী বছর যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চল পুরোপুরি প্রস্তুত হবে সেগুলো হলো- জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীহট্ট (সিলেট) অর্থনৈতিক অঞ্চল, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহেশখালীর অর্থনৈতিক অঞ্চল ও জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে কমপক্ষে ২ লাখ ৩৮ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) সূত্রে জানা গেছে। এদিকে উল্লেখিত পাঁচটির বাইরে আরও পাঁচটি ইজেডকে মূল্যায়নের অধীনে রাখা হয়েছে। যা বিভিন্ন জরিপের পর পর্যায়ক্রমে বিকাশ করা হবে। এই পাঁচটি জোন হলো সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, চাইনিজ ইকোনমিক জোন, চাদপুর ইকোনমিক জোন, কুড়িগ্রাম ইকোনমিক জোন এবং কুষ্টিয়া ইকোনমিক জোন। বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন জানান, প্রথম ধাপের ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা মিলবে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে বেজা বাস্তবসম্মত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে উল্লেখ্য করে তিনি বলেন, বেজাকে সত্যিকারের বিনিয়োগসবান্ধব কর্তৃপক্ষে রূপান্তর করতে চাই। যাতে বিনিয়োগকারীরা সময়মতো এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে। বেজা যদি আগামী দুই বছরের মধ্যে পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তাহলে এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে আরও ভালো উদ্যোগ নিতে পারবো।

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মূল বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে ব্যবসায়ী, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, ডেভেলপার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা এবং সাংবাদিকসহ সবশ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে- উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে বসে এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমানে ১৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে কাজ চলছে। ১২২টি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে, ৭ হাজার ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ৪৫ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। বিনিয়োগকারী আছেন ২১২ জন। তবে যেসব বিনিয়োগকারী জমি নিয়েছেন কিন্তু কোনো কারণে কার্যক্রম শুরু করতে পারেননি, তাদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং তাদের বিনিয়োগ পরিকল্পনা বেজাকে জানাতে অনুরোধ ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকাসহ চার বিভাগ ও দুই অঞ্চলে বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : ভরা মাঘেও সারাদেশে ক্রমশ তাপমাত্রা বাড়ছে। ভোরের দিকে একটু শীত অনুভূত হলেও দিনরাত মিলিয়ে বাকি সময়ে শীতকাল চলছে, সেটা বোঝার উপায় নেই। একদিনের ব্যবধানে ঢাকায় তাপমাত্রা বেড়েছে ৪ ডিগ্রিরও বেশি। গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন গত বৃহস্পতিবার রাজধানীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ শনিবারও তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ, তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এদিকে, ঢাকাসহ দেশের চার বিভাগ ও দুই অঞ্চলে হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সংস্থাটি জানিয়েছে, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলসহ ঢাকা, ময়মনসি-ংহ, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। একই সঙ্গে মধ্যরাত থেকে আজ শনিবার সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। আবহাওয়াবিদ শাহনাজ সুলতানা জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে তাপমাত্রা না কমলে শীতের অনুভূতি আরও কমে যাবে। আপাতত এ কয়েকদিন তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে। শীত বিরাজ ৭-এর পাতায় দেখুন

জামায়াতের ঘাড়ে জুলুমের পর্বত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল: জামায়াত আমির

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বিগত সময়ে জামায়াতে ইসলামীর ঘাড়ে জুলুমের পর্বত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জাতির এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। কেউ যেন একই পথে ভবিষ্যতে পা না বাড়ায়। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর মগবাজারে আল ফালাহ মিলনায়তনে জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের সাবেক সেক্রেটারি ও সাবেক এমপি হাফেজা আসমা খাতুনের স্মরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, বিগত সরকারের সময়ে পরিস্থিতি এতোটাই ভয়াবহ ছিল যে, অনেকে নিজের মা-বাবার জানাজার নামাজেও অংশ নিতে পারেননি। যে ফ্যাসিবাদী আমল বাংলাদেশের মানুষদের জন্য দুঃস্বপ্ন ছিল তা যেন আর কখনও কাউকে প্রত্যক্ষ করতে না হয়। এ জন্য কাজ করবে জামায়াতে ইসলামী। এ সময় হঠকারিতা ও ফ্যাসিবাদ কারও জন্য কল্যাণকর নয় বলেও মন্তব্য করেন ডা. শফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সাবেক মহিলা এমপি হাফেজা আসমা খাতুনের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, আসমা খাতুন একজন ভালো নারী ছিলেন এবং পুরুষদের থেকেও ভালো সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শফিকুর রহমান আরও বলেন, গোটা বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী ছিল হাফেজা আসমা খাতুনের পরিবার। জামায়াতের ৪৩ হাজার নারী রুকন তাকে হৃদয়ে ধারণ করেন। বাংলাদেশের নারী রাজনীতিবিদদের পথিকৃৎ এবং নারী জাগরণের আদর্শ তিনি। স্মরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে দলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক গোলাম পরওয়ারও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসের উজ্জ্বল অংশ হাফেজা আসমা খাতুন দেশের নারী সমাজে জামায়াতে ইসলামীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। অনুষ্ঠান শেষে আসমা খাতুনের জন্য দোয়া করা হয়।

সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান ৫ দিনের রিমান্ডে

রংপুর প্রতিনিধি : সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদের পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রংপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩ এর বিচারক দেবী রানী রায় এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কোতোয়ালি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মুস্তাফিজার রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ১৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছিল। শুনানি শেষে বিচারক পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে কঠোর ৭-এর পাতায় দেখুন

দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠায় জাকাত মোক্ষম ব্যবস্থা: ধর্ম উপদেষ্টা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, জাকাত ইসলামী শরীয়তভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠায় জাকাত মোক্ষম ব্যবস্থা। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রামে ওমর গণি এমইএস কলেজ মাঠে অসহায়, দুস্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি। আল মানাহিল ফাউন্ডেশনের সহায়তায় নুরে হাবিব ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, 'জাকাতের মাধ্যমে গরিব ও দুস্থ মানুষদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব। এটি দরিদ্রদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটায় এবং তাদেরকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করে।' ধর্ম উপদষ্টা আরও বলেন, 'জাকাত সমাজের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের ভারসাম্য বজায় রাখে। ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ হলে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পাবে। শরীয়ত মোতাবেক জাকাত আদায়ে ধনীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' যাকাতের গুরুত্ব তুলে ধরে ড. খালিদ বলেন, 'জাকাতের অর্থ দিয়ে গরিবদের ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি বা অন্যান্য উপার্জনমুখী কাজে সহায়তা করা যায়। এটি তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়। এটি দরিদ্রদের ঋণের ফাঁদ থেকে বের হতে সাহায্য করে এবং তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সহায়তা করে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে ঋণমুক্ত করা যাকাতের অন্যতম ৭-এর পাতায় দেখুন

রংপুরে দুটি দুর্ঘটনায় নিহত ৫

স্টাফ রিপোর্টার : শীতের সকালে রংপুরের সড়কে ঝরলো পাঁচ প্রাণ। গতকাল শুক্রবার পৃথক দুই দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ছয় জন। জানা গেছে, রংপুর নগরীর মাহিগঞ্জ এলাকায় নাইট কোচের চাপায় মাহেন্দ্র গাড়ির ৩ যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। মাহিগঞ্জ মেট্রোপলিটন থানার ওসি আব্দুল কুদ্দুস দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, গতকাল শুক্রবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে রংপুর থেকে মাহেন্দ্র গাড়িতে করে কয়েকজন যাত্রী কুড়িগ্রামের উলিপুরে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি নাইট কোচ দ্রুত বেগে এসে মাহেন্দ্রকে চাপা দিলে ওই গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। ৭-এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দর্শনে দেশে বৈষম্য বেড়েছে: আনু মুহাম্মদ

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দর্শনের কারণে দেশে বৈষম্য বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। এ দর্শনে নির্ভরশীল কাঠামো রেখে দেশে বৈষম্য কমানো যাবে না বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ কোন পথে' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা সভায় তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে সাপ্তাহিক একতা। আলোচনা সভায় অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে ৭২ সালের সংবিধান রচিত হয়েছে। কিন্তু এটা সংস্কার করা যাবে না, ব্যাপারটা তা নয়। এ সংবিধানে সমস্যা আছে। এ সংবিধানে ক্রমাগত বৈষম্য বেড়েছে। লুণ্ঠন, স্বৈরাচারের ভিত্তি হয়ে উঠেছে এ সংবিধান। ব্যক্তি ও জাতিগত নিরাপত্তা ক্রমাগত উপেক্ষা করা হয়েছে এ সংবিধানে। গোলটেবিল আলোচনায় 'রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচনী সংস্কার' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণার সাবেক প্রধান ও এশীয় প্রবৃদ্ধি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

বিয়ে করলেন সারজিস আলম

স্টাফ রিপোর্টার : বিয়ে করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ও জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ফেসবুকে একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, নবজীবনে পদার্পণে অভিনন্দন সার্জিস ভাই। বিবাহিত জীবন সুখের হোক। ছবিতে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ, তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম রয়েছেন। তবে বিয়ের পাত্রী বা স্থান নিশ্চিত হওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত ১১ অক্টোবর বিয়ে করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ।

জুলাই গণহত্যার সাথে জড়িতদের বিচারের দাবিতে শিবিরের গণমিছিল

স্টাফ রিপোর্টার : ফ্যাসিস্ট সরকারের গুম, খুন দুর্নীতিসহ সকল রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং জুলাই গণহত্যার সাথে জড়িতদের বিচারের দাবিতে গণমিছিল করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পরে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে এই গণমিছিল শুরু হয়েছে। গণমিছিলটি বায়তুল মোকাররমের সামনে থেকে পল্টন মোড়, জাতীয় প্রেস ক্লাব, মৎস্য ভবন হয়ে শাহবাগে গিয়ে শেষ হবে বলে জানা গেছে। গণমিছিলে শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এসময় তাদেরকে শেখ হাসিনার বিচারের দাবিতে বিভিন্ন মিছিল দিতে দেখা গেছে। মিছিলের স্লোগান হলো, 'আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে', 'ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই, শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই', 'দিল্লি না ৭-এর পাতায় দেখুন

কুয়াশা ভরা সকালে আম গাছে ডালে ডালে মুকুলে ভরে উঠেছে। ছবিটি শুক্রবার রাজশাহীর বুধপাড়া এলাকা থেকে তোলা।

তিতুমীরের শিক্ষার্থীদের অনশন অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত গণঅনশন কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার বেলা ১টার দিকে শিক্ষার্থী জাহাঙ্গীর সানি বলেন, দাবি না মানা পর্যন্ত গণঅনশন চলছে, চলবে। গতকাল শুক্রবার শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ করেননি। তবে কলেজে গেটে অনশন করছেন। সরকারি তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে বুধবার বিকাল ৫টা থেকে অনশন শুরু করেন তারা। গত বৃহস্পতিবার রাস্তায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। গতকাল শুক্রবার আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী অনশনে যোগদান করেন। এর আগে সাত শিক্ষার্থী অনশনে যোগ দিয়ে তিন জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাহাঙ্গীর সানি জানান, অনশনের তালিকায় ১০ জন রয়েছেন। সরকারি তিতুমীর কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে সবজি-মাছে স্বস্তি তেল চালের বাজার চড়া

স্টাফ রিপোর্টার : বাজারে বেড়েছে সবজির সরবরাহ। ফলে দাম গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কমে যাচ্ছে। দাম কমায় স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের। তবে ঘাটতির অজুহাতে আরও অস্থির হয়ে উঠেছে চাল ও তেলের বাজার। শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর বিভিন্ন বাজারঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। আজকের বাজারে প্রতি কেজি মিষ্টি কুমড়া বিক্রি হচ্ছে ৩৫ টাকায়, শালগম প্রতি কেজি ৩০ টাকা, মুলা ৩০ টাকা, সাধারণ শিম ৩০ টাকা, আর বিচিসহ শিম ৪০ টাকা, লম্বা আকৃতির ৪০ টাকা, গোল বেগুন ৫০ টাকা, শসা ৫০ টাকা, খিঁড়া ৪০ টাকা, পেঁপে ৪০ টাকা, করলা (হাইব্রিড) ৬০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া ফুলকপি,

বাঁধাকপি প্রতি পিস ২০ থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, গাজর ৪০ টাকা, ৩০ থেকে ৪০ টাকা, ঝিঙা ৫০ টাকা প্রতি কেজি এবং লাউ প্রতি পিস ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাজার করতে আসা বেসরকারি চাকরিজীবী কামাল মিয়া বলেন, বাজারের সবজির দাম তুলনামূলক কম, যে কারণে এই সময়ে এসে ইচ্ছেমতো সবজি কেনা যাচ্ছে। দুই একটি সবজি যেগুলোর এখন মৌসুম নয় সেগুলো ছাড়া সবধরনের সবজির দামই কম। দুই তিন মাস আগেও সবজির দাম খুবই চড়া ছিল তখন ক্রেতারা, আমি নিজেও হাফ কেজি, আড়াই শ' গ্রাম করে সবজি কিনেছি। সেই তুলনায় এখন সবজির দাম অনেক কম, এসে করে ক্রেতাদের স্বস্তি ফিরেছে। কমেছে মাছের দামও। খুচরা পর্যায়ে মাঝারি সাইজের পাঙাস মাছ বিক্রি হচ্ছে ১৮০ টাকা কেজি, কিছুটা বড় পাঙাস বিক্রি হচ্ছে ২৩০-২৫০ টাকাতে। তেলাপিয়া মাছও বিক্রি হচ্ছে ৭-এর পাতায় দেখুন

মাদারীপুর আইনজীবী সমিতির সভাপতি পদে জামায়াত, বাকি সব আ. লীগের

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুরে উৎসবমুখর পরিবেশ ও কোনও ধরনের অভিযোগ ছাড়াই জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি পদে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক হিসেবে পরিচিতি এমদাদুল হক খান ১৮২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাফর আলী মিয়া পেয়েছেন ১০৫ ভোট। এবারের নির্বাচনে আওয়ামীপন্থি কোনও আইনজীবী সভাপতি পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। এদিকে, সাধারণ সম্পাদক পদে জেলা কৃষক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব হোসেন শাকিল ১৯৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদীপ চন্দ্র সরকার পেয়েছেন ৪৯ ভোট। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রাইভেটকারে ধাক্কা, ১০ বাস আটকে ক্ষতিপূরণ দাবি জাবি ছাত্রদলর নেতা

স্টাফ রিপোর্টার : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখা ছাত্রদলের এক নেতার আত্মীয়ের প্রাইভেটকারে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগে আটকে রাখা হয় ১০টি বাস। জানা গেছে, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে চলাচলকারী রাজধানী পরিবহনের অন্তত ১০টি বাস আটকে রেখে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন শাখা ছাত্রদলের কয়েকজন নেতাকর্মী। পরে 'ক্ষতিপূরণের আশ্বাসে' মধ্যরাতে বাসগুলো ছেড়ে দেন তারা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিক থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশমাইল গেট এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আরিচাগামী লেনে বাস আটকাতে শুরু করেন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় নেতৃত্ব দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সেলিম রেজা। তিনি নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৪০তম ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী। ঘটনাস্থলে সেলিম ৭-এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও ৭ জন হাসপাতালে ভর্তি

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে সাতজন ডেঙ্গুরোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) একজন,

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে চারজন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে একজন রয়েছেন। ২৪ ঘণ্টায় পাঁচজন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। চলতি বছরে এ যাবত মোট এক হাজার ১৮ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার ১৬১ জন। এর মধ্যে ৬১ দশমিক ছয় শতাংশ পুরুষ এবং ৩৮ দশমিক চার শতাংশ নারী রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি, চলতি বছরে এ যাবত ডেঙ্গুতে ১০ জন মারা গিয়েছেন। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে একলাখ এক হাজার ২১৪ জন এবং ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৭৫ জন। এর আগে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মোট এক হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়, পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মোট তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হওয়ার পর মো. কামাল সেখ (৫৫) নামে এক হাজতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল সাড়ে আটটার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষী সোহেল রানা জানান, সকালে কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন কামাল সেখ। পরে কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি জানান, কামাল সেখ কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি হিসেবে ছিলেন (হাজতি নম্বর ৩১১৭/২৫)। তিনি ঢাকার দোহারের চরকুসাইর চর দেহভোগ এলাকার সেখ রবিউল্লাহর সন্তান। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ৭-এর পাতায় দেখুন

বিলুপ্তপ্রায় ৪০ প্রজাতির মাছ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের মিঠাপানির জলাশয়ে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। মিঠাপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ছোট মাছের সংখ্যা ১৪৩ প্রজাতি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জলাশয়ের সংকোচন, অতিরিক্ত আহরণসহ বিভিন্ন কারণে মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, মৎস্য গবেষণার উদ্যোগ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর বিজ্ঞানীরা হারিয়ে যাওয়া মাছগুলোকে পুনরায় জীবন্ত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে তারা ৪০ প্রজাতির মাছের সফল প্রজনন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। এর মধ্যে ১২ প্রজাতির মাছের পোনা সারাদেশের হ্যাচারিতে ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। ফলে এই মাছগুলো চাষাবাদের আওতায় এসেছে এবং বাজারে এসব মাছের দামও হ্রাস পেয়েছে। বিএফআরআই সূত্রে জানা যায়, পাবদা, গুলশা, ট্যাংরা, কৈ, মাগুর, শিং, গুজি আইড়, দেশি সরপুঁটি, জাতপুঁটি, বাটা, বালাচাটা, কুচিয়া, কুর্শা, খলিশা, ভেদা, গুতুম, ঢেলা, গজার, ফলি, চিতল, গনিয়া, মহাশোল, বৈরালি, ভাগনা, আঙ্গুস, বাতাসি, পুঁইয়া, কাকিলা, পিয়ালী ও রাণীসহ ৪০ প্রজাতির মাছের সফল প্রজনন সম্পন্ন করেছেন বিজ্ঞানীরা। বর্তমানে হ্যাচারিতে শিং, মাগুর, কৈ, ট্যাংরা, পাবদা, গুলশা, বৈরালিসহ ১২ প্রজাতির মাছ ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। জানা যায়, ২০২২ সালে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে শাল বাইম মাছের কিছু পোনা উৎপাদনে সফলতা পান। এখনো গবেষণা চলছে এবং প্রচুর পরিমাণে পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে সারাদেশের হ্যাচারিগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দেশীয় ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ও আয়োডিনের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রয়েছে, যা মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

তাই বিলুপ্তপ্রায় মাছগুলো খাবার টেবিলে ফেরাতে দেশের বিভিন্ন নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও পুকুর থেকে ৮৮ প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো বিএফআরআইয়ে অবস্থিত 'লাইভ জিন ব্যাংক'-এ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এরমধ্যে যেসব মাছের সফল কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে, সেসব মাছের বিপুল পরিমাণ পোনা উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। এতে মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে। বর্তমানে সাপের মতো দীর্ঘাকার, নলাকার ও আঁশবিহীন শাল বাইমের বিপুল পোনা উৎপাদনে আলাদা সময় দিচ্ছে বিজ্ঞানীরা। কারণ এ মাছটিও ব্যাপক জনপ্রিয়। এদিকে বিএফআরআই এর লাইভ জিন ব্যাংকে দেশের বিভিন্ন নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও পুকুর থেকে ৮৮ প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যেসব মাছের সফল কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলোর পোনা উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। বিএফআরআইয়ের ৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাহী প্রকৌশলীর গাড়ি চুরির সময় যুবককে পুলিশে সোপর্দ

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিইডি) নির্বাহী প্রকৌশলীর গাড়ি অফিসের করিডরের পার্কিং থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িসহ এক যুবককে আটক করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এলজিইডি কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরে ওই যুবককে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশে সোপর্দ করেছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। কুমিল্লা এলজিইডি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানান, ওই যুবক মসজিদে নামাজ আদায় করেছে। তারপরই সে গাড়িটি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। লোকজন পিটুনি দিলে সে তার নাম মারুফ বলে জানায়। এ ছাড়া সুমন নামে আরও একজন তার ওস্তাদ বলে সে জানিয়েছে। গাড়িটির চালক মো. রবিউল্লাহ বলেন, মাগরিবের নামাজের পরপর ঘটনা। এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী স্যারের পাজেরো স্পোর্টস গাড়িটি অফিস ভবনের করিডরে রেখে আমি পাশে চা খেতে গিয়েছিলাম। এরই ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

ভারতে পাচার হওয়া ১৬ কিশোর

সোপর্দ করলে ভারতীয় শুকন্য কিশোলয় সুবায়ন সেল্টার হোম নামে তিন মানবাধিকার সংস্থ্যা তাদের ছাড়িয়ে শেল্টার হোমে রাখে। পরে দুই দেশের বিশেষ ট্রাভেল পারমিটে এরা দেশে ফেরার সুযোগ পায়। এছাড়া ফেরত আসা কিশোর কিশোরী যদি দালালের বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়লে তাদেরকে আইনি সহায়তা দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

টানা শৈত্যপ্রবাহের কবলে পঞ্চগড়

বয়স্করা আক্রান্ত হচ্ছেন। এ সময়ে সতর্কতার কোনও বিকল্প নেই। সব সময় গরম কাপড় পরতে হবে। গরম খাবার খেতে হবে। শাকসবজি বেশি করে খেতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে। তেঁতুলিয়ার প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া অফিসের সহকারী কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় বলেন, কয়েকদিন ধরে মৃদু শৈত্যপ্রবাহে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে পঞ্চগড়ে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৯ শতাংশ। সামনের দিনগুলোতে তাপমাত্রা আরও কমার আশঙ্কা রয়েছে।

জবির ভর্তি পরীক্ষায় শহীদ আবু

গুলিবিদ্ধ হয়ে আবু সাঈদ নিহত হন। ওই ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর সারাদেশে আন্দোলন আরও জোরদার হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। এদিকে, ভর্তি পরীক্ষার দিন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল ও ইসলামি ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যতিক্রমী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করে। গতকাল শুক্রবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে হেল্প ডেস্ক বসিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সহযোগিতা করেন তারা। দেখা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের পক্ষ থেকে ফাইল, কলম, স্কেল,পানি বিতরণ করা হচ্ছে। সরঞ্জাম বিতরণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার হল খুঁজে দিতে নেতাকর্মীদের সহযোগিতা করতে দেখা যায়। অন্যদিকে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামি ছাত্রশিবিরকে দেখা যায় হেল্প ডেস্কে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে সহযোগিতা করতে। এতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, পানি, কলম বিতরণ করেন তারা। এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি আসাদুল ইসলামকে দেখা যায় বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র খুঁজে দিতে ছুটোছুটি করছেন। ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা তাসিন নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, বাইরে অনেকে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। কেউ কেউ এসে কলম ফাইল দিয়ে গেছেন। এটা আমাদের জন্য উপকার হয়েছে। আমাদের পরীক্ষা দিতে এসে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি বরং অনেক সহযোগিতা পেয়েছি।

ছাত্রলীগ কোনো প্রোগ্রাম করার চেষ্টা

কমিশনার। ঢাকাতে যে যেভাবে পারছে আন্দোলন করছে। এর ফলে মহানগরীতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এখন আবার বই মেলা শুরু হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে পুলিশ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করবে, জবাবে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঢাকা শহরের ট্রাফিক অবস্থা খুবই নাজুক। মানুষ খুবই কষ্ট করছে। আমার নিজেরও কষ্ট লাগে। কারণ, এই শরীরের ট্রাফিক ব্যবস্থা তো আমি দেখি। যখন দেখি মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকে। ছোট একটা দাবি নিয়ে বিশ জন লোক রাস্তা আটকে দেয়। আমি তাদের বলব- আপনারা ছোট দাবি নিয়ে রাস্তা আটকায়েন না। আপনারা ফুটপাতে অবস্থান করুন। কিন্তু খুবই দুঃখজনক যেকোনো দাবি দেওয়ার মোক্ষম স্থল হয়ে গেছে রাস্তা অবরোধ। শিক্ষার্থীদের ঘটনার সময় লাঠিচার্জ করতে আপনি নিষেধ করেছেন কিন্তু শাহবাগে মাদরাসা শিক্ষকদের ওপর তাহলে কেন লাঠিচার্জ করা হলো, এমন প্রশ্নের জবাব তিনি বলেন, আমরা এখানে লাঠিচার্জ করিনি শুধু জল কামান ছোড়া হয়েছে। সাংবাদিকদের অনুরোধ জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, এমন কোনো সংবাদ প্রকাশ করবেন না যাতে জনগণের মনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। আমরা আমাদের মেকানিজমে ঢাকা শহরকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করি। অনেক মানুষের শহর ঢাকা।

প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে দ্রুত

এখনো স্বাধীনতা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছে এবং প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্র আবারও নেপথ্যে ভূমিকা রাখছে। যারা বিদেশি সহযোগিতায় ক্ষমতায় যেতে চায় তাদের এ দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি আরও বলেন, দেশের নতুন স্বাধীনতা রক্ষায় জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। বিএনপি ও জামায়াত এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে না যা জনগণের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। এ সময় জামায়াতের নায়েবে আমির আবুল হাসনাত মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট শাহজাহান, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মুফতি আমীর হামজাসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কাজের উদ্দেশে নারীদের মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার নিয়ে প্রতারিত করছে তারা। এতে আরও বলা হয়, এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশি নারী কর্মীদের আর্থিক কিংবা মানসিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া এ ধরনের কর্মকাণ্ডে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে নারী কর্মী সংক্রান্ত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ কর্মী হিসেবে মালয়েশিয়া না যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ঢাকায় সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে

চেষ্টা করা হচ্ছে যারা জুলাই ও আগস্ট মাসে তার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে এর (আপনাদের) গল্পের বাস্তবতার কোনো ভিত্তি নেই। যেমনটা কোনো বলিউড রোমান্টিক কমেডিতে থাকে না। আপনাদের অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আপনারা সাংবাদিকতা অনুশীলন করবেন কিংবা যা ঘটছে তার প্রমাণ সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে, নাকি তৃতীয় পক্ষের উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রতিবেদনের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রচারণার অংশ হিসেবে ক্ষতিকর কল্পকাহিনী প্রচার করবেন।

জামদানি শিল্পকে এগিয়ে নিতে কাজ

ছদ্মবেশে গঙ্গাপুর বাজারের খুচরা বাজারে শাক-সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সম্পর্কে ধারণা নেন। বাংলাদেশ উইভার্স প্রোডাক্ট অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সালাউদ্দিনের আমন্ত্রণে শেখ বশিরউদ্দীন জামদানি পল্লি পরিদর্শনে আসেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রউফ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব আবু আহমদ ছিদ্দীকী, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. সাকিব আল রাব্বি (সার্বিক), সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা রহমান, সোনারগাঁ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মঞ্জুরুল মোর্শেদ, কাঁচপুর রাজস্ব সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সেগুফতা মেহনাজ, নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) তাসমিন আক্তার, বাংলাদেশের প্রথম জামদানি এক্সপোর্ট রপ্তানিকারক ও তাঁত সমিতির রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাথমিক সদস্য জহিরুল হক, রূপগঞ্জের ভুলতা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁত সমিতির সভাপতি মেহেদী হাসান, পুটিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁত সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক, সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুর বারী প্রমুখ।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের

হয়েছে- ১. বাংলাদেশ সরকার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সঙ্গে অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন আরও একীভূত করেছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালে এটি দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২. ২০২৪ সালে ১৫টি অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন কার্যকর করা হয়েছে, যা ২০টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং চারটি প্রধান বিপর্যয়ের সময়ে (বর্ষার বন্যা, আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং তাপপ্রবাহ) প্রায় ৪ লাখ ৩০ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

৩. বহুপক্ষীয় অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, যা জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে আরও সুসংগত হয়েছে।

৪. অ্যান্টিসিপেটরি পরিকল্পনায় এখন নিয়ে পূর্বাভাস ও অন্যান্য পূর্বাভাসমূলক মডেল যুক্ত করা হয়েছে, যা সময়োচিত ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করেছে।

৫. অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন কার্যক্রমের জন্য মোট ১০ দশমিক ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে, যেখানে বহুপাক্ষিক দাতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

এই প্রতিবেদন সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমান বলেন, এই প্রতিবেদনটি অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশনের মূল শিক্ষা, প্রভাব এবং প্রসারের সুযোগ তুলে ধরেছে। ২০২৪ সালে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছি, যা অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশনের গুরুত্ব প্রমাণ করেছে। ঘূর্ণিঝড় রিমালের আগে নগদ সহায়তা দিয়ে আমরা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়েছি, জীবিকা সুরক্ষিত রেখেছি এবং মানুষের জরুরি সম্পদ নিশ্চিত করেছি। একইভাবে, জুলাই মাসের বন্যা ও স্থানীয় দুর্যোগের সময় অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশনের সহায়তা বড় ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রতিরোধে সহায়ক হয়েছে। এই অর্জন সত্ত্বেও প্রতিবেদনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের জন্য একটি বড় অর্থায়ন ঘাটতি রয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় ৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে এখনও অর্ধেকের বেশি অর্থের যোগান নিশ্চিত করা যায়নি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থায়নের প্রয়োজন বর্ষার বন্যার জন্য (২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ঘূর্ণিঝড়ের জন্য (১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং আকস্মিক বন্যার জন্য (৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

দেশে হঠাৎ অস্থির চালের বাজার

উল্লাহ রাইচ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী। এবার সরকারের অনুমতি নিয়ে চালও আমদানি করেছেন তিনি। কথা হলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বলেন, আমন মৌসুমে সারাদেশে বন্যার কারণে ফলন কম হয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে বাজারে। এখন ভারত থেকে পর্যাপ্ত চাল আমদানি হয়েছে। কয়েকদিন ধরে চাক্তাইয়ে চালের বাজারে বিক্রি কম। দামও পড়তির দিকে। আমনের ভরা মৌসুমে বড় বড় করপোরেট ব্যবসায়ীরা বেশি করে ধানের মজুত করেছেন। এ কারণে চালের বাজারে স্থিতিশীলতা আসছে না। সরেজমিনে বিভিন্ন আড়ত ও খুচরা বাজার ঘুরে জানা গেছে, গত ১৫ দিন ধরে চালের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বিশেষত আমন মৌসুম শেষ হওয়ার পর নতুন মৌসুমের ধান ওঠার মাঝের সময়টাতে বাজারে চালের সংকট তৈরি হয়। বিগত বছরগুলোতেও ওই মাঝের সময়টাতে চালের বাজার অস্থির হয়ে উঠতে দেখা গেছে। তবে এবারের চিত্র ভিন্ন। আমন মৌসুম শেষ হলেও চালের বাজারে ক্রেতাদের জন্য কোনো সুখবর নেই। বলা হচ্ছে, গত আমন মৌসুমে দেশে বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতির কারণে ফলনে প্রভাব পড়েছে। এতে সরকারি পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান-চাল সংগ্রহ করতে পারেনি খাদ্য অধিদপ্তর। দেশের খাদ্য চাহিদা মেটাতে চাল আমদানির অনুমতি দেয় সরকার। সরকারি পর্যায়েও বিভিন্ন দেশ থেকে চাল আমদানি করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তর বলছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গত ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৩৬ লাখ ৮৯ হাজার ৪০০ টন খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। যার মধ্যে চাল আমদানি হয়েছে ৩ লাখ ২ হাজার ২৪০ টন। যেখানে সরকারিভাবে ৮৬ হাজার ৮১০ টন আর বেসরকারিভাবে চাল আমদানি হয়েছে ২ লাখ ১৫ হাজার ৪৩০ টন। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৬৬ লাখ ২৮ হাজার ৫৭০ টন খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছিল। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে ১৩ লাখ ৬ হাজার ৭৭১ টন খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। এরমধ্যে ৯ লাখ ৩৮ হাজার ১৮৭ টন চাল, ১৪ হাজার ৩৬৩ টন ধান (চালের আকারে) এবং ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৯ টন গম মজুত রয়েছে। চাক্তাই ও পাহাড়তলীর চাল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ১৫ দিন আগে প্রায় সব ধরনের চালের দাম বস্তাপ্রতি (৫০ কেজিতে) ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা বেড়েছে। এরমধ্যে গত দুই-একদিন ধরে আবার প্রতি বস্তায় ২০০ টাকার মতো কমতে শুরু করলেও পাইকারি আড়তগুলোতে খরিদ্দার কম। চালের দামের এ ঊর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষ নাভিশ্বাস তুলেছে। বিশেষত চট্টগ্রামে চালের অস্বাভাবিক দামে দুর্ভোগ বাড়ছে সীমিত আয়ের মানুষের। চাক্তাইয়ের চালের আড়তদার ব্যবসায়ী মেসার্স সেকান্দার হোসেনের পরিচালক জাহেদুল ইসলাম শাওন বলেন, বৃহস্পতিবার কাটারিভোগ আতপ ২৫ কেজির বস্তা ২১০০ টাকা, ভালো মানের ২৮-বেতি ৩৪৫০ টাকা, জিরাশাইল সেদ্ধ ৫০ কেজির বস্তা ৪ হাজার টাকা, কাটারি ৩২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে নুরজাহান সেদ্ধ বিক্রি হচ্ছে ৫০ কেজি ২৭০০ টাকা। তিনি জানান, এসব চালের ভোক্তা সাধারণত সীমিত আয়ের মানুষেরাই। এছাড়া গত ১৫ দিনে আমদানিকৃত ভারতীয় চালের দাম বস্তাপ্রতি এক থেকে দুইশো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। তবে আমদানিকৃত ভারতীয় চালের দাম বাড়েনি বলে দাবি করেন আমদানিকারক ব্যবসায়ী মেসার্স রফিক উল্লাহ রাইচ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী রফিক উল্লাহ। তিনি বলেন, আমি নিজেও চাল আমদানি করেছি। আমদানিমূল্যের সঙ্গে বিক্রি (বিক্রয়মূল্য) মিলছে না। আমদানি করা ভারতীয় চালের দাম বাড়েনি, বরং কমে গেছে। এতে চাল আমদানি করে আমরা লোকসানের মুখে পড়ছি। চট্টগ্রামে পাইকারি চালের আরেক বড় বাজার পাহাড়তলী বাজার। বাজারটির ব্যবসায়ী ও সমিতির নেতা জাফর উদ্দিন বলেন, চালের দাম বস্তাপ্রতি ৫০-১০০ টাকা করে কমছে। গত এক সপ্তাহ আগে চালের বাজার হু হু করে বেড়েছিল। আমদানিকৃত ভারতীয় চালের দামও বেড়েছিল। দেশি কাটারি আতপ ২৫ কেজি ২১০০ টাকা, রহমান নাজিরশাইল ২১৭৫ টাকা, ২৮-বেতি মানভেদে ২৮৫০ থেকে ৩৪৫০ টাকা ছিল। তিনি বলেন, সরকার বেসরকারি পর্যায়ে আমদানির জন্য এলসি ওপেন করে দিলেও ডলার সংকটের কারণে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেকে চাল আমদানি করতে পারছেন না। আবার বড় বড় করপোরেট গ্রুপগুলো চাল আমদানি করছে। এক্ষেত্রে তারা ব্যাংকগুলো থেকে শিল্প ক্যাটাগরির ঋণ পাচ্ছে। যে ঋণের সুদহার অনেক কম। কিন্তু আমাদের মতো ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ব্যাংক ঋণে সুদহার বেশি। সব মিলিয়ে প্রকৃত চাল ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ভোক্তারাও ঠকছেন। চট্টগ্রাম চাল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওমর আজম বলেন, বন্যা পরিস্থিতির কারণে গত আমন মৌসুমে দেশে ধানের ফলন কম হয়েছে। যে কারণে খাদ্য চাহিদা মেটাতে সরকার চাল আমদানির উদ্যোগ নেয়। বেসরকারি পর্যায়েও চাল আমদানিতে সায় মেলে। এরই মধ্যে পর্যাপ্ত চাল আমদানি হয়েছে। বাজারও স্বাভাবিক রয়েছে। চলতি সপ্তাহে পাইকারি বাজারে চালের দাম কমেছে। তিনি বলেন, পাইকারি বাজারে দাম কমলে খুচরায় তার প্রভাব পড়তে সপ্তাহখানেক সময় লাগে। যে কারণে পাইকারিতে দাম কমার আঁচ এখনো লাগেনি খুচরা বাজারে। আগামী সপ্তাহে খুচরা বাজারেও চালের দাম কমবে। 'আগে বড় বড় চাতাল মালিকরা ধানের মজুত করতেন। সরকারি নজরদারির কারণে তারা এখন মজুত করতে পারছেন না। এখন মজুত করছে বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো। তাদের কারণে দেশে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের উচিত এসব করপোরেট হাউজগুলোর মজুত তদারকি করা'- বলেন এ ব্যবসায়ী।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিউর। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় জীবন দিতে হয়েছিল পরিচিত এই ক'জন যুবকসহ আরো কয়েকজনকে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং সূত্র অন্বেষণ করতে গেলে সবার আগে মনে আসে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথা। এর পরই আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আবুল কাসেম এবং তারই প্রতিষ্ঠিত সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের নাম। প্রফেসর আবুল কাসেম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১৭ দিনের মাথায় ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা করেন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিস'। আর এর মধ্য দিয়ে সে দিন থেকেই শুরু হয় রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম। তমদ্দুন মজলিস ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর একটি পুস্তিকা আকারে ভাষা আন্দোলন ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। ১৮ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকার নাম ছিল 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'। অন্য দিকে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিলগ্নে জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের অনুরূপ পদক্ষেপ হিসেবে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে বক্তব্য রাখেন। জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে 'পাকিস্তানের ভাষাসমস্যা' নামে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। এতে তিনি বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে তা রাজনৈতিক পরাধীনতার নামান্তর হবে বলে মতপ্রকাশ করেন। এটিকে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতিবিরোধী বলেও অভিমত প্রকাশ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ বক্তব্যে তৎকালীন বাঙালিসমাজ উদ্দীপ্ত হয়। কমরেড পত্রিকায় 'দি ল্যাংগুয়েজ প্রবলেমস অব পাকিস্তান' নামে ১৯৪৭ সালের ৩ আগস্ট নিবন্ধনটি প্রকাশ হয়। সে কারণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা আন্দোলনের উৎসপুরুষ নামে পরিচিত। ক্রমে দেশ থেকে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস। দেশ-বিদেশে সর্বত্র বাড়ছে ফেব্রুয়ারি আর ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক প্রাণচাঞ্চল্য। ১৯৯৯ সালে জাতিসঙ্ঘের ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি এবং ২০১০ সালে জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে সারা বিশ্বে মাতৃভাষা দিবস পালনের পক্ষে প্রস্তাব পাসের ফলে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এখন বিশ্ব ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঘটনা।

ইজতেমা ময়দানে দেশের সর্ববৃহৎ

বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। চলবে রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত। ওইদিন আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। এবারের ৫৮তম ইজতেমায় এখন পর্যন্ত ৭২টি দেশের ২ হাজার ১৫০ জন বিদেশি মেহমান এসেছেন।

আইসিডিডিআরবিতে এক হাজারের

থেকে। যক্ষ্মা কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরকারের জাতীয় যক্ষ্মানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে কাজ করতেন। গত ২৫ জানুয়ারি ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ইউএসএআইডির দপ্তর চিঠি দিয়ে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বা তাদের কাজের অংশীদার সব প্রতিষ্ঠানকে সব ধরনের কাজ তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ বা স্থগিত রাখতে বলেছে। চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের উল্লেখ করা হয়। এতে এ আদেশের বাইরে ছিল ইসরায়েল ও মিসর। প্রসঙ্গত, আইসিডিডিআরবির অনেক গবেষণায় অর্থায়ন করে ইউএসএআইডি। বার্ষিক বরাদ্দের ২০ শতাংশের বেশি অর্থ আসে ইউএসএআইডি থেকে। আইসিডিডিআরবিতে কাজ করেন পাঁচ হাজারের বেশি গবেষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

ময়মনসিংহে মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুই বন্ধুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের দিগারকান্দা বাইপাস মোড় এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- নগরীর মাসকান্দা এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে আবির হোসেন (২৩) ও পুরোহিতপাড়ার ইউসুফ আলীর ছেলে মেহেদী হাসান (২০)। সম্পর্কে তারা বন্ধু ছিলেন। দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি শফিকুল ইসলাম। তিনি জানান, দুই বন্ধু আবির ও মেহেদী শহর থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক বাইপাস মোড় এলাকার দীঘারকান্দায় যাওয়ার সময় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে নিয়ে আসে। ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে লাশ তুলে দেওয়া হবে। অটোরিকশাচালক পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

কুষ্টিয়ায় পাথরবোঝাই ট্রাকের চাপায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি পাথরবোঝাই ট্রাকের চাপায় নারীসহ দুই জন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও তিন জন। গতকাল শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়নের রানাখরিয়া নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানা পুলিশের ওসি সৈয়দ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ দুর্ঘটনায় হতাহতের সবাই সিএনজিচালিত অটোরিকশাযাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে কুষ্টিয়া হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক জয়দেব কুমার সরকার জানান, কয়েকজন যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা কুষ্টিয়া থেকে ভেড়ামারা অভিমুখে রওনা হয়। এ সময় কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের রানাখরিয়া ঘোড়ামারা নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী পাথরবোঝাই একটি ট্রাকের চাপায় অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে অটোরিকশার যাত্রী তানিয়া খাতুন ও অপর এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুরুতর আহত অপর তিন জনকে কুষ্টিয়ার আড়াইশ শয্যার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, রানাখরিয়া নামক স্থানে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তিন জন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক পালিয়েছে। নিহতদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

টাঙ্গাইলে রডমিস্ত্রির গলাকাটা লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলে ফুলচান (১৮) নামের এক তরুণকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়নের ছোট বিন্নাফৈর এলাকায় সড়কের ওপর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ফুলচান ওই এলাকার সন্দেশ মিয়ার ছেলে। তিনি রড?মি?স্ত্রির কাজ করতেন। দাইন্যা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান লাভলু মিয়া লাবু জানান, রাত ৮টার দিকে স্থানীয় লোকজন রাস্তার ওপর ফুলচানের গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। ধারণা করা হচ্ছে, রাত সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে হত্যার পর লাশটি ফেলে রেখে গেছে। টাঙ্গাইল সদর থানার ওসি তানভীর আহ?মেদ ব?লেন, রড?মি?স্ত্রি?কে হত?্যার পর লাশ সড়?কের ওপর ফে?লে গে?ছে দুর্বৃত্তরা। খবর পে?য়ে লাশ উদ্ধার ক?রে ময়নাতদ?ন্তের জন?্য টাঙ্গাইল জেনা?রেল হাসপাতা?লে পাঠা?নো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব?্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়ে?ছে।

মেঘনায় বালু তোলা নিয়ে সংঘর্ষ: গুলিতে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : মুন্সীগঞ্জ সংলগ্ন চাঁদপুরের মোহনপুর এলাকায় মেঘনা নদীতে বালু উত্তোলন নিয়ে দ্বন্দ্বে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ও গুলিবিনিময়ের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে দুই জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন গুলিবিদ্ধসহ আহত হন কয়েকজন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে মুন্সীগঞ্জ ও মোহনপুর সীমানাধীন চর আব্দুল্লাহপুর এলাকার মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- চাঁদপুর মতলব থানার দশানি গ্রামের রিফাত (২৯) ও মতলব ভাষানচর গ্রামের রাসেল (৩০)। গুলিবিদ্ধ আইয়ুব আলীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত হয়েছেন মাদারীপুরের শিবচরের বাসিন্দা আইয়ুব আলী (৩৫)। স্থানীয়রা জানায়, মেঘনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে মুন্সীগঞ্জ সদরের কালীরচর গ্রামে কানা জহির ও কিবরিয়া মিজি গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর সদরের কালিরচর এলাকার কিবরিয়া মিজি ও তার লোকজন মুন্সীগঞ্জ-মোহনপুর সীমানাধীন চর বাংলাবাজার এলাকায় চাঁদপুর নৌ পুলিশের সহযোগিতায় ২৫ থেকে ২৬টি ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলন করছে। অপরদিকে কালিরচর গ্রামের বাসিন্দা কানা জহির গ্রুপও একইভাবে বালু উত্তোলনের চেষ্টা করলে বিরোধ দেখা দেয়। এরই জেরে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার কানা জহির ও তার লোকজন প্রতিপক্ষ কিবরিয়া মিজির অবৈধ বালু মহালের পাশে ড্রেজার বসিয়ে বালু তুলতে গেলে কিবরিয়া মিজির বালু সিন্ডিকেটের সশস্ত্র সদস্য জনি, জসিম দেওয়ান মিছির বেপারী ও মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা তাদের ধাওয়া দেয় এবং গুলিবর্ষণ করে। এতে ট্রলার ও স্পিডবোটে থাকা রিফাত, রাসেল ও স্পিডবোট চালক আইয়ুব আলী গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে রিফাত ও রাসেলের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত আইয়ুব আলীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাসুদ হোসেন জানিয়েছেন, রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিন জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। এর মধ্যে দুই জন হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছেন। আরেকজন গুলিবিদ্ধ আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আহত আইয়ুব আলী বলেন, একটি বাল্কহেড নিয়ে আমরা ছয় জন মেঘনায় বালু উত্তোলন করতে যাই। সেখানে ১৫-১৬ জন হঠাৎ কয়েকটি স্পিডবোটে করে এসে আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে দুই জন নিহত হন ও আমার পায়ে গুলি লাগে। মুন্সীগঞ্জ সদর থানার ওসি এম সাইফুল আলম বলেন, রিফাত এবং রাসেল গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বালু উত্তোলন নিয়ে দুই গ্রুপের দ্বন্দ্বে এ ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। মুন্সীগঞ্জ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন বলেন, গুলিতে দুই জন নিহত হয়েছেন। তবে ঘটনাটি চাঁদপুরের মোহনপুর এলাকার মেঘনা নদীতে। তাই আমরা বেশি কিছু বলতে পারবো না। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট ও ময়নাতদন্তের পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুন্সীগঞ্জের পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার বলেন, ঘটনাটি নদীতে ঘটেছে। এ ব্যাপারে নৌ পুলিশ বিস্তারিত বলতে পারবে। নৌ পুলিশের চাঁদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার (এসপি) সৈয়দ মোশফিকুর রহমান বলেন, ঘটনাটি চাঁদপুর-মুন্সীগঞ্জ সীমানায় ঘটেছে। কানা জহির ও কিবরিয়া গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়। তারা ডাকাতি ও বালু মহলের দখলের সঙ্গে জড়িত। এদিক, এ ঘটনার জেরে গোলাগুলিতে এক অন্তঃসত্ত্বা নারী আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আধারা ইউনিয়নের কালিরচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা পিংকি আক্তারকে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত নারীর স্বজনরা জানান, সেই ঘটনার জের ধরে সকালে কিবরিয়া পক্ষের রাজু সরকারের বাড়িতে হামলা চালায় কানা জহিরের ভাই শাহিন বেপারি ও তার লোকজন। এসময় গুলিতে আহত হন পিংকি আক্তার। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শৈবাল বসাক জানান, পিংকির ডান পাশে কোমরের নিচে গুলি ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ফলে এখন তিনি আশঙ্কামুক্ত। এদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানান মুন্সিগঞ্জ পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার।

চট্টগ্রামে আগুনে পুড়লো ৭ দোকান

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের চামড়ার গুদাম এলাকার ওমর আলী মার্কেটে আগুনে পুড়ে গেছে সাতটি দোকান। গতকাল শুক্রবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছ, ফায়ার সার্ভিসের আগ্রাবাদ, কর্ণফুলী, চন্দনপুরা, নন্দনকানন, লামাবাজার স্টেশনের ৯টি ইউনিট ৫ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক এমডি আবদুল মালেক বলেন, ভোর ৫টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। সকাল ১০টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে- বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। আগুনে মার্কেটের ৭টি দোকান পুড়ে ছাই গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তসাপেক্ষে জানা যাবে।

মাদারীপুরে দেয়ালে দেয়ালে লেখা 'শেখ হাসিনাতেই আস্থা'

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুরে ছাত্রলীগের কর্মীরা দেয়ালে গ্রাফিতি করেছেন। শেখ হাসিনার ছবির নিচে 'শেখ হাসিনাতেই আস্থা' লিখে সদর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের কয়েকটি দেয়ালে গ্রাফিতি করেছেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। গ্রাফিতির শেষে লেখা মাদারীপুর জেলা ছাত্রলীগ। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে করা এসব গ্রাফিতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। জেলা জুড়েও আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেক পলাতক ছাত্রলীগ নেতাও এ ছবি ও ভিডিও ফেসবুকে শেয়ার করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ খুব শিগগিরি ফিরছে বলে স্ট্যাটাস দিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের একাধিক কর্মী ফোনে জানান, বর্তমান সরকার তাদের কোনো কার্যক্রম প্রকাশ্যে করতে দিচ্ছে না। তাই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের অবস্থান জানান দিতে মাদারীপুর সদর উপজেলার ধুরাইল, পাঁচখোলা ও খোয়াজপুরসহ কয়েকটি এলাকার দেয়ালে এ ধরনের গ্রাফিতি করেন। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের পদত্যাগের দাবিতে মাঠে নেমে প্রচারপত্র বিলিসহ নানা কর্মসূচি পালনের ডাক দেন তারা। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এক মিনিট ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, হেলমেট পড়ে একজন ছাত্রলীগ কর্মী স্প্রে দিয়ে দেয়ালে লাল ও সবুজ রঙের গ্রাফিতি করছেন। অনেক দেয়ালে ও রাস্তায় জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু লিখতে দেখা যায়। এদিকে এর তীব্র সমালোচনা করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। তারা বলছেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার মতো নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও ভয়ে পালিয়ে গেছে। পারলে তারা সাহস দেখিয়ে রাজপথে নেমে লড়াই করুক। মাদারীপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র প্রতিনিধি আশিকুল তামিম বলেন, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কয়েকদিন ধরেই ফেসবুকে হুংকার দিচ্ছে। তাদের পুলিশসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা খুঁজছে। রাজপথে তারা সাহস নিয়ে নামলে তখন বোঝা যাবে কাদের অবস্থান কোথায়।

অপহরণের চার ঘণ্টা পর কুবি শিক্ষার্থী উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) আইন বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শাকিল আহমেদ সবুজ নামের এক শিক্ষার্থী অপহরণ হওয়ার চার ঘণ্টা পর কুমিল্লা শহরের তোয়া হাউজিং এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। অপহরণকারীদের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক, শিক্ষার্থী ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় রাত আড়াইটার দিকে শাকিলকে উদ্ধার করা হয়। ভুক্তভোগী শাকিল জানান, রাত সাড়ে ১০ টার দিকে টিউশন শেষ করে কুমিল্লা শহর থেকে ক্যাম্পাসে ফেরার জন্য সিএনজি অটোরিকশায় ওঠেন তিনি। অপহরণকারীরা একই সিএনজি অটোরিকশায় অবস্থান করে। দৌলতপুর এলাকায় আসার পর তাকে ভুল রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সিএনজি অটোরিকশা থেকে লাফ দেন শাকিল। এরপর ক্যাম্পাসে ফেরার জন্য অটোরিকশা নিলে এখানেও অপহরণকারীরা তার পিছু নেয়। পরে তার পেটে ছুরি ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে তোয়া হাউজিং এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভবনে আটকে রাখে। শাকিলের ফোন দিয়ে পরিবারের কাছে ১০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা। অপহরণকারীদের মধ্যে আটক কুমিল্লার সাতরা এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে মো. নাহিদ (২০)। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধ স্বীকার করে মো. নাহিদ বলেন, তারা পাঁচজন মিলে শাকিলকে অপহরণ করে। বাকি চারজন হলেন বিষ্ণুপুর এলাকার হারুন মিয়ার ছেলে জিহাদ (১৯), ঝাউতলা এলাকার আক্তার মোল্লার ছেলে সাইফুল (২০), ফৌজদারি এলাকার শাহিন (২০) এবং আকাশ (২০)। এ বিষয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কুমিল্লা জেলার আহ্বায়ক মুহাম্মদ সাকিব হুসাইন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে অপহরণের তথ্যটি পেয়ে শাকিলের (ভুক্তভোগী) নম্বর সংগ্রহ করে আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে পাঠাই। পুলিশ ট্র্যাক করে তোয়া হাউজিং এলাকায় শাকিলের অবস্থান জানতে পারে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শহরের কিছু শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় এবং পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় শাকিলকে সুস্থভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি অপহরণকারীদের মধ্যে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার এসআই রাকিবুল হাসান বলেন, আমরা ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছি। অপহরণকারীদের একজনকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

কুষ্টিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় নারীসহ অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত নারীসহ অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়নের রানাখড়িয়া এলাকায় কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজনের নাম-ঠিকানা জানা গেছে। তিনি হলেন-ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার আড়পাড়া এলাকার জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী তানিয়া (৩২)। কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, সকালে পাবনা থেকে কুষ্টিয়াগামী পাথর বোঝাই একটি ট্রাক কুষ্টিয়া থেকে ঈশ্বরদীগামী একটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে অটোরিকশায় থাকা এক নারী যাত্রীসহ দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। এসময় আহত হন অটোরিকশায় থাকা বাকি ছয়জন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

বগুড়ায় দুই ট্রাকের সংঘর্ষে এক হেলপার নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : ঘন কুয়াশায় বগুড়ার নন্দীগ্রামে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি ট্রাকের হেলপার নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন কমপক্ষে পাঁচজন। গতকাল শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে নন্দীগ্রাম উপজেলার রনবাঘা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার কারণে এ মহাসড়কে তিন ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। নিহত ব্যক্তির নাম জানা যায়নি, তবে তিনি মাছবাহী ট্রাকের চালকের সহকারী (হেলপার) ছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। নন্দীগ্রাম থানার ওসি তারিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, খুলনা থেকে মাছবাহী একটি ট্রাক বগুড়ার দিকে যাচ্ছিল। অপরদিকে বালুবাহী একটি ট্রাক নাটোরের দিকে যাচ্ছিল। পথে বনবাঘা বাসস্ট্যান্ডের সামনে মহাসড়কে একটি অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বালুবাহী ট্রাকের চালক। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা মাছবাহী ট্রাকের সঙ্গে বালুবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মাছবাহী ট্রাকের হেলপার ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে ট্রাকের কেবিন কেটে সহকারীর লাশ উদ্ধার করেন। এছাড়া দুই ট্রাকের চালক, একজন হেলপার ও অটোরিকশার দুই যাত্রীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, জানান ওসি। ওসি বলেন, দুর্ঘটনার কারণে সকাল ১০টা পর্যন্ত মহাসড়কে যানজট লেগে ছিল। পরে হাইওয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাক দুটি হাইওয়ে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

রাজশাহী মেডিকেলে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চৈতন্য মোল্লা (৭৫) নামে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামির মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মৃত্যু হয় তার। চৈতন্য মোল্লা জয়পুরহাট জেলার ধারকী বরাইল প্রামানিকপাড়া এলাকার মোবারক আলী মোল্লার ছেলে। রামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, চৈতন্য ১৮ জানুয়ারি থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। লাশ হাসপাতালের মরচুয়ারিতে রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি।

চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি চট্টগ্রাম পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি, দখলবাজি এবং বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ না হলে গণপরিবহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বৃহত্তর চট্টগ্রামের গণপরিবহন মালিক-শ্রমিক নেতারা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নগরীর বিআরটিসি স্টেশন রোডে আন্তঃজেলা গণপরিবহন মালিক সমিতির হলরুমে বৃহত্তর চট্টগ্রাম গণপরিবহন মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে ৬৬টি পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। সভায় বক্তারা বলেন, যেখানে চাঁদাবাজি ও কাউন্টার দখল হবে সেখানে গণপরিবহণ বন্ধ থাকবে। শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রশাসন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সেক্টরে বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কার্যকরী সভাপতি কফিল উদ্দিন আহমেদ। এসময় বক্তারা বলেন, চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগত সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে বাস কাউন্টার দখলের চেষ্টা এবং চাঁদাবাজির ঘটনা বেড়েছে। বুধবার দুপুরে কর্ণফুলী শাহ-আমানত ব্রিজ এলাকায় একদল চাঁদাবাজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঈগল স্পেশাল সাভিস লিমিটেড কাউন্টার দখল করে। হামলায় কাউন্টারের মালিক ও শ্রমিকরা আহত হন। এ ধরনের ঘটনা পরিবহন সেক্টরের জন্য ভয়াবহ হুমকি। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলেও এখনো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নেতারা চাঁদাবাজি এবং দখলবাজির দৌরাত্ম্য বন্ধে দ্রুত প্রশাসনের পদক্ষেপ দাবি করেন। তারা বলেন, যদি এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে, তাহলে পরিবহন সেক্টরে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। গণপরিবহন বন্ধ হয়ে গেলে এর দায় পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের ওপর চাপানো যাবে না। যেখানে গণপরিবহনে চাঁদাবাজি হবে বা বাস কাউন্টার দখলের চেষ্টা করা হবে, সেসব এলাকায় পরিবহন চলাচল বন্ধ থাকবে। আমরা পরিবহন মালিক-শ্রমিকরা আগের মতো ঐক্যবদ্ধ রয়েছি। কোনো চক্রান্ত আমাদের বিভক্ত করতে পারবে না। পরিবহন মালিক-শ্রমিক নেতারা বলেন, সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনকে দ্রুত কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। তাদের মতে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণেই সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, শৃঙ্খলা ফেরানো না গেলে এবং প্রশাসন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে পরিবহন সেক্টরে বড় সংকট দেখা দেবে। তখন সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের দায়ী করা যাবে না। পরিবহন মালিক-শ্রমিক নেতারা জানান, তারা শিগগির সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সবার সামনে তুলে ধরবেন। নেতাদের মতে, চাঁদাবাজি এবং দখলবাজি বন্ধের পাশাপাশি পরিবহন সেক্টরে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যকর পরিকল্পনা প্রয়োজন। তারা বলেন, দুই-এক দিনের মধ্যেই আমরা সংবাদ সম্মেলন করে পরিবহন সেক্টরের সংকট, চাঁদাবাজি এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। সভায় ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মোরশেদুল আলম কাদেরী, মৃনাল চৌধুরী, অলি আহমেদ, আহসানুল্লাহ চৌধুরী, ফারুক খান, মো. মুসা, মো. জাফর, মো. মনসুর রহমান, নুরুল ইসলাম, মো. হাবিবুর রহমান, মো জাফর ভি.পি, মো খোরশেদ, মো শাহজাহান, অহিদুন নুর কাদেরী, মো. মাহবুব, মো. জাহাঙ্গীর, কামাল উদ্দিন , আলী চৌধুরী, নাজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ আজম, জিয়া শরিফ মিজান, মো হারুন, আনোয়ারসহ চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর দক্ষিণের ঐক্য পরিষদের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুরে ইমামের বিরুদ্ধে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের সদরপুরে আব্দুল আহাদ (৪৩) নামে এক মসজিদের ইমামের বিরুদ্ধে চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠেছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। শিশুর ফুফা অভিযোগ করে বলেন, ইমাম আব্দুল আহাদ শিশুটিকে বাদাম খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে মসজিদের বারান্দায় নিয়ে যান। সেখানে তাকে ধর্ষণ করেন। পরে শিশুর চিৎকার শুনে তার মা এসে তাকে উদ্ধার করে। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তি আব্দুল আহাদকে পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। শিশুটির দাদি বলেন, আমার চার বছরের নাতনি। তাকে ফরিদপুর মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা খুবই খারাপ। চিকিৎসা চলছে। সদরপুর থানার ওসি মো. মোতালেব হোসেন বলেন, শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে। পরে তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়। অভিযুক্ত ইমামকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

আগামী বছর পুরোপুরি প্রস্তুত হবে

করা হচ্ছে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি এই বিনিয়োগকারীরা শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য উন্নয়ন কাজ শুরু করতে না পারেন, তবে তাদের জমি বেজাকে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর অব্যবহৃত জায়গায় সোলার পার্ক করার পরিকল্পনা রয়েছে। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে পিপিপি মডেলে সোলার প্যানেল করার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি সরকারের যেসব মিল ও কারখানা লোকসানে আছে বা বন্ধ রয়েছে- সেগুলোতে অর্থনৈতিক অঞ্চল করার পরিকল্পনা রয়েছে। বেজার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, নির্ধারিত ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রকল্পের বাইরে সিরাজগঞ্জসহ দেশের আরও বিভিন্ন স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে যেসব কার্যক্রম চলমান রয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সেগুলোর কাজ পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। অন্যান্য পরিকল্পিত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর জন্য অধিগ্রহণ করা জমির ভাগ্য নির্ধারণ করবে পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার। এর আগে গত ডিসেম্বরে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস বলেছিলেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষ হওয়ার পর ২০২৫ সালের শেষ থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন। মীরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করবে কি না, সেই সিদ্ধান্তও নেবে পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার। বর্তমান সরকারের আমলে এই প্রকল্পের কোনো অগ্রগতি হবে না বলে নির্দেশনা পেয়েছে বেজা। বেজার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট-এর (এলওসি) আওতায় মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছিল। ২০১৫ সালে এই প্রকল্পের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ঋণচুক্তি স্বাক্ষর হলেও এখন পর্যন্ত ৫ মিলিয়ন ডলারও ছাড় হয়নি। ভারতীয় ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নের শর্ত থাকলেও ভারতীয় কোম্পানিগুলো এতে অংশগ্রহণ করছে না। ফলে এই প্রকল্পের অগ্রগতি সামান্য। ওই কর্মকর্তা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে এসব অসুবিধার কথা তুলে ধরে প্রকল্পটি নিয়ে বেজার করণীয় সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মতামত চাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে বলা হয়েছে, প্রকল্পটি বেজার অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে না। তবে এটি বাতিলও করা হবে না। প্রতিবেশী দেশটির অর্থায়নে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নেবে না। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সরকারিভাবে ৬৮টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ মোট ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দেয় বেজা। সরকারি, বেসরকারি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি (পিপিপি) এবং সরকারি পর্যায়-সহ (জিটুজি) ছয় ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলীর গাড়ি চুরির সময়

মধ্যে দৌড়ে গিয়ে দেখি মুখোমুখি দুটি গাড়ি দাঁড় করানো। একজন ঠিকাদারের গাড়িটি সামনে না পড়লে চোর গাড়িটি নিয়ে যেতো। চালক রবিউল্লাহ দাবি করেন, পাজেরো স্পোর্টস কারের (ঢাকা মেট্রো- ১৩-৯৭৩০) চাবিটি তার সঙ্গেই ছিল। চোর অন্য কোনও কৌশলে গাড়িটি চুরি করে চালু করে। প্রত্যক্ষদর্শী এলজিইডি ঠিকাদার মো. মাহবুবুল আলম সরকার বলেন, এলজিইডি কার্যালয়ে এসেছিলাম একটি কাজে। এলজিইডি সড়কে ঢুকতেই নির্বাহী কর্মকর্তার গাড়িটির মুখোমুখি হয় আমার গাড়ি। এর মধ্যেই কে যেন পেছন থেকে গাড়ি চোর বলে চিৎকার দেয়। তারপরই আমরা তাকে আটকাই। তিনি আরও বলেন, এত নিরাপদ একটি জায়গা থেকে সরকারি দামি গাড়ি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস দেখে অবাক হচ্ছি। এ সময় এলজিইডি কার্যালয়ে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আনসার সদস্য রফিকুল বলেন, সারা দিনই অনেক গাড়ি আসা-যাওয়া করে। আমরা কাউকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা চেকিং করি না। স্যারের গাড়িও বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করে। তাই স্যারের গাড়িও যখন যাচ্ছিল তখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কোতোয়ালি থানার ওসি মো. মহিবুল ইসলাম বলেন, এলজিইডি অফিসের লোকজন এক গাড়ি চোরকে ধরে আমাদের কাছে দিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম মারুফ হোসেন। সে কুমিল্লা নগরীর কাটাবিল এলাকার গদার মা কলোনির মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে। সরকারি গাড়ি অফিস থেকে চুরির চেষ্টায় নিরাপত্তার কোনও ঘাটতি আছে কিনা এমন প্রশ্নে এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল মতিন বলেন, আমি গত বৃহস্পতিবার সারা দিন কোথাও বের হইনি। গাড়ি অফিসেই ছিল। চোরকে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। তারা ব্যবস্থা নেবে।

দেশে সবজি-মাছে স্বস্তি

একই দামে ১৮০-১৯০ টাকা। বাজারে সরপুঁটি প্রতি কেজি ২০০ টাকার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া শিং মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩৫০-৪০০ টাকায়, বড় আকৃতির রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ টাকায়, ছোট আকৃতির রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকার নিচে। পাবদা মাছ ৩৫০ টাকা, কার্প ২২০-২৪০ টাকা, চিংড়ি মাছ ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা, মলা মাছ ৫৫০ টাকা এবং শোল মাছ বিক্রি হচ্ছে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা কেজিতে। সবজি-মাছের দামের নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে আলু ও পেঁয়াজের বাজারেও। বর্তমানে প্রতিকেজি নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে ২০-২৫ টাকায়। পাইকারি পর্যায়ে যা কেজিপ্রতি ১৮-২০ টাকা ও আড়তে বিক্রি হচ্ছে ১৬ টাকায়। সবজি, আলু ও পেঁয়াজের দাম কমায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ক্রেতারা। তারা বলেন, আমদানি বাড়ালে ও নিয়মিত বাজার মনিটরিং করলে দাম কমবে। এতে স্বস্তি পাবে সাধারণ ভোক্তারা। তবে অস্থিরতা কমেনি চালের বাজারে। বাজারে প্রতি কেজি মিনিকেট ৮০ টাকা, আটাইশ ৫৮-৬০ টাকা, মোটা স্বর্ণা ৫২-৫৫ টাকা, নাজিরশাইল ৭৬-৮২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতি কেজি পোলাও চাল বিক্রি হচ্ছে ১১৬-১১৮ টাকায়। একই অবস্থা তেলের বাজারেও। দাম বাড়ানোর এক মাস পরও বাজারে কৃত্রিম সংকট কাটেনি বোতলজাত সয়াবিন তেলের। ভোক্তাদের অভিযোগ, বোতলজাত পাঁচ লিটারের তেল কিছুটা পাওয়া গেলেও এক ও দুই লিটারের বোতলজাত তেল পাওয়া যাচ্ছে না পর্যাপ্ত পরিমাণে। হাতে গোনা দু-একটি দোকানে পাওয়া গেলেও তা নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আর বোতলজাত সয়াবিন তেলের চেয়েও বেশি দামে খোলা সয়াবিন তেল বিক্রি হতে দেখা গেছে। খোলা সয়াবিন তেল কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে ১৭৫ থেকে ১৮০ টাকায়। তবুও মিলছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। তেলের বাজারের এই অস্থিরতার কথা স্বীকার করে খুচরা ব্যবসায়ীরা বলেন, বাজারে পর্যাপ্ত তেল সরবরাহ করছে না কোম্পানিগুলো। আবার তেল কিনতে গেলে সঙ্গে অন্য পণ্য কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। এতে কিছুটা সরবরাহ সংকট তৈরি হয়েছে। এদিকে সয়াবিন তেলের দাম আবারও বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। গত ৯ ডিসেম্বর লিটারে আট টাকা বাড়ানোর পর সম্প্রতি আবারও দাম বাড়ানোর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন।

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির

ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

প্রাইভেটকারে ধাক্কা, ১০ বাস আটকে

রেজার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আরও কয়েকজন নেতাকর্মী ছিলেন। তবে তাদের পরিচয় জানা যায়নি। বাস আটকের বিষয়ে সেলিম রেজা বলেন, আশুলিয়ার বলীভদ্র এলাকায় গত বৃহস্পতিবার আমার এক আত্মীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১ ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী মুরাদের প্রাইভেটকারে ধাক্কা দেয় রাজধানী পরিবহনের একটি বাস। এতে প্রাইভেটকারের লুকিং গ্লাসসহ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে আমরা কয়েকজন রাজধানী পরিবহনের দুটি বাস বিশমাইল গেটে সড়কের একপাশে সরিয়ে রাখি। তিনি আরও জানান, ক্ষতিপূরণের জন্য বাসের লাইনম্যানকে ফোন করা হলে তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। এ ছাত্রদল নেতা বলেন, কয়েকটি বাস সড়কের একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কোনও বাস আটক করা হয়নি। পরে বাস কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে বাসগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে আটক এক বাসের চালক বলেন, আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চার-পাঁচ জন এসে বাস থামিয়ে চাবি নিয়ে চলে যান। এ সময় বাসগুলো রাস্তায় আড়াআড়ি করে রাখতে বলেন তারা। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ঘটনার বিস্তারিত জেনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাদারীপুর আইনজীবী সমিতির

নির্বাচনের এই ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট ফরহাদ হোসেন। আইনজীবী সমিতির নির্বাচন কমিশন সূত্র থেকে জানা গেছে, নির্বাচনে সিনিয়র সহসভাপতি পদে আওয়ামী লীগের দুই কর্মী-সমর্থক আনোয়ার হোসেন আরমিন ও জালালুর রহমান সমান ১৩০ ভোট পেয়েছেন। দুজনের ভোট সমান হওয়ায় এই পদের সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ২৯ ভোট পেয়েছেন মো. সেলিম মিয়া। সহসভাপতি পদে মাহবুব হাসান সরোজ ১৮৮ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা কানাই লাল দাস পেয়েছেন ৫৫ ভোট। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ পদে শাকিলা পারভীনের বাক্সে ভোট পড়ে ১৮৭টি, অপরদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. রফিকুল ইসলাম ৯৮ ভোট পেয়ে পরাজিত হন। এ ছাড়া যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-২ পদে মো. মশিউর রহমান পারভেজ ১৪১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ৮৮ ভোট পেয়েছেন মো. মফিজুর রহমান। কোষাধ্যক্ষ পদে সুজন ভৌমিক ১৬২ ভোট পেয়ে বিজয়ী, অপরদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আনোয়ার হোসেন রানা পেয়েছেন ১২২ ভোট। আপ্যায়ন ও বিনোদন সম্পাদক পদে বদরুন নাহার কলি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন, লাইব্রেরি সম্পাদক পদে মুনির হাসান মিঠু পেয়েছেন ১৬২ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোলাম মোস্তফা দেওয়ান ১২৭ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। মুহুরি সম্পাদক পদে এ কে এম আজিজুল হক মুকুল পেয়েছেন ১৪৫ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ৮০ ভোট পেয়ে পরাজিত হন সাইদুর রহমান সাগর এবং সাধারণ সদস্য পদে ৫ বিজয়ীর মধ্যে সৈয়দা তাহমিনা খানম তুলি পেয়েছেন ২১২ ভোট, মো. এনামুল হক পেয়েছেন ১৮৫ ভোট, আব্দুস সালাম ১৮৩ ভোট, ১৬৮ ভোট পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ও মো. আবু সুফিয়ান পেয়েছেন ১৪৭ ভোট। মাদারীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট ফরহাদ হোসেন জানান, সকাল ১০টায় শুরু হওয়া এই ভোটগ্রহণ একটানা চলে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। মোট ভোটারের সংখ্যা ৩০০ হলেও ভোট পড়ে ২৯৩টি। বাকি ৭ ভোটার অনুপস্থিত ছিলেন। কড়া নিরাপত্তা ও উৎসবমুখর পরিবেশে এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। কোনও প্রকার ঝামেলা ছাড়াই এমন সুন্দর নির্বাচন উপহার পেয়ে খুশি প্রার্থীরা। তাদের কারোরই ছিল না কোনও ধরনের অভিযোগ। মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক গোলাম মাওলা আকন্দ বলেন, মাদারীপুর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ১৫টি পদের মধ্যে ১৪টিতেই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী কিংবা সমর্থক বিজয়ী হয়েছেন। তবে এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে সরাসরি আওয়ামী লীগের পদে থাকা কোনও নেতা অংশগ্রহণ করেননি। আওয়ামী লীগের দলীয় পদে থাকা কোনও আইনজীবী নেতা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তিনিও অন্য সবার মতো বিজয়ী হতেন বলে আমি মনে করি। যারা নির্বাচিত হয়েছেন সকলকে অভিনন্দন। মাদারীপুর সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সকাল থেকেই মাদারীপুর আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে আমরা অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছিলাম। যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। তবে সারা দিনেও নির্বাচনে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

জুলাই গণহত্যার সাথে জড়িতদের

ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহুআকবার'। গণমিছিল শুরু হওয়ার সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থান দেখা গেছে।

তিতুমীরের শিক্ষার্থীদের অনশন

বিভাগের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এ দুয়ার ও দুয়ারে ঘুরেছি। আজ থেকে আমরা আর কোথাও যাবো না। কারও আসতে হলে তিতুমীরের সামনে আসতে হবে। এখানে এসে তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে। রাষ্ট্র আমাদের সঙ্গে দ্বিচারিতামূলক আচরণ করছে। তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই সাত কলেজের সমন্বয়ে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করছে। আমরা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় চাই। আর কারও সঙ্গে থাকতে চাই না। তিতুমীর কলেজের আরেক শিক্ষার্থী ফারিয়া জামিল বলেন, এবার বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা না করার আগ পর্যন্ত আমরা আন্দোলন থামাবো না। তিতুমীর ঐক্যের সাত দফা দাবি হলো- সরকারি তিতুমীর কলেজকে তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গঠন করে ২০২৪-২০২৫ সেশনের ভর্তি পরিচালনা করতে হবে; শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অথবা খরচ বহন করতে হবে; আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন দুটি বিষয় ল (আইন) ও জার্নালিজম সংযোজন করতে হবে; অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পিএইচডিধারী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে; শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আসনসংখ্যা সীমিত করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা গবেষণাগারের লক্ষ্যে জমি ও আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের দাবির পর রাজধানীর সরকারি সাত কলেজ নিয়ে স্বতন্ত্র যে বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার, সেই বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম 'জুলাই ৩৬ বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এবং সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ একটি স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা প্রণয়ন কমিটির দুই সদস্য শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের কাছে এই নাম প্রস্তাব করেন।

আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক

সংবিধানের প্রস্তাবনা নতুন করে লেখার প্রয়োজন আছে কি না, সন্দেহ আছে। তবে পরিমার্জন করতে হলে ২০২৪ সালে জুলাইয়ের অভ্যুত্থান ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রকাশিত গণতন্ত্র, সাম্য, এবং মানবিক মর্যাদার জন-আকাঙ্ক্ষার কথা নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের ত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষা স্মরণ করাও যথার্থ হবে। প্রস্তাবনায় মুক্তিযুদ্ধ ও প্রজাতন্ত্র শব্দাবলী প্রতিস্থাপনের প্রয়াস অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ প্রতিস্থাপনের সুপারিশটি পরিপক্ব নয়। প্রস্তাবিত পাঁচটি মূলনীতিড় সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ, গণতন্ত্রের মধ্যে যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থন অনুপস্থিত। সুতরাং এ নিয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন। বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে সংবিধান পরিমার্জনের উদ্যোগ নেওয়া কমিশন কেন ২(ক) ধারা বাতিল করার সুপারিশ দিতে অপারগ হলো তা বোধগম্য নয়। সভায় 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও আর্থ-সামাজিক সংস্কার' শীর্ষক আরেকটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর চেয়ারম্যান ও সাপ্তাহিক একতার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক এম এম আকাশ। প্রবন্ধে তিনি বলেন, আগামী বাজেট অন্তর্বর্তী সরকার প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। তাদের সামনে প্রধান চারটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, কীভাবে বৈদেশিক খাতে উদ্বৃত্ত ব্যালেন্স তৈরি করে ক্রমবর্ধমান ডলার রিজার্ভ তারা তৈরি করবেন বা করার সূচনা করবেন? নতুন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাণিজ্য, বৈদেশিক ঋণ ও বিনিয়োগ নীতি কি হবে? 'দ্বিতীয়ত, বাজেটে যে প্রচণ্ড রাজস্ব ঘাটতি থাকবে, তা কীভাবে পূরণ করবেন? তৃতীয়ত, ব্যক্তি বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির হারকে যথাসম্ভব কীভাবে ধরে রাখা যায়, তার উপায় উদ্ভাবন অর্থাৎ বিনিয়োগ আবহাওয়ার উন্নতি করে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি কীভাবে অব্যাহত রাখা যাবে? চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা দুইই কাটিয়ে অর্থনীতিতে কিভাবে সামষ্টিক স্থিতিশীলতা আনা যাবে?' তিনি আরও বলেন, যে পুলিশ, শিক্ষা কর্মকর্তা, আমলা, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদরা অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য কমবেশি অভিযুক্ত হয়েছেন, তাদের এখন নিরপেক্ষ-সুষ্ঠু তালিকা প্রণয়ন করে এদের মধ্যে যারা নির্দেশ পালনে বাধ্য হয়েছিলেন, অথচ যাদের অপরাধ লঘু এবং ইগনোর করা যায়, তাদের শনাক্ত করে তাদের মব জাস্টিসের মধ্যে ফেলে না দিয়ে একটি সুষ্ঠু ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। অধ্যাপক এম এম আকাশ আরও বলেন, শুধুমাত্র ভালো নীতি প্রণয়ন নয়, তা বাস্তবায়নের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আর্থিক ও জ্বালানি খাত, আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় জরুরি নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। তা অন্তত শুরু করতে না পারলে জনগণের মনে প্রয়োজনীয় বিশ্বাস, আস্থা বা স্বস্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না এবং গোলযোগ ও সামাজিক বিরোধ আরও বাড়বে, যার সুস্পষ্ট লক্ষণ এরইমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। সাপ্তাহিক একতার সম্পাদক আফরোজান নাহারের সভাপতিত্বে গোলটেবিল আলোচনায় আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান, ডাকসুর সাবেক জিএস মুশতাক হোসেন, সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জু, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান প্রমুখ।

রংপুরে দুটি দুর্ঘটনায় নিহত ৫

এতে ঘটনাস্থলেই তিন জন নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় মিলেছে। এরা হলেন- রংপুরের কাউনিয়ার শাহিন আলম ও কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুরের রমজান আলী। অপরজনের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। আহত মিলনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শামীম আহমেদ জানিয়েছেন। অপরদিকে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বড়দরগা বাজারে যাত্রী তুলতে থামে একটি বাস। এ সময় পেছন থেকে আসা দ্রুতগামী আরেকটি বাস দাঁড়িয়ে থাকা বাসটিকে চাপা দেয়। এতে বাসে ওঠার অপেক্ষায় থাকা দুই যাত্রী নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। নিহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বড়দরগা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে হতাহতদের উদ্ধার করেন। দুই বাসকেই আটক করেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে হাইওয়ে পুলিশের এসআই শামসুল আলম জানান, দুই বাসকে আটক করা হলেও ড্রাইভার-হেলপাররা পালিয়ে গেছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজে সাম্য

উদ্দেশ্য।' আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শায়খ হেলালুদ্দীন বিন যমীরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে চট্টগ্রাম ওমরগনি এমইএস কলেজের অধ্যক্ষ আ ন ম সরওয়ার আলম, উপাধ্যক্ষ রেজাউল করীম সিদ্দীকি, নূরে হাবিব ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের চেয়ানম্যান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাঈদ আহসান খালিদ ও মাওলানা ফরিদ বিন যমীরুদ্দীন উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে ২০০ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে ৪০ লাখ টাকার যাকাতের অর্থ বিতরণ করা হয়।

সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান

নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রংপুরে নিহত মাহমুদুল হাসান মুন্না হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি নুরুজ্জামান আহমেদ। এছাড়া তার বিরুদ্ধে লালমনিরহাটে একাধিক মামলা রয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) রাত সোয়া ৯টার দিকে রংপুর শহরের সেন্ট্রাল রোডের ডাক অফিসের গলিতে আত্মীয়ের বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ও জনতা তাকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং ডিম ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানান। নুরুজ্জামান আহমেদ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দুই দফা প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গতবছর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হলেও মন্ত্রিত্ব পাননি। গতবছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন তিনি। লালমনিরহাট-২ (কালীগঞ্জ-আদিতমারী) আসন থেকে সংসদ সংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন নুরুজ্জামান আহমেদ।

ঢাকাসহ চার বিভাগ ও দুই অঞ্চলে

করবে কম। গতকাল শুক্রবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তেঁতুলিয়ায় আর সর্বোচ্চ ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল ঢাকায়।

বিলুপ্তপ্রায় ৪০ প্রজাতির মাছ

একজন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মশিউর রহমান বলেন, আগে শুধু ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহের স্বাদুপানি গবেষণা কেন্দ্র থেকে বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে ময়মনসিংহের স্বাদুপানি কেন্দ্র ছাড়াও বগুড়ার সান্তাহার, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ও যশোর উপকেন্দ্রে বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে বিলুপ্তপ্রায় সব মাছকে খাবার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে নিরলসভাবে গবেষণা করা হচ্ছে। জানা যায়, বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছগুলো পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে বিএফআরআই এর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব দেশীয় মাছকে লাইভ জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাছের সংস্থান সুরক্ষিত করা হবে।

স্থায়ী নিয়োগ পেলেন না হাইকোর্টের দুই বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : পর্যবেক্ষণের নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেও সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগ পাওয়া অতিরিক্ত দুই বিচারপতিকে স্থায়ী করেনি সরকার। তারা হলেন- বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসাইন দোলন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ২০২২ সালের ৩১ জুলাই হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান ১১ জন। গত বছরের ৩০ জুলাই ৯ জনকে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। তবে বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসাইন দোলনকে আরও ছয় মাসের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। স্থায়ী না করে তাদের এসময়ে পর্যবেক্ষণে রাখার কথা ছিল। সেই মেয়াদ গত বৃহস্পতিবার শেষ হয়। দুর্নীতি ও বিগত সরকারের দোসর হিসেবে কাজ করার অভিযোগ ওঠায় গত ১৬ অক্টোবর ১২ জন বিচারপতিকে ছুটিতে পাঠান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তাদের হাইকোর্ট বেঞ্চে বিচারকাজ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা হয়। এই ১২ বিচারপতির মধ্যে বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলনও ছিলেন।

পঞ্চগড়ের সেই চার বিচারককে মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে প্রজ্ঞাপন

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চগড়ের জেলা ও দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসহ সেই চার বিচারককে মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-০১) এএফএম গোলজার রহমান সাক্ষরিক এক প্রজ্ঞাপনে এসব তথ্য জানানো হয়। পরে তা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। আইন মন্ত্রনালয়ে সংযুক্ত বিচারকরা হলেন, জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম ফারুক, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদি হাসান মন্ডল, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফুজ্জামান ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু হেনা সিদ্দিকী। এছাড়া ঢাকা বিশেষ জজ আদালত-০৬ এর বিচারক মো. মাসুদ পারভেজকে পঞ্চগড়ের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক হিসেবে পদায়ন এবং পঞ্চগড়ের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নুরুজ্জামানকে পঞ্চগড় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি করে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রনালয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ফজলে রাব্বী বলেন, চার বিচারকের বদলির প্রজ্ঞাপনের বিষয়টি ইতোমধ্যে জেনেছি। আমরা চার বিচারকের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতি ও নিয়োগ বাণিজ্যের তথ্য পত্র শিগগির জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দিবো। পঞ্চগড় জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জমিরুল ইসলাম বলেন, চার বিচারককে আইন মন্ত্রনালয়ে সংযুক্ত করে প্রজ্ঞাপনের বিষয়টি শুনেছি। তবে এখনো কোন চিঠি পাইনি। গত ২২ জানুয়ারি দুপুরে নিয়োগ বাণিজ্য, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে চার বিচারকের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ করে পঞ্চগড় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা। তারা ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন। পরে ২৬ জানুয়ারি একই দাবিতে আদালত ঘেরাওসহ পঞ্চগড়-তেতুঁলিয়া মহাসড়ক অবরোধ করে তারা। রাত ৮টার দিকে জেলা প্রশাসকের আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয় পঞ্চগড় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

চুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা আজ, ৯৩১ আসনে পরীক্ষার্থী ২০ হাজার ১২২ জন

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়াও পরীক্ষা নেওয়া হবে চট্টগ্রাম শহরের আরও ৪টি উপকেন্দ্রে। চুয়েটের পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ১২টি বিভাগে মোট আসন ৯৩১টি। এর বিপরীতে এবার আবেদন করেন ২২ হাজার ৬৫১ জন শিক্ষার্থী। উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ের মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম ২০ হাজার ১২২ জনকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা এবং দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে বেলা ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত মুক্তহস্ত অঙ্কন অনুষ্ঠিত হবে। চুয়েট ক্যাম্পাসের বাইরে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে চট্টগ্রাম কলেজ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, কাজেম আলী স্কুল ও কলেজ এবং চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ উপকেন্দ্রে। এবারের ভর্তি পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ের ওপর ক ও খ গ্রুপের জন্য ৫০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে। খ গ্রুপের পরীক্ষার্থীদের ৫০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি অংশগ্রহণ করতে হবে ২০০ নম্বরের মুক্তহস্ত অঙ্কন পরীক্ষায়। গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের প্রতিটিতে ১৫টি এবং ইংরেজি বিষয়ে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। পরীক্ষার ফলাফল বা মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে ২২ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫ টায়। ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভাপতি এবং চুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক সুদীপ কুমার পাল বলেন, পরীক্ষার্থীদের সব ধরনের সহায়তা করতে আমরা প্রস্তুত। সবার সহযোগিতায় সুন্দরভাবে ভর্তি পরীক্ষার সব কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

সমন্বয়ক মাহিন-আম্মারকে রাজশাহীতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মাহিন সরকার ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মারকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে সংবাদ সম্মেলনে জুলাই-আগস্টে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা এসব অভিযোগ তোলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলা ও মহানগর শাখা কমিটিতে বিতর্কিতদের রাখার অভিযোগ তুলে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থী জুবায়ের রশীদ বলেন, জুলাই গণ অভ্যুত্থানের রাজশাহীর দুই বীর সন্তান আলী রায়হান ও সাকিব আঞ্জুম নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু একটি স্বার্থান্বেষী মহল জুলাই বিপ্লবের প্রকৃত নায়কদের মাইনাস করে, ৫ আগস্টের পর সুবিধাভোগী কিছু অনুপ্রবেশকারীর মাধ্যমে প্রহসনের পকেট কমিটি গঠন করেছে। তিনি আরও বলেন, ৩০ জানুয়ারি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাজশাহী জেলা এবং মহানগর নামে ঘোষিত কমিটিতে প্রকৃত আন্দোলনের সাহসী, বিপ্লবী এবং নির্ভরযোগ্য নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে আন্দোলনের চেতনা বিরোধী, বহিরাগত ও বিতর্কিত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে। আন্দোলন বিরোধী এসব ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাজারে চাঁদাবাজি, ক্ষমতার দখল এবং সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত। তিনি অভিযোগ করেন, ফাতিন মাহাদী ও মাহিন সরকার মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে এ কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটির নেতৃত্বে এমন অনেককে রাখা হয়েছে যারা সরাসরি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এমনকি আওয়ামী লীগের শরিক দল জাসদের ছাত্র সংগঠনের মূল নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিকেও গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে। আন্দোলনের সময় রাজশাহীর বাইরে ছিল, আন্দোলনে সম্পৃক্তই ছিল না। তাদেরও কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। পকেট কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়ে জুবায়ের বলেন, হত্যা মামলার অন্যতম আসামিকেও এ কমিটির শীর্ষ পদে রাখা হয়েছে। এরা আন্দোলনের চেতনা বিকৃত করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার ও তার সহযোগী কিছু ভুয়া সমন্বয়কের নেতৃত্বে প্রকাশিত কমিটি ঘোষণার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ রয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি বাতিল করতে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আরিফ সোহেল, আব্দুল হান্নান মাসুদ, হাসনাত আব্দুল্লাহ, উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ভাইয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। রাজশাহীর সর্বস্তরের ছাত্রসমাজ এ পকেট কমিটিকে সম্পূর্ণভাবে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছে এবং একইসঙ্গে রাজশাহীর মাটিতে মাহিন সরকার ও সালাউদ্দিন আম্মারকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো। এসময় রাজশাহী কলেজের আব্দুর রহিম, আব্দুল হাফিজ সরকার, এনামুল হক আদিব, ইয়াসিন আরাফাত, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শাফিউল ইসলাম অনিক, রাজশাহী মেট্রোপলিটন কলেজের নুর জাহান, রাজশাহী সিটি কলেজের আবু শাকিল আকাশসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছাত্র আন্দোলনে রাজশাহীতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগের ব্যাপারে সালাহউদ্দিন আম্মার বলেন, কমিটি করার ব্যাপারে আমাদের কোনো হাত নেই। এটা কেন্দ্র যাচাই বাছাই করে করেছে। আন্দোলনের মাঠে যারা ত্যাগী, তাদের রাখা হয়েছে। অবাঞ্ছিত কতবারই তো করা হয়েছে। আজকে যারা সংবাদ সম্মেলন করেছে, তারা অধিকাংশ ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং এটা কেন করা হলো সেটি নিয়ে কারও সংশয় থাকার কথা না।

চাঁদপুরে পিকআপভ্যান চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নে বালু বহনকারী পিকআপভ্যান চাপায় নুরুল ইসলাম নুরু ভুঁইয়া (৪৫) নামে মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ সড়কের চৌরাস্তা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নুরু ভুঁইয়া ফরিদগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম গুপ্টি ইউনিয়নের ষোলদানা গ্রামের আজিম ভুঁইয়া বাড়ির বাসিন্দা। চৌরাস্তা বাজারের ব্যবসায়ী খোরশেদ আলম বলেন, ঘটনার সময় দ্রুত গতিতে পিকআপভ্যানটি চৌরাস্তা থেকে ফরিদগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেল আরোহী চাপা পড়েন এবং ঘটনাস্থলই তার মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার ও পিকআপভ্যানটি থানায় নিয়ে যায়। নিহত ব্যক্তির আত্মীয় ইব্রাহিম খলিল বলেন, সকালে তিনি বাড়ি থেকে ডাক্তার দেখাতে চাঁদপুর শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। বাগাদী চৌরাস্তা এলাকা অতিক্রমকালে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে আসেন এবং নিহতের লাশ শনাক্ত করেন। চাঁদপুর সদর মডেল থানার ওসি বাহার মিয়া বলেন, বালু বহনকারী পিকআপভ্যান মোটরসাইকেল আরোহীকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুরতহাল করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পিকআপভ্যান জব্দ ও চালককে গ্রেপ্তার করে থানা হেফাজতে নিয়ে আসে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাবেক চেয়ারম্যানের ইটভাটায় গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরে গুলিবিদ্ধ হানিফ (৪৯) ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গত বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে তিনি মারা যান। তার লাশ গতকাল শুক্রবার সকালে যশোরে এনে জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বাঘারপাড়া থানার ওসি আব্দুল আলিম ও নিহতের স্ত্রী শিরিন এই তথ্য জানিয়েছেন। গত বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাঘারপাড়া উপজেলার করিমপুরে এনআইবি ইটভাটায় হানিফ গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। এই ভাটার মালিক আওয়ামী লীগ নেতা ও জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম টুটুল। ওই ঘটনার পর টুটুল গুলিবিদ্ধ হানিফকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে পালিয়ে যান। ওই রাতেই হানিফকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকাতে। নিহতের স্ত্রী শিরিন জানিয়েছেন, হানিফকে ঢাকাতে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে তার অপারেশন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে তার অবস্থার অবনতি ঘটে। পরে আইসিইউতে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল- এমন সময় মারা যায়। তিনি আরও জানান, ঘটনার দিন সকালে বার বার হানিফের মোবাইল নম্বরে কল করেন বাঘারপাড়ার জামদিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম টুটুল। একপর্যায়ে তিনি বাড়ি থেকে বের হন। রাতে তারা জানতে পারেন, হানিফ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। হানিফ যশোর শহরের লোন অফিসপাড়ার রুস্তম আলীর ছেলে। তিনি সদর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের দাইতলায় জমি কিনে বসবাস শুরু করেন। যশোর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা ফন্টু চাকলাদারের বিশ্বস্ত সহযোগী হানিফ ফতেপুর যাওয়ার পর সম্পর্ক গড়ে ওঠে কামরুল ইসলাম টুটুলের সঙ্গে। প্রায় সার্বক্ষণিক তারা একসঙ্গে থাকতেন। যশোর কোতোয়ালি থানার ইন্সপেক্টর কাজী বাবুল বৃহস্পতিবার জানিয়েছিলেন, কামরুল ইসলাম টুটুলের মালিকানাধীন বাঘারপাড়া থানার করিমপুরের এনআইবি ইটভাটার মধ্যে হানিফের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার সময় টুটুল নিজেও হানিফের সঙ্গে ছিলেন। অবশ্য এরপর ওষুধ কিনতে যাওয়ার কথা বলে টুটুল আত্মগোপনে চলে যান। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত হানিফের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলায় তিনি কয়েকবার জেলও খেটেছেন। বাঘারপাড়া থানার ওসি আব্দুল আলিম বলেন, বৃহস্পতিবার রাত ২টার পর ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় হানিফ মারা যান। তার লাশ যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। মামলা হয়েছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন (গতকাল শুক্রবার বিকেল) পর্যন্ত কেউ কোনও এজাহার দেননি।

সাঘাটায় কৃষকদলের মাবেশ অনুষ্ঠিত

সাঘাটা, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের সংগঠিত করার অংশ হিসেবে গাইবান্ধার সাঘাটায় কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকালে হলদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে হলদিয়া ইউনিয়ন জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের আয়োজনে উক্ত কৃষক সমাবেশে ইউনিয়ন কৃষকদলের আহবায়ক আব্দুল মান্নান মোল্লার সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব শাহজাহান আলী মন্ডলের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক হারুন অর রশিদ, গাইবান্ধা সদর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আবু তাহের, হলদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ওমর আলী শেখ, উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব বজলুর রশিদ মিঠু, সাঘাটা ইউনিয়ন কৃষকদলের সদস্য সচিব আতিকুর রহমান জোয়ার্দার, মাহমুদ রতন প্রমুখ।

তালতলীতে ব্রিজ ভেঙে পড়ায় মানুষের যোগাযোগে ভোগান্তি

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলী সদরের মাছ বাজার ও খেট্রারচর এলাকার সাথে সংযোগ বগীরদোনা খালের উপর দীর্ঘদিন ধরে ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় দাড়িয়ে থাকা ব্রিজটি ভেঙে খালে পড়েছে। ব্রিজটি ভেঙে পড়ায় দুই পাড়ের মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে প্রায় ১০ হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছে। দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। গতকাল শুক্রবার এ ব্রিজটি হঠাৎ খালে ভেঙে পড়ে। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। জানা যায়, উপজেলার খেট্রারচর মাছ বাজার এলাকায় বগীরদোনা খালের ওপর ২০০০ সালের দিকে এ ব্রিজটি নির্মাণ করে এলজিইডি। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরে সেতুটির কয়েকটি স্থান দেবে যায়। এরপর ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজটি আর সংস্কার করা হয়নি। ব্রিজটি ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিদিন দুই পাড়ের কয়েক হাজার মানুষ পারাপার করতেন। হঠাৎ গতকাল শুক্রবার ভোর রাতে খালে জোয়ারের পানির তীব্র স্রোতে ধসে পড়ে এ ব্রিজটি। এতে ঐ ব্রিজের দুই পাড়ের এবং আসপাশের কয়েকটি গ্রাম ও খেট্রারচরের পর্যটন স্থানের প্রায় ১০ হাজার মানুষ যাতায়াতে ভোগান্তি। এ এলাকার মধ্যে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি বাজার, ২টি এতিমখানা, ২টি মাদ্রাসা ও একটি পর্যটনস্থান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বর্তমানে ছোট্ট একটি ডিঙি নৌকায় ঝুকি নিয়ে পারাপার করছে মানুষ। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ব্রিজটি সম্পূর্ণ ধ্বসে খালের পানির মধ্যে পড়ে আছে।

কালীগঞ্জে ৭ বছরে ৬ গুন কুল চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জ উপজেলার বেথুলী গ্রামের একটি বাগানে সারি সারি দাড়িয়ে রয়েছে কুল গাছ। গাছ গুলো আকারে অনেকটাই ছোটো আকারের। ৪ থেকে ৫ ফুট গাছের উচ্চতা হবে। আপেলের রঙে ঝুলে থাকা কুলের ভারে ছোটো গাছগুলো প্রায় নুয়ে পড়েছে মাটিতে। যে কারণে বাঁশ দিয়ে কুলের ডাল গুলোর নিচ থেকে বাশের ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। কুল বাগানটিতে ঢুকতেই চোখে পড়ে একজন ব্যক্তির পাকা কুল তোলার দৃশ্য। এ কাজে সহায়তা করছে আর ও দু,জন শ্রমিক। সবাই কুল তোলার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। পূর্বের কলা চাষ ছেড়ে মাত্র ৪ বিঘা জমিতে ৭ বছর আগে পছন্দের ফল হিসেবে শখের বসে শুরু করেন কুল চাষ। কাশ্মীরী আপেল, বল সুন্দরী,ভারত সুন্দরী জাতের কুলের চারা সংগ্রহ করে জমিতে রোপণ করেন কালীগঞ্জের বেথুলি গ্রামের গোলাম রহমান। ফলন ও দাম ভালো পাওয়ায় একে একে বাড়তে থাকে কুল চাষে জমির পরিমাণ। বর্তমানে এই চাষীর ২৫ বিঘা জমিতে রয়েছে কুলের চাষ রয়েছে। ইতিমধ্যে চলতি মৌসুমে প্রায় ২২ লাখ টাকার কুল তিনি বিক্রিও করেছেন। গাছে এখনো যে ফল রয়েছে তাতে তিনি আশা করছেন ৩০ লক্ষ টাকার কুল বিক্রি করতে পারবেন। গোলঅম রহমান বানিজ্যিক ভিত্তিতে কুল চাষে সফল এই কৃষক বদলিয়েছেন নিজের ভাগ্য।

সুনামগঞ্জে ২ ফেব্রুয়ারি হাওর উৎসব

দিরাই, সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি : বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষ্যে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার তাড়ল ইউনিয়ন (কালনী নদীর পূর্বপাড়ের হাওরে) অনুষ্ঠিত হবে হাওর উৎসব। ২ ফেব্রুয়ারি এ উৎসবে আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর আয়োজনে ট্যুরিজম বোর্ড, আই ডব্লিউ এম, সিইজি, আ্য, এন এবং গ্রামীণ জনকল্যাণ সংসদ এর সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির এই আয়োজনে প্রায় ১২ শতাধিক সমাজ কর্মী, পরিবেশ কর্মী, সমাজ সেবক, সরকারি কর্মচারী, সংবাদকর্মী ও ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। মরুকরণ প্রক্রিয়া ঠেকাতে সেডিমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে মৎস্য উৎপাদন, সবুজায়ন এবং কার্বন এমিশন কমাতে বৃক্ষরোপণ, সমাজে মানি ফ্লো তৈরিতে কমিউনিটি বেজড পর্যটন গড়ার লক্ষ্যে বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সুনামগঞ্জের হাওরে ''হাওর সমাবেশ'' এর আয়োজন করা হয়েছে। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে থাকবে আলোচনা, অডিও-ভিডিও প্রদর্শনী, গম্ভিরা ও প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া'র সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রেজাউল করিম। হাওর ট্যুরিজম বিষয়ে উপস্থাপনা করবেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (গ্রেড-১) আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। আলোচনায় অংশ নেবেন, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক করবেন জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার আ.ফ.ম. আনোয়ার হোসেন খান। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর হাওর উৎসব বিশ্ব জলাভূমি দিবস ০২ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৮:০০ ঘটিকা: রেজিস্ট্রেশন বেলা ১০:০০ ঘটিকা : আলোচনা, অডিও-ভিডিও প্রদর্শনী দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা : মধ্যাহ্ন ভোজ, দুপুর ০১:৩০ ঘটিকা বেলা ০২:০০ ঘটিকা : গম্ভিরা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা গাছের চারা বিতরণ।

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক খাত

সংকট কাটাতে ব্যবস্থা নিন

সরকারি জনতা ব্যাংকের মূলধনের ৯৮৭.৪০ শতাংশ ঋণ বেক্সিমকো গ্রুপ নিয়ে গেছে বলে গণমাধ্যমে প্রকাশ । একইভাবে অ্যাননটেক্স ৩৩৫.৫০ শতাংশ, এস আলম ৩৩৫.১০ শতাংশ এবং ক্রিসেন্ট গ্রুপ নিয়ে গেছে ৮৯.৭০ শতাংশ ঋণ। অথচ একক গ্রাহকের ঋণ নেওয়ার সুযোগ ছিল মূলধনের মাত্র ২৫ শতাংশ। বর্তমানে জনতা ব্যাংকের ৬০ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা খেলাপির মধ্যে এই চার গ্রুপেরই খেলাপি ঋণ ৪০ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, সার্বিকভাবে খেলাপি ঋণ সবচেয়ে দ্রুত বেড়েছে জনতা ব্যাংকে। এছাড়া খেলাপি ঋণে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে অগ্রণী ব্যাংক। সোনালী ও রূপালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণও কম নয়। বলা বাহুল্য, বিগত সরকারের মেয়াদে বিপুল অঙ্কের ঋণের বড় একটি অংশ নানা অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে কাগুজে কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। একটি অংশ পাচার করেছেন প্রভাবশালীরা। ধীরে ধীরে এখন তা খেলাপির খাতায় যোগ হচ্ছে। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিগত সরকার শুধু ইসলামী ব্যাংকগুলোকেই ধ্বংস করেনি, বরং রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংককেও শেষ করে দিয়েছে। গত ১৫ বছরে ব্যাংকটিতে ব্যাপক লুটপাট করেছে বিগত সরকারের দোসররা। ফলে ব্যাংকগুলো এখন মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির হিসাব অনুযায়ী, ব্যাংক খাতে দুর্দশাগ্রস্ত ঋণ এখন ৬ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধারণা, দুর্দশাগ্রস্ত এ ঋণ ৭ লাখ কোটি টাকায় ঠেকতে পারে। এমন এক সময়ে খেলাপি ঋণের আসল চিত্র সামনে আসছে, যখন আইএমএফ খেলাপি ঋণ কমানোর শর্ত দিয়েছে। সংস্থাটি ২০২৬ সালের মধ্যে বেসরকারি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৫ শতাংশের নিচে এবং সরকারি ব্যাংকের ঋণ ১০ শতাংশের নিচে নামানোর শর্ত দিয়েছে। এ অবস্থায় খেলাপি হওয়া ঋণের অর্থ যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধারে তৎপরতা চালানো উচিত। দেশের ব্যাংক খাতের বড় সমস্যা হচ্ছে বিপুল অঙ্কের এসব খেলাপি ঋণ। বস্তুত দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। গেল সাড়ে ১৫ বছরে দেশের ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোয় খেলাপি ঋণ বেপরোয়া গতিতে বেড়েছে। বড় বড় জাল-জালিয়াতির ঘটনাও ঘটেছে। জালিয়াতির মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণের প্রায় সবই খেলাপি হয়ে গেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়েছে খেলাপি ঋণ। এজন্য যত দ্রুত সম্ভব যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি যারা এসব অনিয়ম-দুর্নীতি করেছে, তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বস্তুত সুশাসনের অভাবে ব্যাংক খাতের রোগ এতটা জটিল আকার ধারণ করেছে। কাজেই জরুরি ভিত্তিতে এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। ইতোমধ্যে ব্যাংক খাত সংস্কারে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ খাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে টাস্কফোর্স যেসব সুপারিশ করবে, তা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

কোচিং বাণিজ্যে দিশেহারা অভিভাবকরা

দেশে চলছে কোচিং বাণিজ্যের রমরমা ব্যবসা। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। ছাত্রত্ব রক্ষার জন্য অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে নামমাত্র ভর্তি হয়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এসব কোচিং সেন্টারে ঝুঁকে পড়েছে। চটকদার বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্নভাবে প্রচারণা চালিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে শিক্ষার পরিবেশ ও মানহীন এসব কোচিং সেন্টারগুলো হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। কোচিংয়ের নামে ক্লাস না করে শিক্ষার্থীদের টাকার বিনিময়ে কোচিং করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এমপিও-ভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান সব ক্ষেত্রে এই বাণিজ্য এখন চোখে পড়ার মতো। ছাত্ররা অভিভাবককে কোচিং বাণিজ্যের টাকার জন্য চাপ দিচ্ছে। শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের চাপ সৃষ্টি করে কোচিংয়ের জন্য। নতুন করে দেশব্যাপী প্রাইভেট ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্যের ব্যবসা শুরু হতে দেখছি। এক এক জন শিক্ষার্থী থেকে চার হাজার থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত কোচিং ফি নির্ধারণ করছে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবার গুলো এই চাপ সহ্য করতে পারছে না। সরকারি নীতিমালার তোয়াক্কা না করে কোচিং সেন্টারে পড়ানোর প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েছেন শিক্ষকরা এমন অভিযোগ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের। এতে শিক্ষকরা কোচিংমুখী হওয়ায় বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের পড়া অনেকটা নিষ্প্রভ বলে মনে করছেন অভিজ্ঞমহল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা না থাকায় শিক্ষকরাও অবাধে কোচিং ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের নামে সাইনবোর্ড লাগিয়ে চালানো হচ্ছে রমরমা কোচিং বাণিজ্য। শহরের নামি-দামি স্কুল-কলেজের আশপাশে এমনই বহু কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। স্থানীয় নামি-দামি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ শিক্ষকরা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এসব কোচিং সেন্টারে পড়ানো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। প্রতিটি কোচিং সেন্টারে ব্যাচ প্রতি ২৫-৩০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে বলে জানা যায়। এখন নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ পরিচালনা করছে। সরকার অনেক কিছু সংস্কারে হাত দিয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সংস্কার কর্মসূচি চলছে। শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সংস্কার শুরু হয়েছে। তবে তৃণমূল পর্যায়ে সেই সংস্কার কার্যক্রমে সুফল অভিভাবক শিক্ষার্থীরা দেখছেন না। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক লেখা প্রবন্ধ নিবন্ধ জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখাপড়ার গুণগতমান ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের এসব বিষয়ে এখনও কোনো পরিবর্তন হয়নি, হচ্ছেও না। কোচিং বাণিজ্য ও গাইড বুক বাণিজ্যের ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাসনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আগামী ডিসেম্বর ও জানুয়ারি ২০২৫-কে টার্গেট করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য ও ভর্তি বাণিজ্য কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ চায় সকলে।

জনশক্তি রপ্তানিতে বাধা দূর হোক

১৯৭৬ সালে প্রথম জনশক্তি রপ্তানি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বাড়তে থাকে রেমিট্যান্স আয়, যা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। বিএমইটির তথ্য মতে, ১৯৭৬ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশি অভিবাসীদের পাঠানো মোট বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ২৩২ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। তাই দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত মজবুত করতে অব্যাহত রাখতে হবে রেমিট্যান্স প্রবাহ। যার জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল প্রস্তুতি, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান এবং জনশক্তি রপ্তানি খাতে দালালদের দৌরাত্ম্য কমানো। নতুবা আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশ। মূলত বাংলাদেশ থেকে বিদেশে সিংহভাগ কর্মী যায় বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বা তাদের মনোনীত দালালের মাধ্যমে। দালালরা অভিবাসন প্রক্রিয়ার তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থান করায় বিদেশ গমনেচ্ছুরা তাদের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তাদের কারণেই অভিবাসন ব্যয় ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। শুধু এ দেশে নয়, গন্তব্য দেশটিতেও একটি শক্তিশালী মধ্যস্বত্বভোগী চক্র গড়ে উঠেছে। সব কর্মী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুর্বল যোগাযোগ ও ভাষায় অদক্ষতা, আচরণগত সমস্যা, শারীরিক যোগ্যতার অভাব, আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা, অভিবাসী দেশের আইন সম্পর্কে অবগত না থাকা, স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণবশত কাজে অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির মানকে নিম্ন দিকে ধাবিত করে। স্বল্প দক্ষ কর্মীরা কিছুটা কাজ শিখে নেওয়ার চেষ্টা করলেও শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক পান না। গ্রামাঞ্চল ও মফস্বলের মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর অনেকে দালালদের খপ্পরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আশায় জীবনের শেষ সম্বল দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমান। কিন্তু প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে ভিনদেশে পড়ে বিপাকে। দীর্ঘ পরিশ্রমের পরও অধিকাংশই বিনিয়োগকৃত অর্থ তুলতে পারেন না, যা এক দিকে যেমন ব্যক্তিগত ক্ষতি অন্য দিকে কমাচ্ছে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের কর্মীদের মান। দালালনির্ভরতার কারণে জনশক্তি রপ্তানি খাতের সুনাম দেশে ও প্রবাসে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে। জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়ায় লোক সংগ্রহের সিংহভাগই সম্পন্ন হয় দালালদের মাধ্যমে। রিক্রুটিং এজেন্সির নামধাম না জেনেও অনেকে দালালের হাতে তুলে দেয় টাকা। দালালরাই পাসপোর্ট বানিয়ে দেয়, তাদের মাধ্যমে মেডিকেল টেস্টও সম্পন্ন হয়, বিমানের টিকিট সংগ্রহ করা হয়। দালালনির্ভরতার কারণে বিদেশে যেতে বাংলাদেশের কর্মীদের অন্য দেশের কর্মীদের চেয়ে চার থেকে পাঁচগুণ বেশি খরচ হয়। জনশক্তি রপ্তানিতে দালালরাই শেষ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দালাল চক্র বিদেশেও বড় ধরনের ফাঁদ পেতে রেখেছে। জনশক্তি রপ্তানি খাতে স্বচ্ছতা আনতে দালালদের হয় বৈধ করতে হবে, নতুবা এ খাতে তারা যাতে কোনো ভূমিকা রাখতে না পারে তা নিশ্চিত করা জরুরি।

বাস্তুতন্ত্রের রয়েছে পাখির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

প্রকাশ ঘোষ বিধান

বিশ্বজুড়ে কমছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির সংখ্যা। চোরা শিকারিদের হাত থেকে পাখিদের কীভাবে রক্ষা করতে হবে, সেই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক বছর করা হয় জাতীয় পাখি দিবস। এই দিনটি প্রকৃতি ও পাখি প্রেমীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মূলত পাখিদের নিয়ে সচেতনতা বাড়াতেই এই দিনটি উদ্যাপন করা হয়।

১৮৯৪ সালে অয়েল সিটির স্কুল সুপারিনটেনডেন্ট চার্লস আলমানজো ব্যাবকক দ্বারা পাখি দিবস প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাবকক এটিকে একটি নৈতিক মূল্য হিসেবে পাখি সংরক্ষণকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য করেছিলেন। এটি প্রতি বছরের ৪ মে পালিত হয়। তবে এতে জনসচেতনতা আশানুরূপ না বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০০২ সাল থেকে তারা ক্রিসমাসের ছুটিতে একটা দিন পাখি দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০০২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর ৫ জানুয়ারি জাতীয় পাখি দিবস হিসেবে পালন করে। সরকারিভাবে স্বীকৃত না হলেও প্রতি বছর ব্যক্তি বা বিভিন্ন সংগঠন পর্যায়ে জাতীয় পাখি দিবস পালন করা হয়। দিনটি প্রকৃতি ও পাখিপ্রেমীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পাখি দিবস হল পাখি সম্পর্কে চিন্তা করার একটি সময়, তারা কীভাবে বাস করে, তাদের কী প্রয়োজন এবং আমরা তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করি।

বর্তমানে বিশ্বের ২০ শতাংশেরও বেশি পাখি অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে। সংখ্যার নিরিখে যা প্রায় ২০ হাজার প্রজাতির সমান। এই বিশাল সংখ্যক প্রজাতিকে বাঁচাতেই জাতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাখি প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। মূলত পাখি নিয়ে সচেতনতা বাড়াতেই এই দিনটি উদ্যাপন করা হয়। নগরায়ণ ও নানা কারণে পাখিদের সংখ্যা দিন দিন কমছে শহর এলাকায়। এ ছাড়া নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ইকোসিস্টেম। সেই ইকোসিস্টেম বা? বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতেই এই বিশেষ দিন। এ ছাড়া পাখি ধরা, খাওয়া, বিক্রয়, বিপণন নিষিদ্ধ করা ও এ সম্পর্কিত আইন সম্পর্কে সচেতন করতে উদ্যাপন করা হয়।

প্রকৃতির অন্যতম সুন্দর সৃষ্টি পাখি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে, তেমনি তাদের রংবেরংয়ের ডানাও মন কেড়ে নেয় মানুষের। পাখির অদ্ভুত সৌন্দর্যের পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই বাস্তুতন্ত্র কার্যত অচল পাখি ছাড়া। বর্তমানে শিকার থেকে দূষণ, একাধিক কারণে প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রত্যেককে হাতে হাতে মিলিয়ে পাখি সংরক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। বাস্তুতন্ত্রের সমতা বজা রাখতে পাখি সংরক্ষণ করতে হবে জোরদারভাবে।

বিশ্বের প্রায় ১০ হাজার পাখির প্রজাতির প্রায় ১২ শতাংশ আগামী শতাব্দীর মধ্যে বিলুপ্তির মুখোমুখি হতে পারে, যার মধ্যে বিশ্বের ৩৩০টি তোতা প্রজাতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে। পাখি গবেষকরা বলেছেন, বাংলাদেশে কয়েকটি পাখির জাত বিলুপ্তির হুমকিতে রয়েছে। এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে আগামী ১০ বছরে কয়েকটি পাখির জাত একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের (আইইউসিএন) সর্বশেষ পাখি নিয়ে জরিপ ২০১৫ অনুযায়ী, ওই সময়ের জরিপে বাংলাদেশে ৬৫০ প্রজাতির অস্তিত্ব খুঁজে পায় সংস্থাটি। তবে বর্তমানে দেশে ৭০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। এ ৭০০ প্রজাতির পাখির মধ্যে ২২০ থেকে ২৩০ প্রজাতি হলো পরিযায়ী পাখি। বাকিগুলো দেশীয় পাখি। আইইউসিএন বলছে, গত ১০০ বছরে বাংলাদেশ থেকে ১৯ প্রজাতির পাখি চিরতরে হারিয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে লালমুখ দাগিডানা, সারস, ধূসর মেটে তিতির, বাদা তিতির, বাদি হাঁস, গোলাপি হাঁস, বড় হাড়গিলা, মদনটাক, ধলাপেট বগ, সাদাফোঁটা গগন রেড, রাজশকুন, দাগি বুক টিয়াঠুঁটি, লালমাথা টিয়াঠুঁটি, গাছ আঁচড়া ও সবুজ ময়ূর। বাংলাদেশে যেসব প্রজাতির পাখি রয়েছে, তার মধ্যে জলচর পাখি রয়েছে ২০০ প্রজাতির।

বাসস্থান ও খাদ্য সংকট, অপরিকল্পিত নগরায়নসহ নানা কারণে কাক, চিল পেঁচাসহ অনেক প্রাণীই শহর থেকে বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে। মাত্র ১০ বছরে কাকের সঙ্গে অন্য পাখির সংখ্যাও কমে গেছে। বড় গাছপালা কেটে আবাসস্থল তৈরি হচ্ছে। কাক-চিল এসব পাখি বড় বড় পুরোনো গাছে বাসা তৈরি করে। বড় বড় পুরোনো গাছে কমে যাওয়ার কারণে বাসা হারাচ্ছে কাক ও চিল। তাদের প্রজননে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রাকৃতিক চক্র বা বাস্তুসংস্থান বিপন্ন হয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

পাখিদের সৌন্দর্য, গান এবং উড়ান দীর্ঘকাল ধরে মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। পাখি হল সেন্টিনেল প্রজাতি যাদের দুর্দশা বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত অসুস্থতা শনাক্ত করার জন্য বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং সতর্কতা ব্যবস্থার ব্যারোমিটার হিসাবে কাজ করে। অবৈধ পোষা প্রাণীর ব্যবসা, রোগবালাই এবং বাসস্থানের ক্ষতির কারণে বিশ্বের অনেক তোতাপাখি এবং গানের পাখি বিলুপ্তির হুমকিতে রয়েছে। পাখিদের শারীরিক ও আচরণগত চাহিদা সম্পর্কে জনসচেতনতা এবং শিক্ষা প্রয়োজন। পোষা পাখি বা বন্দিদশায় রাখা লাখ লাখ পাখির কল্যাণে কাজ করা। বিশ্বের পাখিদের বেঁচে থাকা এবং মঙ্গল নির্ভর করে জনশিক্ষার উপর এবং সংরক্ষণের জন্য জনসমর্থনের দরকার।

জাতীয় পাখি দিবস হল এমন একটি দিন যা আমরা আমাদের আশেপাশে যে পাখিদের সাথে ভাগ করে নিই কেবল তাদের প্রশংসা করার জন্য নয়, বরং সর্বত্র সমস্ত পাখির কথা চিন্তা ও প্রশংসা করার দিন। দুর্ভাগ্যবশত, পাখিরা তাদের কল্যাণের বিষয়ে সামান্য চিন্তা করেই বিভিন্ন উপায়ে শোষিত হয়। এগুলি গবেষণায় ব্যবহার করা হয়, তবে অন্যান্য প্রাণীর মতো প্রাণী কল্যাণ আইনের আওতায় পড়ে না এবং এগুলিকে খাদ্যের জন্য হত্যা করা হয়, তবুও বধ আইনের মানবিক পদ্ধতির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অতিরিক্তভাবে, প্রতি বছর, লক্ষ লক্ষ পাখি বন্য অঞ্চলে বন্দী হয় বা বাণিজ্যিক লাভ, পোষা প্রাণী হিসাবে ব্যবহার এবং বিনোদনের জন্য বন্দীদণ্ডে প্রজনন করা হয়, এই প্রাণীগুলিকে দুর্দশায় ফেলে দেয়। পাখি দিবস হল বন্দিদশায় থাকা পাখিদের জীবন উন্নত করার এবং বন্য অঞ্চলে পাখিদের রক্ষার লক্ষ্যে সহায়তার প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার একটি সময়।

আমাদের দেশে ঋতুভেদে ভিন্ন পাখি দেখা যায়। এ ছাড়া একই পাখি প্রজননের সময় ও পরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। প্রকৃতির মাঝে থাকাটাই আনন্দের তবে প্রকৃতির প্রাণ পাখির মাঝে থাকা আরও আনন্দের। তাদের শিকার করার পদ্ধতি, উড়ার পদ্ধতি, যৌনাচরণ সবকিছুই আকর্ষণীয় ও সুন্দর। এ ছাড়া বিপন্ন, অতিবিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ পাখিদের সংরক্ষণের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে সর্বসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা খুব দরকার। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে পাখির জন্য ভালোবাসা শেখাতে ও এতদসম্পর্কিত আইন সম্পর্কে সচেতন করতে আমাদের পাখি দিবস পালন করা উচিত।

লেখক : প্রকাশ ঘোষ বিধান; সাংবাদিক ও কলামিস্ট

প্রদেশ প্রবর্তনের সমূহ ঝুঁকি

আমীর হামযা

আমাদের দেশের আয়তন মাত্র ৫৬ হাজার বর্গমাইল। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ করে পশ্চিমাংশ ভারতে এবং পূর্বাংশ পাকিস্তানের অংশ করা হয়। ফলে বাংলা হয়ে পড়ে খণ্ডিত। এটি বর্ণবাদী হিন্দুদের বাসনা পূরণ করলেও বাংলার তখনকার সাধারণ মানুষের অর্থাৎ সংখ্যাগুরু মুসলমানের মন ক্ষতবিক্ষত করে। কারণ, ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ব্রিটিশ সরকার বাংলা ভাগ করে পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করলে বর্ণবাদী হিন্দুরা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। তারা বাংলা ভাগকে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ বলে বর্ণনা করে বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে। আসলে বাংলা ভাগে তারা ওই সময় মায়াকান্না করলেও এর পেছনের কারণ ছিল স্রেফ আর্থ-রাজনৈতিক। এখানে বঙ্গমাতার অঙ্গছেদের কথা বলে যে কান্না তা নিছক কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ ছাড়া কিছু নয়। পূর্ববাংলায় নিজেদের জমিদারি খতম হওয়া এবং সামাজিক ক্ষমতা বিলোপের আশঙ্কায় ১৯০৫ সালে বর্ণ হিন্দুরা এর বিরোধিতা করে। তাদের সাংস্কৃতিক কাণ্ডারি রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে গান লিখেন 'আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালোবাসি।' আর এই গানই এখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। জাতীয় সঙ্গীত হওয়ায় এটি রাষ্ট্রীয় সব অনুষ্ঠানে গীত হওয়া বাধ্যতামূলক। এ তো গেল সাংস্কৃতিক দিক। বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় সন্ত্রাসবাদ। যার মাধ্যমে আমাদের এ অঞ্চলে উগ্র হিন্দুত্ববাদের গোড়াপত্তন। সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই সূর্যসেন আর প্রীতিলতারা আত্মাহুতি দেন। কৌতূলোদ্দীপক হলো, যে বর্ণহিন্দুরা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে মাতম করেছিলেন, সেই তারাই ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগে মরিয়া হয়ে ওঠেন। বাংলা ভাগের জন্য তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতেও দ্বিধা করেননি। ছয়চল্লিশ-সাতচল্লিশের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় লাখো বনি আদমকে জীবন দিতে হয়। সাতচল্লিশে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বাংলা ভাগে অতিতৎপরতার পেছনেও বিদ্যমান ছিল আর্থ-সাংস্কৃতিক কারণ। পূর্ববাংলা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক বাবুদের কাঁচামাল সংগ্রহের প্রধান উৎস। তাই ১৯০৫ সালে সমূহ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কায় বর্ণ ও ধনিক বণিকশ্রেণীর হিন্দু জনগোষ্ঠী বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে। সেই তারাই পূর্ববাংলা থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ হারানোর ভয়ে বাংলা ভাগে মরিয়া হয়ে ওঠে। কারণ, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ইসলাম, তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থানান্তরিত হলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ার শঙ্কায় বাংলা ভাগে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। ফলে পশ্চিম বাংলা সর্বভারতীয় রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। আর মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়তে সচেষ্ট হয়। পরবর্তী সময়ে একাত্তরের জনযুদ্ধে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তাও দিন মাস বছর গড়িয়ে ৫৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণাপত্র ছিল সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আজও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সোনার পাথরবাটি হয়ে আমাদের মতো আমজনতার কাছে অধরাই রয়ে গেছে। বাংলাদেশ জমানার দীর্ঘ ৫৪ বছরে এ দেশে ধনী আরো ধনী হয়েছে। গরিব আরো গরিব এবং নিঃস্ব হয়েছে। বৈষম্য সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেঁকে বসেছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা এসেছেন, তারা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে একটি দুষ্টচক্র গড়ে দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। বিশেষ করে সদ্য পতিত শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী জমানায় দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। রাষ্ট্রের সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে শেখ হাসিনা প্রতিষ্ঠা করেন মাফিয়াতন্ত্র। অবশেষে ছাত্র-জনতার বিপুল রক্তের বিনিময়ে উৎখাত হয় ফ্যাসিবাদী শাসন। অবসান ঘটে হাসিনার অপশাসন। জীবন বাঁচাতে হাসিনা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। হাসিনা-উত্তর এখন দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এ সরকার রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারকল্পে ১১টি কমিশন গঠন করেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন দেশের বর্তমান এককেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন এনে দেশকে চারটি প্রদেশে ভাগ করে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তা করছে। 'দেশের পুরনো চারটি বিভাগকে চারটি প্রদেশ করার সুপারিশের কথা ভাবছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থাপনা প্রদেশের হাতে দেয়ার পক্ষে এ কমিশন' (প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫)। এখন প্রশ্ন হলো, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে এই যে প্রদেশ গঠনের চিন্তাভাবনা এটি আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কতটুকু বাস্তবসম্মত এবং যৌক্তিক। প্রদেশ গঠনের বিষয়টি আমাদের দেশে নতুন কোনো আলোচনা নয়। এবারই যে প্রথম এ আলোচনা উত্থাপিত হয়েছে তা-ও নয়। স্বৈরাচারী এরশাদের আমলেও প্রদেশ প্রবর্তনের আলোচনা হয়েছিল। পরে মাফিয়া রানী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দোসর হয়ে এরশাদের জাতীয় পার্টি দেশকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি নিয়ে দেশব্যাপী প্রচারণা চালায়। জনসংযোগ করে। কিন্তু ওই প্রস্তাব হালে পানি পায়নি। আমাদের মনে থাকার কথা, এরশাদ জমানায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকার বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে স্থাপন করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে সংবিধানের এক কেন্দ্রিকতার উল্লেখ করে ওই উদ্যোগকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ফলে উদ্যোগটির সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। চব্বিশের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-উত্তর ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে বিকেন্দ্রীকরণে প্রদেশ প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা আলোচনার টেবিলে জায়গা করে নিয়েছে। এটা ঠিক যে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে এককেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে প্রদেশ গঠন বা প্রবর্তনের কথা শুনতে খারাপ লাগে না। বরং শুনলে কানে আরাম দেয়। শুধু মধুর নয়, সুমধুর লাগে। যেমন ভোরের ঘুমের আমেজ খুব ভালো লাগে। কিন্তু আদৌ কি ভোরে ঘুমানো স্বাস্থ্যসম্মত? নিশ্চয় নয়। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের কাছেও প্রদেশ গঠনের বিষয়টি এমন মনে হয়। কেন এমন মনে হয়, সেই আলোচনা জরুরি। প্রদেশ গঠন আমরা এ জন্য বাস্তবসম্মত মনে করি না : প্রথমত, বাংলাদেশ খুব ছোট একটি দেশ। এ দেশে অঞ্চলগতভাবে উন্নয়নবৈষম্য তীব্র নয়। ফলে অঞ্চলে অঞ্চলে বিরোধ কোথাও নেই। দ্বিতীয়ত, যে কারণটি বিদ্যমান, তা হলো ভারতের উসকানিতে দেশের এক-দশমাংশ ভূ-খণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের একটি অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। উপরন্তু দীর্ঘ দিন ধরে চাউর রয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারতের পাহাড়ি এলাকা নিয়ে একটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র গঠনের পশ্চিমাদের পরিকল্পনার কথা। যদি প্রদেশ গঠন করা হয়; তা হলে আশঙ্কা রয়েছে পার্বত্য জনপদে বিচ্ছিন্নতাবাদী জুম ল্যান্ড আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এতে আমাদের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও জাতীয় নিরাপত্তায় নতুন হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। এমনিতে নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দীর্ঘায়িত হওয়ায় বাংলাদেশ ২০১৭ সাল থেকে নিরাপত্তা হুমকি মোকাবেলা করে চলেছে। এ ছাড়া একসময় চিত্তরঞ্জন সুতারের বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না সেই নিশ্চয়তা কে দেবে। তাই দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে প্রদেশ প্রবর্তন আমাদের কাছে বিবেচনাপ্রসূত চিন্তা বলে মনে হয়নি। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, প্রদেশ প্রবর্তনের চিন্তা বাদ দিয়ে কিভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা যায়? এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হলো, দেশে প্রচলিত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারলে দেশে যথার্থ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাকে কার্যকর স্বায়ত্তশাসন দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনগণের কাছে প্রকৃত জবাবদিহির ব্যবস্থা করা গেলে তৃণমূলে আরো বেশি ক্ষমতায়ন করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ জন্য অবশ্যই প্রয়োজন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা যাতে কোনো অবস্থাতে স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন। নাক না গলাতে পারেন। আইন সভার যারা সদস্য নির্বাচিত হবেন অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের কর্মপরিধি আইন প্রণয়নে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রদেশ প্রবর্তনে সবশেষ যে সমস্যার কথা উল্লেখ করতে চাই; তা হলো প্রদেশ গঠনে প্রাথমিক যে পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশ সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে জোগান দেবে। তার সবটুকু নিশ্চয় নিজস্ব উৎস থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। এই অর্থ জোগাড় করতে বিদেশী ঋণের ওপর নির্ভর করতে হবে। পরিণামে দেশ আরো বিদেশী ঋণের জালে জড়িয়ে পড়বে। উপরের আলোচনার পর আমরা প্রত্যাশা করি, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রদেশ গঠনের চিন্তাভাবনা থেকে সরে আসবে। তাদের প্রণীতব্য সুপারিশমালায় প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব স্থান পাবে না।

সেনাবাহিনী, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব

ড. মিল্টন বিশ্বাস

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী 'নতুন বাংলাদেশ' নিরাপত্তা ইস্যুতে নতুন পথের অন্বেষী হয়ে ওঠে। দেশজুড়ে সেনাবাহিনীর ইতিবাচক তৎপরতা অভিনন্দিত হয়। কিন্তু সেসময় থেকে দেশের কোনো কোনো স্থানে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান তথা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর যে চাপ তৈরি হয় তাতে ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসঙ্গটি সামনে আসে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এক ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে রাজনীতির মাঠে নতুন ক্ষমতায়নের তর্ক-বিতর্কে দেশের স্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় ঐক্যের কথা আলোচনায় শীর্ষ স্থান দখল করে। সেখানেও সেনাবাহিনীর প্রত্যাশিত সহযোগিতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ সেনাবাহিনী সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক আর 'সংস্কার ও নির্বাচন' ফলপ্রসূ করার জন্য তাদের ভূমিকা 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ে তোলার অন্যতম সহায়ক শক্তি বা স্তম্ভ। ইতোমধ্যে, জাতীয় সমস্যা মোকাবিলায় সেনাবাহিনী আপামর জনসাধারণের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে সুপরিচিতি পেয়েছে। তারা জনগণের বন্ধু, দুর্যোগে জনগণের পাশে থাকাই তাদের বড় দায়িত্ব। তাদের স্লোগান-'সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে ।' (২.) প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে দেশ দাঁড়িয়ে আছে তিনটি পিলারের ওপর- জনগণ, সরকার এবং সশস্ত্র বাহিনী। জনগণের ভেতর আবার যুবসমাজকে আলাদা করে দেখতে চাই আমরা। কারণ ২০২৪ সালে বিশ্ব অবাক হলো বাংলাদেশে তারুণ্যের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দেখে। এর আগে পুরোনো পৃথিবী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় দেখেছে। কিন্তু সেটি ছিল রক্তগঙ্গা মাড়িয়ে স্বাধীনতার সুফল ঘরে তোলার কাল। ষাট ও সত্তর দশকের প্রজন্ম তাদের যৌবন দান করেছিল দেশমাতৃকার জন্য। একইভাবে জেনারেশন জেড দেখিয়ে দিল ঐক্যবদ্ধ শক্তি দমন-পীড়ন রুখে দিতে পারে, পারে দেশের অপরাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা হটিয়ে দিতে। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই তরুণ। এদেশের স্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টিতে তাদের আত্মদান ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৫ আগস্ট (২০২৪) সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেওয়া এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিজয়ী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কারের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় মানুষের প্রত্যাশা এখন আকাশচুম্বী। অন্যদিকে উপদেষ্টামণ্ডলীতে তরুণ সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি একটি বৈপ্লবিক ও প্রশংসিত সিদ্ধান্ত। একদিকে বিগত সরকারের পর্বতসমান লুটপাট আর দুর্নীতির বিস্তারিত খবর, অন্যদিকে দেশের নতুন প্রেক্ষাপটে অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য, সুবিধাবাদী শ্রেণির আবির্ভাব নিরাপত্তা নিয়ে নতুনভাবে ভাবিয়ে তুলে জনগণকে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে নানান মহলের চিন্তা-ভাবনা চলছে। জনৈক গবেষক বলেছেন- 'দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলের একটা ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। নিরাপত্তা কাঠামো বলতে শুধু সীমান্ত পাহারা দেওয়া নয়। একইসঙ্গে আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যোগাযোগব্যবস্থা, খাদ্যনিরাপত্তা, খাদ্য সরবরাহব্যবস্থা সবকিছু এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।' ৫ আগস্টের পর এখন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সব রাজনৈতিক দলকে যুক্ত করে জাতীয় মতৈক্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা কাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন অনেকেই। পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ায় এই মুহূর্তে জনগণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মূল্যায়নের সময় এসেছে। বলাবাহুল্য, পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সেনাবাহিনীকে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশ এখনও অস্থিরতা মুক্ত হয়নি, স্থিতিশীলতা অর্জন করেনি। নানান ফ্রন্ট থেকে দাবি-দাওয়া নিয়ে মানুষ সোচ্চার হচ্ছে রাজপথে, প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে। অস্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশ-সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। স্বার্থান্বেষী মহল নানান অঘটন ঘটানোর চেষ্টা করছে। এরই অংশ হিসেবে দেশের ভেতরে ও সীমান্তের ওপারে চলছে অপপ্রচার ও উসকানি। শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের মহিমা উজ্জ্বল করে চলছেন। এজন্য সেনা শাসিত বাংলাদেশ নয় বরং গণতন্ত্র রক্ষায় সেনাবাহিনী সেই চেতনা জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা, ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক দল(ফ্যাসিস্ট দল ব্যতীত) এবং সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান-সবারই মানসিকতায় ইতিবাচক বাংলাদেশের ছবি ভাস্বর। আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ একটি কঠিন সময় অতিক্রম করছে। প্রতিবেশী দেশ কিংবা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই অপপ্রচার আসুক না কেন, আমাদের সঠিক তথ্য দিয়ে তা খ-ন করতে হবে। তাদেরকে তাদের ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। তবে কোনো পক্ষের উসকানিতে পা দেওয়া যাবে না কিছুতেই। দেশের অভ্যন্তরে যাতে কোনো রকম বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি না হয়, সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। দেশের এই ক্রান্তিকালে এমন কিছু করা যাবে না, যাতে কোনো সম্প্রদায়ের একজন নাগরিকও নিজেকে অনিরাপদ ভাবেন। প্রধান উপদেষ্টার একাধিক ভাষণে সেটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। একটি সমতাভিত্তিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমরা সব ধরনের অপপ্রচারের সমুচিত জবাব দেব। সেনাবাহিনী নিয়ে সুযোগসন্ধানী মহল যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তারও জবাব দেওয়া আমাদের অন্যতম দায় ও দায়িত্ব।

(৩.)ধর্মীয় সম্প্রীতির কথা উচ্চারণ করলেই বলতে শোনা যায়- হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধরা কি আগের চেয়ে ভালো আছে? সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান ২০২৪ সালের দুর্গাপূজা উৎসব পরিদর্শনে গিয়ে বলেন, 'সম্প্রীতি বজায় রাখব দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।' তিনি বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের উৎসবে উপস্থিত হয়ে (৮ নভেম্বর ও ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪)- সম্প্রীতির দেশ গঠনে সবাইকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থেকে একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে প্রতিটি ধর্মের নিজ নিজ উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম গ্রহণে সদা প্রস্তুত।' অন্যদিকে উপদেষ্টামণ্ডলীর তরফ থেকে বলা হচ্ছে, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে, যে যার ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে পারছে। এ সরকার অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। এজন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ না করার জন্য সব সম্প্রদায়কে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যদিকে বলা হচ্ছে-'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'। বেশ কয়েক মাস যাবৎ দেশের ভেতরে ও বাইরে সংখ্যালঘু নির্যাতনের আজগুবি অভিযোগ এনে সংশ্লিষ্ট মহলের অপপ্রচার অব্যাহত ছিল, যা জনগণকে উদ্বিগ্ন না করে পারেনি। সেই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ছাত্রনেতৃত্ব ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার ধারাবাহিক আলোচনা পর্বটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় তারা নির্দ্বিধায় মনের কথা প্রকাশ করেন। অতীতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সব ধর্মের মানুষকে এক বৈঠকে বসানোর দৃষ্টান্ত বিরল। সেদিক দিয়ে এটি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বৈঠকে ড. ইউনূস ক্রোধ ও ভয় থেকে মুক্ত হয়ে একটি সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পরামর্শ দেন, যেখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না বা এমন কোনো ঘটনা ঘটলেও তা সমাধান করা যাবে। এর আগে তিনি বাংলাদেশকে একটি পরিবার হিসেবেও অভিহিত করেন। জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যদি পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি থাকে, তার অবসান হবে আশা করেছিলেন তিনি। বৈঠকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শঙ্কা ও উদ্বেগ প্রশমনে সেনাবাহিনী ও পুলিশ দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। বিশিষ্টজনদের মতামত হলো-বাংলাদেশের মানুষ যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখে, সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন রাষ্ট্রীয় নীতি পরিকল্পনা গ্রহণ ও এর বাস্তবায়নে ধর্ম ও জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে। কাউকে পেছনে ফেলে কিংবা অগ্রাহ্য করে গণতান্ত্রিক ও সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব। (৪.) দেশের স্থিতিশীলতার স্বার্থে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ? ১৬ জানুয়ারি (২০২৫) তিনি বলেন, '৫ আগস্টের পুরো অনুভূতিটাই ছিল একতার অনুভূতি। একতায়ই আমাদের জন্ম, একতাতে আমাদের শক্তি। ঐক্যের মাঝে এ সরকারের জন্ম।' ইতোমধ্যে দেশের চলমান পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে অন্তর্বর্তী সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে। 'বাংলাদেশ'র স্বার্থ নিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। ফ্যাসিবাদের দোসররা যে দেশবিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে তাকে প্রতিরোধের পথ বাতলে দিতেও ঐক্য হতে পারে ? প্রধান উপদেষ্টার কথার সূত্র ধরে বলা যায়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটা রক্তস্নাত ঐক্য গড়ে উঠেছে ? হাজার হাজার তরুণের রক্ত, বৃথা যেতে না দেওয়ার প্রত্যয়ে ঐক্য স্থাপিত হতে পারে ।রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চলার পথে ভিন্নমত আছে কিন্তু অনৈক্য নেই। বলা হচ্ছে, দেশবিরোধীদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন? ছাত্রদের নেতৃত্বেই জাতীয় ঐক্যটা হতে পারে বলে মনে করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক বাকের মজুমদার? তিনি একটি মিডিয়ায় বলেন, 'আমরা কিন্তু ৩ আগস্ট এক দফার ডাক দিয়েছিলাম?সেই ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছিলেন?তখন আমাদের মধ্যে একটা ঐক্য ছিল বলেই আমরা ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট সরকার প্রধানকে পালাতে বাধ্য করতে পেরেছি?এরপর আমরা দেখেছি, অনেকেই নিজের স্বার্থ নিয়ে নানা ধরনের কাজ করছেন?এখন আমাদের জাতীয় ঐক্যের মূলভিত্তি হতে পারে জাতীয় স্বার্থ? কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।' এর অন্যতম হলো 'দ্রুত সংস্কার, দ্রুত নির্বাচন' নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত, মতান্তর, মনান্তর। উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, 'রাজনৈতিক দল, জনগণ বা সরকার এখানে আলাদা কিছু নয়? বাংলাদেশের অখণ্ডতা রক্ষা এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার কাজ সবার?এই ঐক্য ধরে রাখলে আশা করি, আর কখনোই ফ্যাসিজম ফিরে আসবে না? বিএনপি ও জামায়াত নেতারাও অখণ্ডতা ও ঐক্যের কথা বলেছেন? স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবাই ঐক্যবদ্ধ থেকে কীভাবে কাজ করা যায়, তা বলেছেন।'' সম্প্রতি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এক বিবৃতিতে চলমান পরিস্থিতিতে দেশের পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সরকারকে আরেকটু সময় দিন?আরেকটু ধৈর্যের পরিচয় দিন?শান্ত থাকুন?পরিস্থিতির ওপর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখুন? দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যাত্রাপথে ষড়যন্ত্রকারীদের বাধা বিচক্ষণতার সঙ্গে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলে স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে চরম মূল্য দিতে হবে। আমরা যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলা এবং দেশে একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যাওয়ার কাজটাও যথাসম্ভব ঐক্যের মধ্য দিয়ে করতে পারি ।' অর্থাৎ দেশ নিয়ে ইতিবাচক ভাবনাই জাতীয় ঐক্যের মূল কথা। 'যারা লড়াই করেছেন তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।' সব বাংলাদেশিকে, ধর্ম, রাজনৈতিক মতাদর্শ, আদর্শ, বয়স বা যে কোনো বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে ওঠে- দেশবিরোধী শক্তির হুমকির মুখে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে হবে।

বস্তুত ঐক্যের মূল কথা দেশের জাতীয় স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে একতার বোধ, আলোচনার ভিত্তিতে সব কিছু নির্ধারণ, একতরফা বা চাপিয়ে দেওয়া মতামত বাতিল করা। কারণ ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়। রাষ্ট্রের চেয়ে একটা গ্রুপ বা অলিগার্কদের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে না, যিনি সরকার প্রধান, তার স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া যাবে না- রাষ্ট্র মূলনীতি থেকে কখনো সরে যাওয়া যাবে না। (৫.) দেশের মানুষ বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলের তুলনায় ভালো থাকতে চায়। বৈষম্যহীন, শোষণহীন রাষ্ট্রে নিরাপদ সমাজের স্বপ্ন ও সম্প্রীতির আলিঙ্গনে বাঁচতে চায়। জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকা একান্ত জরুরি বলে মনে করে তারা। অন্যদিকে গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ী যুবসমাজকে নিয়ে আমাদের স্বপ্ন রয়েছে বিশাল। কারণ ৫ আগস্টের আগে-পরের ওই দিনগুলোতে তারা সারাদেশকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এখন দেশ গড়ার সময়। দেশ গড়ার জন্যও সবাইকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তরুণ প্রজন্ম দেশ গড়ার কাজে জনতার সঙ্গে নিজেদের নিয়োজিত করে কল্যাণরাষ্ট্র তৈরিতে প্রধান উপদেষ্টা এবং সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করুক-এ প্রত্যাশা সবার।

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

উত্তর গাজায় ফিরতে শুরু করেছে ফিলিস্তিনিরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েল এবং হামাস চলতি সপ্তাহে ছয় জিম্মিকে মুক্ত করার চুক্তিতে পৌঁছানোর পর হাজার হাজার ফিলিস্তিনি উত্তর গাজায় ফিরতে শুরু করেছে। এর আগে নেতানিয়াহু সরকার বলেছে, গতকাল সোমবার থেকে ফিলিস্তিনিরা গাজার উত্তরাঞ্চলে ফেরা শুরু করতে পারবে। গত শনিবার ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত নেটজারিম করিডর অতিক্রম করেছে। বিবিসির প্রতিবেদনে এই খবর বলা হয়েছে। আলজাজিরার সংবাদদাতা জানিয়েছেন, উত্তর গাজায় ফিরতে বাধা দেওয়া হবে নাড় ইসরাইলের এমন ঘোষণার পর নেটজারিম করিডরের কাছে অপেক্ষারত হাজারো ফিলিস্তিনি আনন্দে ফেটে পড়ে। বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা মুহূর্তটিকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন। তাদের মতে, যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মতোই আজকের দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ফিলিস্তিনিদের গতকাল সোমবার সকাল ৭টা থেকে হেঁটে আল-রশিদ স্ট্রিট এবং সকাল ৯টা থেকে গাড়িতে করে সালাহ আল-দিন স্ট্রিট অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গত শনিবার হামাস চার ইসরায়েলি নারী সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছে। এর বিনিময়ে ২০০ ফিলিস্তিনি কারাবন্দিকে মুক্তি দেয় ইসরায়েল। তবে এরপর ইসরায়েল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির বিরুদ্ধে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে। ইহুদ নামের এক বেসামরিক নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হয়নি তখন। এ কারণে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে ইসরায়েল। এদিকে ইহুদ এবং অন্য দুই জিম্মিকে বৃহস্পতিবার মুক্তি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এরপর শনিবার আরো তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হবে। গাজা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর গাজা। যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে ওই এলাকার অধিবাসীরা তাদের আবাসস্থলে ফেরার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু হামাস ওই নারী জিম্মিকে মুক্তি না দেওয়ায় তাদের ঘরে ফেরা আটকে যায়। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধবিরতিতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ১৫ মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার পর ইসরায়েল ও হামাস একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। এদিকে ট্রাম্প গত শনিবার বলেছেন, 'গাজা পরিষ্কার করা' একটি বিকল্প হতে পারে, যেখানে আরব দেশগুলোর সহযোগিতায় উপত্যকার বাসিন্দাদের জন্য নতুন স্থানে আবাসন তৈরি করা যেতে পারে। এটি 'অস্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি' হতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। জর্দানের বিশিষ্ট বিশ্লেষক ওরাইব রান্তাওয়ি বলেন, এই প্রস্তাব শুধু জর্দান ও মিসরের ওপর চাপ প্রয়োগের বার্তা নয়, বরং এটি একটি 'বিষময় উপহার', যা আরব দেশগুলোর ওপর ফিলিস্তিন সংকটের দায় চাপানোর কৌশল। প্রতিবেশী মিসরও ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ পরিকল্পনার স্পষ্ট বিরোধিতা করেছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী, প্রথম ছয় সপ্তাহের ধাপে হামাস ৩৩ জন নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও আহত বন্দিকে মুক্তি দেবে, যেখানে প্রতি বেসামরিক জিম্মির জন্য ইসরায়েল ৩০ বন্দি এবং প্রতি সেনার জন্য ৫০ জন বন্দি মুক্তি দেবে।

সূত্র : আলজাজিরা, বিবিসি

মনে হচ্ছে 'নতুন জন্ম' হলো: ফিলিস্তিনি নারী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিজ ভূখণ্ডে ফিরে আসার আনন্দ যে কি তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ইসরায়েলি হামলায় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি যারা সবকিছু হারিয়ে নিজের ভূমিতে ফিরতে পেরেছেন উচ্ছ্বাস আর আনন্দে তারা যেন সব হারানোর কষ্ট ভুলে যেতে চান। ফিলিস্তিনি এক নারী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, তার মনে হচ্ছে যে, তিনি এক নতুন জীবন পেয়েছেন। তিনি উত্তর গাজায় নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। ওই নারী বলেন, আমরা খুবই আনন্দিত যে আমরা নিজেদের ভূমি, আমাদের মাতৃভূমি গাজায় ফিরে যেতে পারছি। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এই নারী বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহর, এটা সত্যি যে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা বিজয়ী হয়েছি। যোদ্ধাদের ধন্যবাদ... আল্লাহকে ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে আমি যেন আবার জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমরা আবার বিজয়ী হয়েছি। ইসরায়েল এবং হামাস চলতি সপ্তাহে ছয় জিম্মিকে মুক্ত করার চুক্তিতে পৌঁছানোর পর হাজার হাজার ফিলিস্তিনি উত্তর গাজায় ফিরতে শুরু করেছে। শনিবার ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত নেটজারিম করিডোর অতিক্রম করেছে। গত শনিবার হামাস চার ইসরায়েলি নারী সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু ইহুদ নামের এক বেসামরিক নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হয়নি। এ কারণে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে ইসরায়েল। এদিকে ইহুদ এবং অন্য দুই জিম্মিকে বৃহস্পতিবার মুক্তি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এরপর শনিবার আরও তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হবে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় হামলা চালায় ইসরায়েল। ১৫ মাসের বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের পর অবশেষে বাড়ি ফেরার সুযোগ পেলেন ফিলিস্তিনিরা। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ফিলিস্তিনিদের গতকাল সোমবার সকাল ৭টা থেকে পায়ে হেঁটে আল-রশিদ স্ট্রিট এবং সকাল ৯টা থেকে গাড়িতে করে সালাহ আল-দিন স্ট্রিট অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যানে কানাডার মুসলিম জনগোষ্ঠী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কানাডার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র নিয়ে ১৮৭১ সাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে দেশটি। সর্বশেষ ২০২১ সালে পরিচালিত জনশুমারিতে দেশটিতে শতাধিক ধর্মের অনুসারীর তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের এক অংশে বিভিন্ন সূচকে কানাডায় বসবাসরত ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। দেশটির পরিসংখ্যান বিষয়ক সংস্থা স্ট্যাটক্যানের ওয়েবসাইট থেকে এ খবর জানা গেছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০০১ সালে কানাডায় মুসলিম ছিলেন ৫ লাখ ৭৯ হাজার ৬৪০ জন, যা মোট জনগোষ্ঠীর ২ শতাংশ। ২০ বছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ লাখ ৭৫ হাজার ৭১৫ জনে, যা মোট জনগোষ্ঠীর ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। দেশটিতে বসবাসরত মুসলিমদের মধ্যে দক্ষিণ এশীয় আছেন ৩৭ দশমিক ৬ শতাংশ, আরব ৩২ দশমিক ২ শতাংশ, পশ্চিম এশীয় ১৩ শতাংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ১১ দশমিক ৬ শতাংশ। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মুসলিমরা দেশটির কোনও একটি অংশে পুঞ্জীভূত হয়ে নেই, তারা বরং পুরো কানাডাজুড়েই বাস করেন।

ট্রাম্পের শক্ত অবস্থানের মুখে পিছু হটল কলম্বিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের গ্রহণে সম্মত হওয়ায় কলম্বিয়ার ওপর শুল্ক আরোপ স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। খবর বিবিসির। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো অভিবাসীবাহী দুইটি মার্কিন সামরিক বিমানের অবতরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ডোনাল্ড ট্রাম্প গত রোববার কলম্বিয়ার পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্দেশ দেন। প্রথম দিকে পেত্রো বলেছিলেন, তার দেশ ‟বেসামরিক বিমানের মাধ্যমেচ অভিবাসীদের গ্রহণ করবে। হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কলম্বিয়া এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক বিমানের মাধ্যমে অভিবাসীদের ‟বাধাহীন এবং বিলম্ব ছাড়াইচগ্রহণে সম্মত হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে ফেরত পাঠানো নাগরিকদের কলম্বিয়া সম্মানজনকভাবে গ্রহণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। গত রোববার পেত্রো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমানের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, অভিবাসীদের সম্মান ও মর্যাদারচ সঙ্গে ফেরত পাঠানো উচিত।

পাকিস্তানে গ্যাস ট্যাংকার বিস্ফোরণে নিহত ৬, আহত ৩৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের মুলতানের হামিদপুর কানোরা এলাকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে একটি গ্যাসভর্তি ট্যাংকার বিস্ফোরণে ছয়জন নিহত এবং ৩৩ জন আহত হয়েছেন। উদ্ধারকারী কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে বলে জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার ভোররাতে এলপিজি ট্যাংকার ট্রাক বিস্ফোরণের ফলে ভয়াবহ আগুন লেগে যায়। ভাঙা গাড়ির ধ্বংসাবশেষ আশপাশের আবাসিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দশটিরও বেশি দমকল বাহিনীর গাড়ি এবং ফোম-ভিত্তিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণে মোট পাঁচজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। তবে উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা জানান, বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বাড়ি থেকে আরো একটি মৃতদেহ উদ্ধার করার পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ছয়জনে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী খাজা সালমান রফিক বলেছেন, ছয়জন নিহতসহ মোট ৩৯ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। নিহতদের মধ্যে একজন নাবালিকা এবং দুইজন নারী রয়েছেন। পুলিশের মতে, বিস্ফোরণস্থলের আশপাশে কমপক্ষে ২০টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং ৭০টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুলতানের সিটি পুলিশ অফিসার (সিপিও) সাদিক আলী জিও নিউজকে জানিয়েছেন, আগুনে বেশ কয়েকটি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং গবাদি পশু মারা গেছে। তিনি জানিয়েছেন, শিল্পাঞ্চলে পার্ক করা একটি ট্যাংকার ট্রাকের একটি ভালভ থেকে গ্যাস লিক হচ্ছিল। ট্যাংকার বিস্ফোরণের আগে গ্যাসের গন্ধ পেয়ে এলাকায় উপস্থিত কিছু লোক সেই জায়গা ছেড়ে চলে যায়। সিপিও আলী আরো বলেছেন, আহতদের মধ্যে ১৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। জেলার জরুরি কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এলাকায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যদিও মুলতান-মুজাফফরগড় সড়কটি এখন যান চলাচলের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, বিস্ফোরিত ট্যাংকার থেকে গ্যাস লিক হওয়ায় স্থানীয়দের বিস্ফোরণস্থল থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দায়িত্ব নিয়েই নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নতুন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন। তিনি ইসরায়েলের প্রতি ওসম্পূর্ণরূপেৃ সমর্থন জানান। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের পর গত রোববার প্রথম ফোনালাপের জন্য নেতানিয়াহুকে বেছে নেন পিট হেগসেথ। পেন্টাগন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হেগসেথ এবং নেতানিয়াহু দুই দেশের পারস্পরিক নিরাপত্তা স্বার্থ এবং অগ্রাধিকারগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন অব্যাহত থাকবে। ইসরায়েলের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নিশ্চিত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে হেগসেথ কেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্যাটজের পরিবর্তে নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেছেন, তা নিয়ে বিবৃতিতে কিছু বলা হয়নি।

চীনে তেলের চাহিদা কি আর বাড়বে না?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনে অপরিশোধিত তেলের চাহিদা পূর্বাভাসের তুলনায় আগেই শীর্ষে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটিতে সরকার-পরিচালিত কাঠামোগত পরিবর্তন এবং 'নতুন জ্বালানি'র যানবাহন বিক্রি উৎসাহিত করার কারণে এমনটি ঘটতে পারে। চীনের ভোগব্যবস্থা বৈশ্বিক তেলবাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। দেশটির জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের তেল আমদানি আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে। মহামারির সময় বাদে এটি সাম্প্রতিক দশকে প্রথমবারের মতো বার্ষিক আমদানির পতন। চীনে তেলের দুর্বল চাহিদার প্রভাব পড়েছে বিশ্ববাজারেও। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ৭০ ডলারে নেমে এসেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, অর্থনৈতিক চক্রের পাশাপাশি কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে চাহিদা কমছে। যুক্তরাজ্যের ক্যাপিটাল ইকোনমিকসের অর্থনীতিবিদ কিয়েরান টম্পকিনস বলেছেন, চীন একটি কাঠামোগতভাবে তেলের চাহিদা দুর্বল হওয়ার যুগে প্রবেশ করছে। টোকিওর মারুবেনি ইনস্টিটিউটের বিশ্লেষক লি জুয়েলিয়ান মনে করেন, চীনের তেলের চাহিদা এরই মধ্যে শীর্ষে পৌঁছে গেছে। **বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রভাব** চীনে তেলের চাহিদা কমার অন্যতম প্রধান কারণ বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) ব্যাপক বিস্তার। দেশটিতে গত বছর থেকে ইভির বিক্রি পেট্রোলচালিত গাড়িকে ছাড়িয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরে ইভি চার্জিং স্টেশনের সংখ্যা ১ দশমিক ১৪ কোটি ছাড়িয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি। পরিবহন খাতে পেট্রোল ও ডিজেলের ব্যবহার কমে যাওয়ায় মোট তেলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। পাশাপাশি, চীনের সরকার তেল শোধনাগারগুলোর সক্ষমতা কমিয়ে আনারও উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২৪-২৫ সালের জ্বালানি সক্ষমতা ও কার্বন হ্রাস কর্মপরিকল্পনায় শোধনাগারের ক্ষমতা বছরে ১০০ কোটি টনের নিচে নামানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। চীনের সরকার কার্বন নির্গমন শূন্যে নামানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। তবে, একই সময়ে কয়লার ব্যবহার ও আমদানি বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চীনের ৭৩ শতাংশ তেলের আমদানি-নির্ভরতা দেশটির জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। জাপানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান মেটালস অ্যান্ড এনার্জি সিকিউরিটির প্রধান মিকা তাকেহারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের চাপ মোকাবিলায় চীন নবায়নযোগ্য ও বিকল্প জ্বালানিতে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছে। সূত্রঃ নিক্কেই এশিয়া

বিনোদন

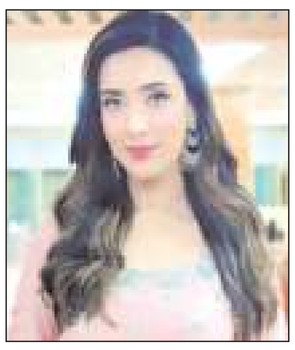

সিনেমা ছাড়াই ঈদের যে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মিম

বিনোদন ডেস্ক : বিদ্যা সিনহা মিম। শোবিজে সিনেমা দিয়েই নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন তিনি। এরপর লম্বা সময় নাটকে থিতু হয়েছিলেন। যদিও পরে আবারও চলচ্চিত্রে ফিরে অভিনয়ের ঝলক দেখিয়েছেন অভিনেত্রী। দর্শকদের উপহার দিয়েছেন বেশ কয়েকটি সিনেমা। ২০২৩ সালে সর্বশেষ কলকাতার সিনেমা 'মানুষ'-এ দেখা গেছে মিমকে। এরপর ফের সিনেমায় দীর্ঘ বিরতি। অবশ্য ইন্ডাস্ট্রিতেও এখন সেভাবে সিনেমা নির্মিত হচ্ছে না। অন্যদিকে সামনে আসছে ঈদ। তাই এ সময় সিনেমা ছাড়া ভিন্ন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে মিমকে। ঈদকে সামনে রেখে বিজ্ঞাপন ও ফটোশুটের কাজ হাতে নিয়েছেন তিনি। জানা গেছে, বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছা দূত হিসাবে কাজ করছেন মিম। তাই সেসব প্রতিষ্ঠানের ঈদ প্রমোশনের জন্য শুটিং নিয়ে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন অভিনেত্রী। গণমাধ্যমে বর্তমান ব্যস্ততা প্রসঙ্গে মিম বলেন, সিনেমার শুটিং না করলেও প্রতিদিন আমার শুটিং ব্যস্ততা রয়েছে।

পাকিস্তান থেকে হুমকি পেলেন ভারতীয় নৃত্য পরিচালক

বিনোদন ডেস্ক : দিন কয়েক আগেই প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন ভারতের নৃত্য পরিচালক রেমো ডি সুজা। শোনা যায়, পাকিস্তান থেকে ইমেইলের মাধ্যমে হুমকি আসে তার কাছে। যদিও এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি এই পরিচালক। এই হুমকির আবহের মাঝেই মহাকুম্ভে যোগ দিতে যান রেমো। সম্পূর্ণ কালো বস্ত্রে সেখানে ধ্যান করেন তিনি। মহাকুম্ভে যাওয়ার আগে নিজের মুখ কালো চাদরে ঢেকে রেখেছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তের কিছু ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নেন রেমো। সেখানে তাকে নদীতে ডুব দিতেও দেখা যায়, হাত জোড় করে সূর্যপ্রণাম করেন তিনি।

শুরু হচ্ছে 'ইনসাফ'এর শুটিং, নায়িকা ফারিণ, ভিলেন মোশাররফ করিম

বিনোদন ডেস্ক : নির্মাতা সঞ্জয় সমদ্দার বাংলাদেশের তাঁর প্রথম অ্যাকশন থ্রিলার গল্পের সিনেমা 'ইনসাফ' এর শুটিং শুরু করতে যাচ্ছেন। যেখানে জুটি বাঁধছেন শরিফুল রাজ ও তাসনিয়া ফারিণ। এই সিনেমায় খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিমও। এই তথ্য নিশ্চিত করেছে সিনেমাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকার বাইরে সিনেমটির শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সঞ্জয় সমদ্দারের ভাষ্য, সিনেমাটির নাম 'ইনসাফ' ওয়ার্কিং টাইটেল হিসেবে রয়েছে। এর মধ্যে যেকোনো একটি চূড়ান্ত করা হবে। অভিনয়শিল্পীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কথাবার্তা হচ্ছে। আপাতত এর বেশি কিছু বলতে পারব না। ২৮ জানুয়ারি হয়তো একটা আপডেট জানাতে পারব।' সিনেমাটি প্রযোজনা করছে তিতাস কথাচিত্র। এই সিনেমার মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর নতুন সিনেমায় প্রযোজনায় ফিরছে প্রতিষ্ঠানটি। বড় কোনো উৎসবে মুক্তির লক্ষ্যেই সিনেমাটি নির্মাণ হচ্ছে বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন পরিচালক। সঞ্জয় সমদ্দারের প্রথম সিনেমা ছিল কলকাতার। 'মানুষ' নামের এই সিনেমায় তিনি কাজ করেছিলেন ওপার বাংলার অভিনেতা জিতকে নিয়ে। এরপর আফরান নিশোকে নিয়ে তার দ্বিতীয় সিনেমার ঘোষণা দিলেও পরে সেটির আর আপডেট পাওয়া যায়নি।

স্বামী জন্মদিনে কনকচাঁপার আবেগঘন পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক : হৃদয়ছোঁয়া গান যেমন পরিবেশন করেন, তেমন দারুণ লেখেনও শ্রোতাপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চমৎকার লেখা তার ফেসবুকে প্রায়ই প্রকাশ করেন। তার স্বামী সুরকার-সংগীত পরিচালক মইনুল ইসলাম খানের জন্মদিনে আবেগঘন একটি পোস্ট দিয়েছেন। এটি কনকচাঁপার অনুরাগীরা ভীষণ পছন্দ করেছেন। পোস্টে কনকচাঁপা লিখেছেন, 'বন্ধু, আজ তোমার জন্মদিন! আজ থেকে ৬৬ বছর আগে এইদিনে তুমি জন্মেছিলে। বুড়িদাদির মতো আমার খুব সেই আঁতুড়ঘর দেখতে ইচ্ছে হয়! শীতের রাত, আমার প্রিয়তমা শাশুড়ি আম্মা না জানি কত কষ্ট করেছেন। তখন তো আর ডায়াপার ছিল না। কি গোলাপি একটা তুলার বল না জানি ছিলে! একটু দেখতে পেতাম!' তার স্বামীর স্কুলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে লেখেন, 'তোমার পয়লা স্কুলে যাওয়ার দিন তোমাকে কেমন দেখাচ্ছিলো সেটা জানার খুব আগ্রহ। যদিও পারিবারিক অ্যালবামে আমি তোমার অনেক ছোটবেলার ছবি দেখে তোমার শৈশব-কৈশোর মুখস্ত। আমার শ্বশুর শাশুড়িকে কৃতজ্ঞতা তারা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। আজ তোমার জন্মদিন, অনেক আয়োজন করার কথা, কিন্তু তুমি তো এগুলো পছন্দই করো না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি উৎসব জমাতে, তুমি সেই উৎসবে পানি ঢালো ফি বছর, তাই ভেবেছি এগুলো আর করবো না।' কনকচাঁপা তার স্বামীর জন্মদিনে অনেক না বলা কথা এ স্ট্যাটাসে জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, 'তবে তোমার জন্মদিনে কিছু "না বলা কথা"বলি, কথাগুলো হলো এই এক জীবনে তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। তুমি আমাকে লালন না করলে আমি কি "আমিচহতাম? আমার হাজার হাজার রেকর্ডিং হাজার হাজার মঞ্চে তুমি যেভাবে চোখ দিয়ে আমাকে আগলে রেখেছো তা সত্যিই বিরল। তোমার হাত ধরে রাস্তা পার হতে যেমন আমি ডানে বামে তাকাই না তেমন গাইতে গেলে আর কতক্ষণ গাইবো সময় গুনি না। দর্শক ভাবে কনকচাঁপা নিজে একটার পরে একটা সাজিয়ে গাইছেন কিন্তু নেপথ্যে তোমার সরব উপস্থিতি অনেকেই বোঝে না। তুমি আমাকে শিল্পী হিসেবে, তোমার স্ত্রী হিসেবে মুক্তা যেমন সযত্নে তুলায় পেঁচিয়ে রাখে তেমন রেখেছো আজীবন। সেখানে আমি কতটুকু বা প্রতিদান দিতে পারি!' প্রত্যাহিক জীবনের প্রসঙ্গে টেনে কনকচাঁপা লেখেন, 'তুমি বাজার না করলে আমি রান্না করনো শান্তিই পাই না।

শীঘ্রই শুরু হচ্ছে 'বার্লিন সিজন ২' এর শুটিং

বিনোদন ডেস্ক : প্রথম সিজনের সফলতার পর মানি হাইস্ট ভক্তরা বার্লিনের দ্বিতীয় সিজনের জন্য বেশ উচ্ছ্বসিত ছিলেন। তাদের উচ্ছ্বাসটা আরও বাড়ল ২০২৫ সালের শুরুতে নতুন সিজন আসার ঘোষণা শুনে। প্রথম সিজনের সফলতার পর আন্দ্রেস ডি ফনোলোসা (বার্লিন) চরিত্রটি পরবর্তী সিজনের জন্য আকর্ষণীয় এক পটভূমি অনুসন্ধান করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নেটফ্লিক্স 'বার্লিন সিজন ২' এর শুটিং শিগগির শুরু হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। এই প্রত্যাশিত সিক্যুয়েলটি দিয়ে বার্লিন তার অপরাধ সাম্রাজ্যের জগতে আরও গভীরে প্রবেশ করতে চলেছে। নেটফ্লিক্স নিশ্চিত করেছে এরই মধ্যে সিজন-২ এর আটটি এপিসোডের শুটিং শুরু হয়ে গেছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এর মুক্তির তারিখ এখনো নিশ্চিত হয়নি। এমনকি চলতি বছর সিজন ২ মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ২০২৬ সালকে সিরিজটির মুক্তির সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সিজন ২-এ পূর্বের অভিনেতারাই ফিরে আসতে চলেছেন। জানা যায়, পেড্রো আলোনসো বার্লিন চরিত্রে তার আইকনিক ভূমিকায় আবারও অভিনয় করবেন। মিশেল জেনার কাইলা চরিত্রে। পাশাপাশি বার্লিন সিজন ১ থেকে অন্যান্য চরিত্রও এই সিজনে ফিরে আসবে যেমন, ট্রিস্টান উলয়া (ড্যামিয়ান), বেগোনা ভার্গাস (ক্যামেরন), জোয়েল সাঞ্চেজ (ব্রুস), এবং পেনা ফেরান্দেজ (রই)। এ ছাড়াও নতুন কিছু মুখ আসবে বার্লিন সিজন ২-এ। তারা হলেন ইনমা কুয়েস্তা (কান্ডেলা), জোসে লুইস গার্সিয়া পেরেজ ও মার্তা নিতোসহ আরও অনেকে। বার্লিন সিজন ২ ভক্তদের নতুন এক উত্তেজনাপূর্ণ স্থানে নিয়ে যাবে। নেটফ্লিক্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, সিরিজটির শুটিং মাদ্রিদ, সেভিলা, এবং সান সেবাস্তিয়ানসহ বিভিন্ন দেশের কিছু অন্যতম আইকনিক শহরে হয়েছে, যা নাটকীয় অ্যাকশনের জন্য নতুন পরিবেশ যোগ করবে।

জেনিফার অ্যানিস্টনের সাথে ওবামার প্রেমের গুঞ্জন!

বিনোদন ডেস্ক : সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে নাকি প্রেম করছেন হলিউড তারকা জেনিফার অ্যানিস্টন। তাদের এই সম্পর্ক নাকি দাম্পত্যে ফাটল ধরাচ্ছে বারাক ও মিশেল ওবামার দীর্ঘদিনের সংসারে। তবে, এই 'প্রেম কাহিনি'র গুঞ্জন পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন জেনিফার। এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, এই গল্পের কোনো ভিত্তি নেই। 'জিমি কিমেল লাইভ!' অনুষ্ঠানে এক পর্বে জেনিফারকে বারাক ওবামার সঙ্গে তার সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক কিমেল তাকে একটি ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ দেখান, যেখানে লেখা ছিল, 'জেন এবং বারাকের সম্পর্কের সত্যতা।' বিষয়টি নিয়ে খানিকটা মজা করে তিনি বলেছিলেন, 'প্রকাশকের কাছ থেকে যখন ফোন পেলাম, তখন ভেবেছিলাম মনে হয় বড় কোনো ঝামেলার খবর। কিন্তু এই প্রচ্ছদ দেখে ভাবলাম, আচ্ছা, এটা তো খারাপ নয়।' পরবর্তীতে সঞ্চালক সরাসরি তাকে প্রশ্ন করেন, এই গুঞ্জনে কোনো সত্যতা আছে কি না। জবাবে জেনিফার পুরোপুরি নাকচ করে বলেন, 'এটি একেবারেই মিথ্যা।' অভিনেত্রী আরও জানান, বারাক ওবামার সঙ্গে তিনি জীবনে মাত্র একবার দেখা করেছেন এবং মিশেল ওবামাকে তিনি বেশ ভালো করে চেনেন। এই ঘটনা এমন সময়ে ঘটেছে, যখন বারাক ও মিশেলের বিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। গুঞ্জনটি শুরু হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে বারাক ওবামার একা উপস্থিত থাকার খবরে। এরপর, মিশেল ওবামার জন্মদিনে বারাক ওবামার পোস্ট করা ছবি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। নেটিজেনরা ছবিটির দূরত্বপূর্ণ ভঙ্গিমা দেখে মন্তব্য করেন, 'ছবিতে দুজনকে এত দূরে দাঁড়িয়ে এবং কৃত্রিম হাসি দিতে দেখে কি বিচ্ছেদের গুঞ্জন সত্যি মনে হচ্ছে? কারও কি তাই মনে হয় না?' আরেকজন লিখেছেন, 'এটি এখন পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে ঠাণ্ডা এবং রোমান্সহীন ছবি।' 'ফ্রেন্ডস' ভক্তদের প্রিয় চরিত্রের একটি রেচেল গ্রিন। এই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জেনিফার অ্যানিস্টন।

বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতির করলো কঙ্গনার 'ইমার্জেন্সি'

বিনোদন ডেস্ক : নানা বিতর্কের পর 'ইমার্জেন্সি' সিনেমা গত গেল ১৭ জানুয়ারি ভারতে মুক্তি পর বক্স অফিসে চরম ব্যর্থ হলেও ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। কঙ্গনা রনৌত প্রযোজিত, পরিচালিত ও অভিনীত এই সিনেমায় বাংলাদেশ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যেভাবে বিকৃতির করা হয়েছে, তা নিয়ে অন্তর্জালে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতে জরুরি অবস্থা জারি ছিল, সেই প্রেক্ষাপটে 'ইমার্জেন্সি' সিনেমা নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ইন্দিরা গান্ধী চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা। সিনেমার একটি অংশে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গ। সিনেমায় উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের সেনারা যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর হামলা চালাচ্ছিল, তখন ভারতে প্রবেশ করেছিল প্রায় এক কোটি শরণার্থী। আশঙ্কা করা হয়েছিল ধর্মীয় দাঙ্গা সৃষ্টির। সেটা ঠেকাতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ উপহার দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। আর শেখ মুজিবুর রহমান কাজ করেছেন ইন্দিরার এজেন্ট হয়ে। সিনেমায় শেখ মুজিবুরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋষি কৌশিক। যিনি বাংলাদেশের একাধিক নাটকেও কাজ করেছেন। 'ইমার্জেন্সি' সিনেমায় দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিবের মুখে ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের প্রতি আনুগত্যমাখা সংলাপ। সংলাপটি ছিল এ রকম, 'ভারতমাতা আমাদের জন্মভূমি বাংলার জন্ম দিয়েছে। আমি শপথ নিচ্ছি, যত দিন এ দেশে ব্রহ্মপুত্রে পানি বয়ে যাবে, যত দিন আমরা বাংলা বলব, তত দিন ভারতের আনুগত্য স্বীকার করব। তোমরা ইন্দিরা গান্ধীর এমন জয়ধ্বনি করো, যেন দিল্লি পর্যন্ত শোনা যায়।' ঋষির মুখের এই সংলাপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতীবাদ ও সমালোচনা পাশাপাশি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে হামলা ও তাঁকে হত্যার যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে, তার সঙ্গেও প্রকৃত ঘটনার কোনো মিল নেই।

কাপ্তাই হ্রদে পানি খেতে নেমেছে কবুতর। নতুনপাড়া, রাঙামাটি।

পতিত জমির ময়লা আবর্জনার স্তুপ এখন সবজির ক্ষেত

বরিশাল প্রতিবেদক : বরিশাল নদীবন্দর ভবনের সামনের পতিত জমিতে একসময় ছিলো ময়লা-আবর্জনার স্তুপ। পরে সেখানে নিজেদের উদ্যোগে ছোট আকারে সবজি চাষ শুরু করেন কয়েকজন শ্রমিক। এরপর সময়ের সাথে সাথে বন্দর ভবন এলাকার আশপাশের দৃশ্য পাল্টাতে শুরু করেছে। বর্তমানে বরিশাল নদীবন্দরের ৩ নম্বর গেট দিয়ে বন্দর ভবনের ভেতর দিয়ে পণ্টুনে যেতে বাগানের দিকে তাকাতেই মিলবে সবুজের সমারোহ। আর সেখানে বাহারি ধরনের গাছের দেখাও মিলছে। যারমধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কেড়েছে সোজা গাছের চূড়ায় ঝুলে থাকা সবুজ বর্ণের ফলগুলো। যেগুলো দেখে শিমুল গাছের ফল মনে হলেও আসলে এগুলো একটি উন্নত জাতের (হাইব্রিড) শিম গাছ। আর এ শিমের ফলন এতোটাই বেশি যে তা স্থানীয় কৃষকদের কাছেও কল্পনার বাহিরে। গাছের মালিক বরিশাল-ঢাকা নৌ-রুটের বিলাসবহুল পারাবত লঞ্চের কলম্যান ইমাম হোসেন বলেন, একজন সংবাদকর্মী আমাকে হাইব্রিড শিমের বীজগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এখানে মাত্র পাঁচটি শিমের বীজ রোপণ করে যে ফলন পেয়েছি তা অবিশ্বাস্য। মাত্র দুই-আড়াই মাস আগে রোপণ করা এ শিম গাছগুলো এখন থোকায় থোকায় ফল দিচ্ছে। একদিকে খাওয়ার উপযোগী সিম প্রস্তুত, আবার অন্যদিকে গাছে নতুন ফুল ধরছে। ইমাম হোসেন বলেন, রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেও এতো বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব এটা আমি প্রথমবার দেখলাম। আমার এ শিমের কথা শুনে স্থানীয় কৃষকরা প্রতিনিয়ত এসে দেখে যাচ্ছেন। অনেকেই বলেছেন, আগামী মৌসুমে তারাও এ শিমের চাষ করবেন। শিমের বীজ সংগ্রহকারী সংবাদকর্মী আব্দুর রহমান বলেন, প্রতিবেশীর কাছ থেকে বেশকিছু উন্নতজাতের শিমের বীজ সংগ্রহ করেছিলাম। আর সেখান থেকেই ইমাম হোসেনকে পাঁচটি বীজ দিয়েছিলাম। সেই বীজগুলো এখন ভালোভাবে বড় হয়ে ফলন দিয়েছে, যা কল্পনাতীত। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের উন্নত শিম সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া যায়। তবে দক্ষিণাঞ্চলে এ শিম চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যে সম্ভব তাও এবার দেখলাম। নৌ শ্রমিকদের নিয়ে নদীবন্দরের পতিত জমিতে কৃষি কাজে সম্পৃক্ত করার উদ্যোক্তা সাংবাদিক রিপন হাওলাদার বলেন, ডিউটি শেষে নৌ-শ্রমিকরা বেশিরভাগ সময় শুয়ে-বসে কাটাতেন। তাই তাদের উৎসাহ দিয়ে নদীবন্দর ভবনের সামনের বাগানের পতিত জমিতে প্রথমে লাউ চাষ করার জন্য উৎসাহ দেই। ময়লা-আবর্জনায় ভরা জমি পরিস্কার করে লাউ গাছ রোপণের পর অনেক লাউ ধরেছিল। যেগুলো শ্রমিকরা নিজেরা খাওয়ার পাশাপাশি বাজারে বিক্রিও করেছেন। এরপর থেকে নিয়মিত তারা ওখানে বিভিন্নধরনের সবজি চাষ করে আসছে। বর্তমানে বাগানে বোম্বাই মরিচ, হাইব্রিড শিম, দেশীয় প্রজাতির শিমসহ বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ হয়েছে।

খানসামায় স্ত্রীর স্বীকৃতির দাবিতে গৃহবধূর অনশন

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : স্ত্রীর স্বীকৃতির দাবিতে স্বামীর বাড়িতে অনশন করছেন এক গৃহবধূ। ওই গৃহবধূ বাড়িতে অবস্থান নিলে স্বামী তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার আঙ্গারপাড়া ইউনিয়নের পাকেরহাটের মমতাজ মেম্বারপাড়ায় তাহির উদ্দিনের ছেলে আরাফাত ফেরদৌসের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন ওই গৃহবধূ। এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা গেছে, অনশনরত গৃহবধূ নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার খাস নওগাঁ গ্রামের নরেশ মন্ডলের মেয়ে। তার সঙ্গে ২০১২ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয় খানসামা উপজেলার আঙ্গারপাড়া ইউনিয়নের পাকেরহাটের মমতাজ মেম্বারপাড়ার তাহির উদ্দিনের ছেলে আরাফাত ফেরদৌসের। পরিচয় থেকে তারা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। প্রেমকে বাস্তবে রুপ দিতে ওই গৃহবধূ সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে আদালতের মাধ্যমে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে ২০২৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বিয়ে করেন তিনি। বিয়ের পর থেকে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। তাদের প্রায় ২ বছরের সংসার। ওই গৃহবধূ আরও জানান, এরই মধ্যে স্বামী আরাফাত তার ৮ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার ও ৩ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। গত ১০দিন ধরে আরাফাত বাসায় নেই এবং তার কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না। ইতিমধ্যে আরাফাত ওই গৃহবধূকে একতরফা তালাকনামা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই তাকে খুঁজতে তার গ্রামের বাড়িতে এসেছি। আমি তার সংসার করতে চাই। স্থানীয়রা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এলাকার কম-বেশি সব মানুষই তাদের বিয়ের বিষয়ে অবগত রয়েছেন। যেহেতু মেয়েটি ধর্ম পরিত্যাগ করে এসেছেন, তাই আরাফাতের উচিত হবে তাকে নিয়ে সংসার করা। এদিকে, আরাফাত ও তার পরিবারের লোকজন পলাতক থাকায় কোনোরকম যোগাযোগ করা যায়নি। খানসামা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজমূল হক বলেন, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বরিশালে পাঁচ মণ জাটকা জব্দ

বরিশাল প্রতিবেদক : ঢাকাগামী দুইটি পরিবহনে জাটকা বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫ মণ জাটকা ইলিশ জব্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে গৌরনদী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রসেনজিৎ দেবনাথ জানান, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া এলাকায় থানা পুলিশের সহায়তায় উপজেলা মৎস্য দপ্তরের অভিযানে এসব জাটকা জব্দ করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আবু আবদুল্লাহ খানের নির্দেশে জব্দকৃত জাটকা বিভিন্ন মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে।

কাউখালীতে ক্ষুদ্রঋণ গতিশীলতা আনায়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে দিনব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গতিশীলতা আনায়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ ইকবাল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন হাওলাদার। এ সময় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ মতিউর রহমান, বিশিষ্ট সমাজসেবক আব্দুল লতিফ খসরু, প্রেস ক্লাবের সভাপতি রিয়াদ মাহমুদ সিকদার, সমাজসেবা অফিসের ফিল্ড সুপারভাইজার বারাকাত হোসেন প্রমুখ। কর্মশালার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বাঁশের তৈরি পণ্যঃ হারিয়ে যেতে বসেছে বাঙালির ঐতিহ্য

মাদারীপুর প্রতিনিধি : বাঁশের তৈরি পণ্য বাঙালির পুরনো ঐতিহ্য। বর্তমানে প্লাস্টিক ও পলিথিন সামগ্রীর সহজলভ্যতায় পুরোনো এই ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু পূর্বপুরুষের এই পেশাকে এখনো ধরে রেখেছেন মাদারীপুর জেলার কয়েকটি সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবার। এখনো তারা তৈরি করছেন ডালা, কুলা, চালুনি, খালুইসহ নানা পণ্য। কিন্তু দিন দিন বাঁশের তৈরি এসব পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় অর্থাভাবে পড়ে ভালো নেই এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগররা। জীবিকার তাগিদে ঐতিহ্যবাহী এই পেশাকে ধরে রাখতে সরকারি সহযোগিতার দাবি জানিয়েছেন তারা। জীবিকার তাগিদে সাংসারিক কাজের পাশাপাশি বাঁশ ও বেতের তৈরি কুলা, চালুন, খাঁচা, মাচা, মই, চাটাই, ঢোল, গোলা, ওড়া, বাউনি, ঝুঁড়ি, ডুলা, মোড়া, মাছ ধরার চাঁই, মাথাল, সোফাসেট, বইপত্র রাখার র‌্যাকসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র, বাঁশের ঘর, বেড়া, ঝাপ, বেলকি, দরমা বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতির প্রতীক। দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত খুবই আকর্ষণীয় বিভিন্ন পণ্য বাঁশ দিয়ে তৈরি করেন নারীরা। এরপর সেগুলো বিভিন্ন হাট-বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। সরেজমিনে দেখা যায়, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পূর্ব স্বরমঙ্গল গ্রামের নারী কুটির শিল্পী দূর্গা রানী দাস (৫০)। বাঁশ বানানো চটা দিয়ে চালুনি তৈরিতে ব্যস্ত তিনি। তার সঙ্গে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যস্ত সময় পাড় করছেন পুত্রবধূ মালা রানী দাস (২৫) ও কন্যা অপর্ণা দাস (২৮)। তাদের বাবা-দাদার কাছ থেকে শিখেছেন এই কুটিরশিল্পের কাজ। এই কাজের উপার্জনের টাকায় চলে তাদের সংসার। কিন্তু বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির দেশে বাঁশের তৈরি জিনিসের চাহিদা কমে গেছে, বেড়েছে প্লাস্টিক জিনিসের চাহিদা। এজন্য দিন দিন আর্থিক সংকট পড়েছে কুটিরশিল্পীরা। এতে জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা। এদিকে সরকারি সহযোগিতার জন্য একাধিকবার নামের লিস্ট নিলেও কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পায়নি এই ক্ষুদ্র শিল্পীরা। দেশের এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সরকারিভাবে আর্থিক সহযোগিতার দাবি জানিয়েছেন তারা। জীবিকার তাগিদে সাংসারিক কাজের পাশাপাশি বাঁশ কেটে ডালা, কুলা, চালুনি, খালুইসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে থাকেন নারীরা। সেগুলো বিভিন্ন হাট-বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন পরিবারের পুরুষরা। যুগ যুগ ধরে চলে আসা পরিবেশবান্ধব নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় ও বাণিজ্যিক সামগ্রী তৈরির এ ক্ষুদ্র শিল্পগোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখতে সরকারি উদ্যোগ নেওয়ার দাবি সংস্কৃত ব্যক্তিদের। নারী কুটির শিল্পী দূর্গা রানী দাস, মালা রানী দাস ও অপর্ণা দাস বলেন, পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাঁশ কিনে এনে কেটে চটা বানিয়ে দেন। পরে আমরা বুনে ডালা, কুলা, চালুনি, খালুইসহ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করি এবং সেগুলো রঙ করে দিই। একবারে ৫০-৬০ পিস হলে বিভিন্ন হাটে নিয়ে বিক্রি করা হয়। তারা আরও বলেন, আমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে এই কাজ শিখেছি। ৮-৯ বছর বয়স থেকে বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরির কাজ শুরু করেছি। আগের থেকে এখন একটু কম বিক্রি হয়। তবে টাকা থাকলে ভালোভাবে ব্যবসা করে বেঁচে থাকা যায়। আমাদের ঋষি সম্প্রদায়ের জন্যই এই কাজ। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা করেছেন, আমরাও পরিবারের সবাই এই কাজ করি। ২০ দিনে ৫০ পিস বানিয়ে পাইকারি বিক্রি করতে পারলে ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা লাভ হয়। এই টাকায় আমাদের সংসার চালাতে কষ্ট হয়। সরকারিভাবে সহযোগিতার জন্য কয়েকবার নাম নিছে কিন্তু কিছুই দেয় নাই। যদি সরকার আমাদের কোনো সহযোগিতা না করে তাহলে আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী কাজ ছেড়ে দিতে হবে। আরেক কুটির শিল্পী শুকুমার দাস (৫৫) বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঙ্গে বাঁশের দাম বেড়েছে। তাই প্রতিটি জিনিস তৈরিতে খরচ হয় ৫৫-৬০ টাকা, আর ৭০-৮০ টাকা দরে বিক্রি করতে পারি। এতে প্রতি মাসে ১৫-২০ হাজার টাকা থাকে। তা দিয়ে ভালোভাবেই চলা যায়। এখনো বাঁশের তৈরি বেশ কিছু জিনিসের চাহিদা আছে। কিন্তু টাকার অভাবে তৈরি করতে পারছি না, তাই বিক্রিও কম হচ্ছে। সরকারি আর্থিক সহযোগিতা পেলে ভালো করে ব্যবসা করা যেতো এবং বাবা-দাদাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারতাম। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখতে সরকার ও বিত্তবানদের সুব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে রাজৈর উপজেলার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক এস এম আজিজুল হক বলেন, বহির্বিশ্বে হাতে যারা কাজ করে এইসব শিল্পীদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তুলে এনে ট্রেনিং করিয়ে এবং আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে শিল্প বাঁচিয়ে রাখে।

শীতের সকালে সবজির আড়তে কাজে ব্যস্ত শ্রমিক। সোবহানীঘাট, সিলেট।

শ্রীমঙ্গলে ২ দিনব্যাপী কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ শুরু

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলে মসলার উন্নতজাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্পের আওতায় ২ দিনব্যাপী কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। শ্রীমঙ্গল কৃষি অধিদপ্তরের কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানীয় কৃষি বিভাগের আয়োজনে ২ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. শামসুদ্দিন আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার আব্দুল মান্নান। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার কৃষি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক নিলুফার ইয়াসমিন মোনালিসা সুইটি, শ্রীমঙ্গল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আলাউদ্দিন, কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা উজ্জ্বল সূত্রধর। প্রশিক্ষণে উপজেলার ৯ ইউনিয়নের ৬০ জন কৃষাণ-কৃষাণী অংশগ্রহন করেন। এরমধ্যে ৪০ জন কৃষক ও ২০ জন কৃষাণী অংশ নেন।

কুড়িগ্রামে গবাদি পশু ও পাখির ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি চিকিৎসা ও ভ্যাকসিনেশন সেবা প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের ভোগডাঙ্গা মডেল কলেজ মাঠে এ কর্মসূচির উদ্বোধন হয়। ৬৬ পদাতিক ডিভিশন ও রংপুর এরিয়া, মিলিটারি ফার্ম লালমনিরহাটের আয়োজনে ও জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের কুড়িগ্রামের সহযোগিতায় দিনব্যাপী প্রায় সাড়ে ৩ হাজার গবাদি পশু ও পাখির বিনামূল্যে ভেটেরিনারি চিকিৎসা ও ভ্যাক্সিনেশন সেবা প্রদান করেন সেনাবাহিনীর ৪ জন ও জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের ৬ জন ভেটেরিনারি চিকিৎসক। এ সময় মিলিটারি ফার্ম লালমনিরহাটের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পীযুষ কুমার বিশ্বাস, এরিয়া সদর দপ্তর রংপুর, রংপুর সেনানিবাসের এএএন্ডকিউএমজি লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলী রাহাত আহমেদ রাশেদী (পিএসসি), কুড়িগ্রাম জেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ হাবিবুর রহমানসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় দুলালী বেগম বলেন, আমার তিনটি ছাগল। দুইটি ছাগল প্রায় পাঁচ দিন থেকে অসুস্থ। আমাদের এখান থেকে উপজেলা ও জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস অনেক দূরে। আমি বিধবা মানুষ, দূরে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার মতো লোক পরিবারে কেউ নাই। বাড়ির পাশে আর্মিরা আসছে চিকিৎসা দিতে। এখানে ছাগলের চিকিৎসা নিতে পেরে অনেক উপকার হলো। তিনটি গরু ও দুইটি ছাগল নিয়ে চিকিৎসা নিতে এসেছেন কাশেম আলী ও আব্দুল আউয়াল।

কৃষক আমান মিয়া আগাম শর্ষে চাষ করেছেন। পরিপক্ব হওয়ায় এখন জমি থেকে শর্ষেগাছ তুলছেন তিনি।

চাঁদপুরে আবাদি জমি কমছে, উর্বর মাটি কাটায় হারাচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা

চাঁদপুর প্রতিনিধি : নদী বেষ্টিত জেলা চাঁদপুরের অধিকাংশ মানুষই কৃষি ও মৎস্য আহরণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অবৈধভাবে ভরাট ও অপরিকল্পিতভাবে স্থাপনা নির্মাণ করায় কমে যাচ্ছে এসব কৃষি জমি। এর ওপর অধিকাংশ বসতি পাকা ভবন নির্মাণ হওয়ার কারণে বেড়েছে ইটের চাহিদা। যার ফলে বছরের এই সময়টাতে ইটভাটায় ব্যবহারের জন্য অবাধে কাটা হচ্ছে ফসলি জমির ওপরি অংশের উর্বর মাটি। এতে খাদ্য উৎপাদন হুমকি এবং জমির উর্বরতা হারাচ্ছে, মতামত কৃষি বিভাগের। এদিকে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এসব বন্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে দাবী প্রশাসনের। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, জেলার ৮ উপজেলায় ৯৮ হাজার ২৬৩ হেক্টর জমিতে কম-বেশি ধানসহ বিভিন্ন ফসলাদির উৎপাদন হয়। তবে এসব ফসলি জমিতেই গড়ে উঠেছে শতাধিক ইটভাটা। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তথ্যমতে প্রায় অর্ধশত ইটভাটা অবৈধ। আর বৈধ এবং অবৈধ মিলিয়ে সবগুলোতেই ইট তৈরীর জন্য কাটা হচ্ছে কৃষি জমির মাটির ওপরের স্তর। সরেজমিন জেলার ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলা ঘুরে দেখাগেছে বিগত সময়ে অনুর্বর ও অনাবাদি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় ব্যবহার হলেও এখন গোপনে এবং প্রকাশ্যে কৃষি জমির মাটি কাটা হচ্ছে। এসব উপজেলায় মাটি কাটার কাজে জড়িয়ে পড়েছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। তারাই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ভাটা মালিকদের যোগসাজসে ফসলি জমির ওপরি অংশেরর উর্বর মাটি উজার করছে। শাহরাস্তি উপজেলার চিকুটিয়া ব্রিজ সংলগ্ন ফসলি মাঠের সেচ ম্যানেজার মো. আকবর জানান, তাদের মাঠের কিছু জমি উঁচু-নীচু আছে। যে কারণে গত দুই বছর ফসলি জমির মাটি কাটা হচ্ছে। জমির ওপরি অংশের মাটি কাটা অবৈধ জেনে কেন কাটা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভাটা মালিকদের সাথে চুক্তি এবং এই কাজে বিনিয়োগ হওয়ার কারণে মাটি কাটা হচ্ছে। তবে আগামী বছর থেকে আরা কাটবেন না বলে তিনি জানান। ফরিদগঞ্জ উপজেলার বালিথুবা পশ্চিম ইউনিয়নের মানিকরাজ এলাকার মেসার্স মানিক রাজ ব্রিক্স এর পরিচালক মিরন খান বলেন, ফসলি জমির মাটি কেটে ইট তৈরীর কাজে লাগানোর বৈধতা নেই জানি। কিন্তু ইট তৈরীর জন্য মাটি পাব কোথায়। যে কারণে বাধ্য হয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। এসব এলাকার কৃষকরা বলছেন, আবাধি কৃষি জমির মাটি কাটায় জমির উর্বরতা যেমন হারাচ্ছে, তেমনি খাদ্য উৎপাদন হুমকির মুখে পড়ছে। মাটি ইটভাটায় নিতে পরিবহনের জন্য রাস্তা তৈরী করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে আরো কৃষি জমি। একই সাথে অনেকে এসব জমির মাটি সংঘবদ্ধ চক্রের কাছ থেকে ক্রয় করে জমি ভরাট করে বসত বাড়ি তৈরী করছে। এদিকে সদর উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের মনিহার গ্রামের হাজী সাহেবের বাড়ীর সামনে ওই বাড়ীর হাবিবুর রহমান ও তার ছোট ভাই মিলন প্রায় ১০ একর জমির মাটি কেটে তৈরী করছেন দীঘি। এসব মাটি দীঘির চার পাশের বাঁধ এবং অন্য জমি ভরাট করে বসতির জন্য তৈরী করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে পাশবর্তী জমির মালিকদের ক্ষতির সম্মুখীন করা হচ্ছে বলে ওইসব জমির মালিকদের মধ্যে আনোয়ার উল্যাহ, আবিদ আলি ও মো. শাহাজালাল ইতোমধ্যে প্রশাসনের নিকট অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযুক্ত হাবিবুর রহমান বলেন, এখানে মাদ্রাসা হবে এবং মসজিদ পরিচালনার জন্য এই দীঘি কাটা হচ্ছে। আমরা মনে করি কারো ফসলের ক্ষতি হবে না। তবে আমাদের জমি শ্রেণি যেহেতু নাল, এটি দীঘি করার পূর্বে প্রশাসনের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন ছিলো। চাঁদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সিরাজুল ইসলাম বলেন, অপরিকল্পিতভাবে কৃষি জমির উর্বর মাটি কেটে নেয়ার ফলে এটি পূর্বের অবস্থায় এবং উৎপাদনযোগ্য হতে সময় লাগে প্রায় ১৫-২০ বছর।

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে হামলায় আহত ১

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ইয়াসিন নামে যুবককে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। তবে বিষয়টিকে ক্যারাম খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা বলছে পুলিশ। ইমামপুর ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।আহত ইয়াসিন (৩৫) ইমামপুর ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা গ্রামের শহীদ উল্লাহর ছেলে বলে জানা গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল কাদের বলেন, রাত দশটার দিকে মাথাভাঙ্গা ঈদগাহ সংলগ্ন গ্যারেজে বসে ছিলেন তিনি। পাশের একটি দোকানে ক্যারাম খেলছিল ইয়াসিন। এ সময় আমজাদ, শাহিন-সহ আরো কয়েকজন তার উপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাকে মারধর করে রাস্তার পাশের গর্তে ফেলে দেয়। এ সময় আতঙ্ক তৈরি করার উদ্দেশ্যে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে তারা। পরবর্তীতে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ইয়াসিনকে উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। আহত ইয়াসিন বলেন,ও ২০২০ সালের মে মাসের ২৫ তারিখ আমজাদ, শাহিন, আনার-সহ আরো কয়েকজন আমার উপর হামলা চালায়। তারা কুপিয়ে আমার একটি হাত বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং এক পায়ের রগ কেটে দেয়। এই ঘটনায় আমার বড়ভাই রবিউল আউয়াল বাদী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে গজরিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করে। গতকাল সোমবার এ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য আছে। আমরা যাতে কোর্টে যেতে না পারি সেজন্য পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়েছে। গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, ইয়াসিনের আঘাত গুরুতর নয়। একটি সেলাই লেগেছে।

লক্ষীপাশা আদর্শ বিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও পুরস্কার বিতরণ

লোহাগড়া, নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার লক্ষীপাশা আদর্শ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা যায়, গত রোববার বিকালে বিদ্যালয় চত্বরে এ উপলক্ষে প্রধান শিক্ষক এসএম মুরাদুজ্জামান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন লোহাগড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুল হামিদ ভূইয়া, লোহাগড়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী সুলতানুজ্জামান সেলিম, সাবেক সভাপতি ডাঃ মাহাবুবুল আলম, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এসএ সাইফুল্লাহ মামুন, লোহাগড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস,এম হায়াতুজ্জামান হায়াত, লোহাগড়া থানার ওসি মোঃ আশিকুর রহমান, সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ নজরুল ইসলাম, লোহাগড়া লক্ষীপাশা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেএম রেজাউল ইসলাম, শেখ নজরুল ইসলাম, শিক্ষক মোঃ আব্দুল হান্নান বিশ্বাস প্রমুখ। অতিথিরা বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ।পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষেতলালে শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ক্ষেতলাল, জয়পুর হাট প্রতিনিধি : জয়পুহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার মাহমুদপুর বিএল উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও এসএসসি শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রধান শিক্ষক সহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান হয়। পরে সহকারী শিক্ষক নারায়ন চন্দ্রের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠেয় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, ক্ষেতলাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসিফ আল জিনাত। বিশেষ অতিথি মাহমুদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নূরুন নবী ছাইফুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ক্ষেতলাল ফায়ার ফাইটার সাহা আলম ও বিডি ক্লীন জেলা সমন্বয়ক রাকিবুল হাসান। আরও উপস্তিত ছিলেন, ক্ষেতলাল উপজেলা পরিষদের সি এ এস এম শওকত, ইউনিয়ন বিএনপির সাংঠনিক সম্পাদক সাকিলুর রহমান তালুকদার সাকিল ও ছাত্রদল নেতা রাসেদুল ইসলাম সহ মামুদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভা শেষে ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের হাতে বিদায়ই সংবর্ধনা ও উপহার তুলে দেন অতিথি বৃন্দ এবং বিশেষ মোনাজাত শেষে প্রায় সাতশত ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যাহ্ন ভোজ করান।

দেবহাটায় তারুণ্যের উৎসবে বিতর্ক প্রতিযোগীতা

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটার দরদি সংগঠনের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসবে বিতর্ক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় সাতক্ষীরা উপজেলা অডিটরিয়ামে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শোয়েব আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবুল হোসেন, দূর্নীতি দমন কমিশন সাতক্ষীরা জেলার শাখার সদস্য সাকিবুর রহমান সহ আরো অনেকে। এসময় তারুণ্যের উৎসবে একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মানে সকলের সহযোগীতা কামনা করা হয়। উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এখানে প্রথম স্থান অর্জন করে সাতক্ষীরা সদরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাতক্ষীরা আব্দুল করিম বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সাতক্ষীরা আব্দুল করিম বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ হয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে হালিমা খাতুন চাহাত।

পাইকাররা স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে তা চালকলমালিকদের কাছে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করছেন।

বিপিএল ভক্ত-সমর্থকদের জন্য মিললো সুখবর

স্পোর্টস ডেস্ক : ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ঘুরে বিপিএল ফের ঢাকার মাঠে। গ্যালারিভর্তি দর্শক থাকলেও মাঠের খেলায় নেই কোনো তারকা বিদেশি। তবে এবার রংপুর রাইডার্সের পক্ষ থেকে মিলল বিপিএল ভক্ত-সমর্থকদের জন্য সুখবর। বিপিএলের শেষ অংশ মাতাতে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার টিম ডেভিড। আরও দুই তারকা ডেভিড ওয়ার্নার, সুনীল নারাইনের সঙ্গেও চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির। ২০১৮-১৯ মৌসুমে সিলেট সিক্সার্সের হয়ে বিপিএলে খেলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। এরপর আর তার দেখা নেই বিপিএলে। তবে চলমান ২০২৫ আসরের প্লে-অফে রংপুর রাইডার্সের জার্সিতে দেখা যেতে পারে এই তারকা ব্যাটারকে। বিগ ব্যাশ লিগের ফাইনালের পর রংপুরের ডাকে বাংলাদেশে আসতে পারেন তিনি। অন্যদিকে, আইএলটি-টোয়েন্টিতে আবু ধাবি নাইট রাইডার্সের প্রতিনিধিত্ব করা ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার সুনীল নারাইনও আসতে পারেন বিপিএল মাতাতে। গ্রুপ পর্বে নারাইনদের শেষ ম্যাচ ২ ফেব্রুয়ারি, এরপর যদি তার দল প্লে-অফে না উঠে তাহলে বাংলাদেশে আসবেন নারাইন। আর নাইট রাইডার্স আইএলটি-টোয়েন্টির প্লে-অফের টিকিট পেলে নারাইনের বিপিএল খেলার সম্ভাবনা শেষ তখনই। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রংপুর ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রের দাবি, টিম ডেভিডের আসা চূড়ান্ত। ওয়ার্নার ও নারাইনের সঙ্গেও চুক্তি হয়েছে। কোন সময়ে কাকে আনা হবে, সেটি ঠিক হবে পয়েন্ট টেবিলে দলের অবস্থান বুঝে।' চলমান বিপিএলে টানা ৮ ম্যাচে জয় নিয়ে সবার আগেই প্লে-অফ নিশ্চিত করে রংপুর রাইডার্স। তবে নিজেদের শেষ দুই ম্যাচে রাইডার্সের জয়ের ধারায় ধাক্কা দেয় দুর্বার রাজশাহী। এক রাজশাহীর কাছেই পরপর দুই ম্যাচে হারল রংপুর। তবুও তারা টেবিল টপারই। প্লে-অফ পর্বে তারকা বিদেশিদের নিয়ে স্কোয়াড আরও শক্তিশালী করবে নুরুল হাসান সোহানের দল।

শেষ মুহুর্তের নাটকীয়তায় জয় পেলো ম্যানইউ

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুলহ্যামের মাঠ থেকে কষ্টার্জিত এক জয় নিয়ে ফিরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। লিসান্দ্রো মার্টিনেজের নাটকীয় গোল ইউনাইটেডের জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচের ৭৮তম মিনিটে মার্টিনেজের দূরপাল্লার একটি শট ফুলহ্যামের মিডফিল্ডার সাসা লুকিচের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে গোলরক্ষক বার্ন্ড লেনোর মাথার উপর দিয়ে জালে ঢুকে যায়। এই গোলই ম্যাচের একমাত্র ব্যবধান গড়ে দেয়। ফুলহ্যাম ম্যাচের শেষ মুহূর্তে একাধিকবার সমতা ফেরানোর সুযোগ তৈরি করেছিল। কর্নার থেকে জোয়াকিম অ্যান্ডারসেনের হেডার গোললাইন থেকে ইউনাইটেডের একাডেমি গ্র্যাজুয়েট টোবি কলিয়ার ক্লিয়ার করে দলকে রক্ষা করেন। স্টপেজ টাইমে বদলি খেলোয়াড় রদ্রিগো মুনিজের একটি সুবর্ণ সুযোগ ছিল। তবে, তিনি ডি-বক্সের ভেতর থেকে শটটি গোলবারের উপর দিয়ে মারেন। ইউনাইটেডের তরুণ তারকা আমাদ ডায়ালোর একটি গোলও অবশ্য অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। কুবি মেইনুর সাথে দারুণ সমন্বয় করে আমাদ বল জালে জড়িয়েছিলেন, তবে রিপ্লেতে দেখা যায় যে তিনি অফসাইড পজিশনে ছিলেন। এই জয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জন্য লিগ টেবিলে কিছুটা স্বস্তি নিয়ে এসেছে। ২৩ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে তারা তালিকার ১২তম অবস্থানে। সমান ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে ফুলহ্যাম।

ওয়েন তাণ্ডবে শিরোপা জিতলো হোবার্ট হারিকেন্স

স্পোর্টস ডেস্ক : বিগ ব্যাশের শিরোপা জিতেছে হোবার্ট হারিকেন্স। ফাইনালে সিডনি থান্ডার্সকে উড়িয়ে দিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছে হোবার্ট। ফাইনালে মাত্র ৩৯ বলে সেঞ্চুরি করে দলটিকে দাপুটে জয় এনে দিয়েছেন মাইকেল ওয়েন। এর আগে জেসন সাঙ্ঘা, ডেভিড ওয়ার্নারদের ব্যাটে ভর করে ১৮২ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় সিডনি থান্ডার্স। ফাইনালে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় হোবার্ট হারিসকেন্স। দুই ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ও জেসন সাঙ্ঘার ব্যাটে দারুণ শুরু পায় সিডনি। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন তারা। তাদের ৯৭ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙে ওয়ার্নারের আউটে। ৩২ বলে পাঁচটি চার ও এক ছক্কায় ৪৮ রান করেন সিডনি থান্ডার্সের অধিনায়ক। এরপর আর বড় কোন ইনিংস খেলতে পারেননি সিডনি থান্ডার্সের কোন ব্যাটার। তবে একপ্রান্ত আগলে রেখে ফিফটি তুলে নেন জেসন সাঙ্ঘা। ছোট ছোট কার্যকরী ইনিংস খেলেন স্যাম বিলিংস, অলিভার ডেভিসরা। এর মাঝে নাথান এলিসের শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরেন ৪২ বলে পাঁচটি চার ও দুই ছক্কায় ৬৭ রান করা জেসন সাঙ্ঘা। শেষদিকে ৯ বলে ১৬ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন ক্রিস গ্রিন। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেটে ১৮২ রানের সংগ্রহ পায় সিডনি থান্ডার্স। তিনটি করে উইকেট শিকার করেন রাইলি মেরেডিথ ও নাথান এলিস। জবাব দিতে নেমে ঝড়ো শুরু করেন হোবার্ট হারিকেন্স। প্রথম ওভারেই ২৩ রান তোলে তারা। সিডনি থান্ডার্সের বোলারদের উপর তান্ডব চালান মাইকেল ওয়েন। একের পর এক চার ছক্কা হাঁকাতে থাকেন তিনি। ইনিংসের চতুর্থ ওভারেই ফিফটির দেখা পান ওয়েন। মাত্র ১৬ বলে ফিফটি করেন তিনি, পাওয়ার প্লের ৪ ওভারে হোবার্টের রান দাঁড়ায় ৭৪। ১০৯ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙে ক্যালেব জিয়েলের আউটে। এরপর দ্রুতই নিখিল চৌধুরী সাজঘরে ফেরেন। তবে টর্নেডো ব্যাটিংয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখেন মাইকেল ওয়েন। ইনিংসের ১০ম ওভারে মাত্র ৩৯ বলে সেঞ্চুরি করেন তিনি। তবে সেঞ্চুরি করে বেশিদূর এগোতে পারেননি তিনি। ৪২ বলে ১০৮ রান করে সাজঘরে ফেরেন তিনি। এতে অবশ্য জয় পেতে সমস্যা হয়নি হোবার্টের। বাকি কাজটুকু সারেন ম্যাথু ওয়েড ও বেন ম্যাকডারমট।

পেমেন্ট ইস্যুতে গণমাধ্যমকে নিউজ করতে বারণ করলেন আশরাফুল

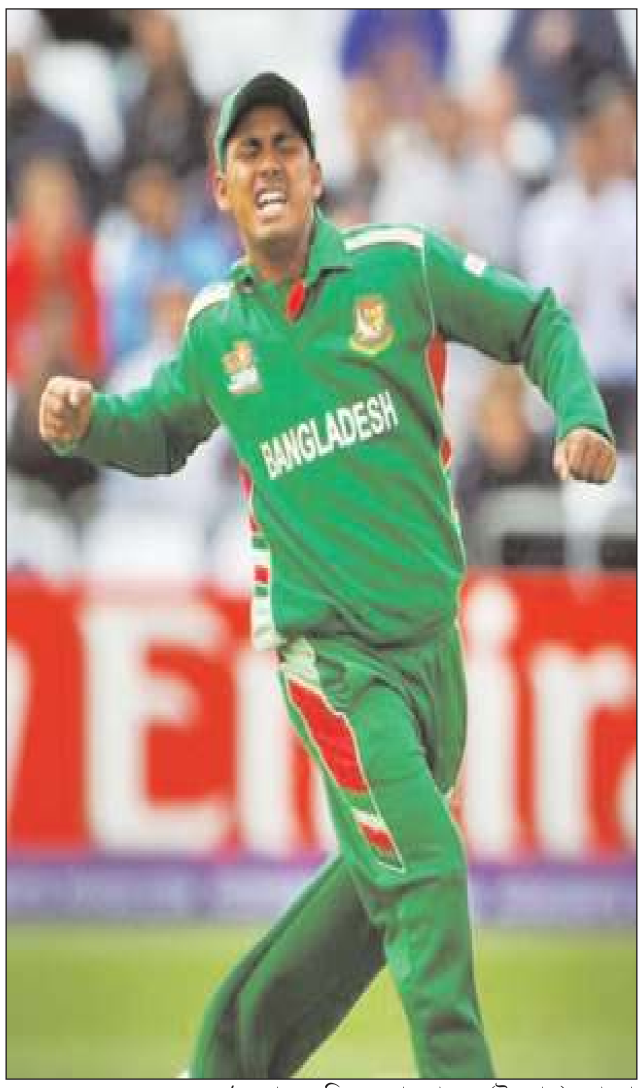

স্পোর্টস ডেস্ক : ক্রিকেটারদের পেমেন্ট নিয়ে যেন সার্কাস চলছে বিপিএলে। দুর্বার রাজশাহীর পেমেন্ট নিয়ে জটিলতা চলছে শুরু থেকেই। কিছুদিন আগে চিটাগং কিংসের পেমেন্ট নিয়েও উঠেছে বিতর্ক। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঘরোয়া টুর্নামেন্ট বিপিএল। বিদেশের নানা প্লেয়াররা আসেন এই টুর্নামেন্টে খেলতে। এমন টুর্নামেন্টে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের এমন অপেশাদারিত্বের ব্যাপারটি বাংলাদেশের জন্য নিশ্চিতভাবেই সুখকর নয়। পেমেন্ট না পেয়ে অনুশীলন বয়কট করেছিলেন রাজশাহীর ক্রিকেটাররা। এবার রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করেছেন বিদেশি ক্রিকেটাররা। ১১ জন দেশি নিয়েই মাঠে নেমেছে দুর্বার রাজশাহী। এই দল নিয়ে টেবিল টপার রংপুর রাইডার্সকে হারিয়েও দিয়েছে রাজশাহী। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এক ম্যাচে ২ রানের জয় পেয়েছে দুর্বার রাজশাহী। ম্যাচ শেষে দুই দলের সংবাদ সম্মেলনেই এসেছে ক্রিকেটারদের পেমেন্ট ইস্যু। টাকা দেওয়া নিয়ে এমন গড়িমসির ব্যাপারটি নিয়ে রংপুর রাইডার্সের সহকারী কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল বলেন, 'অবশ্যই হতাশাজনক। ১১তম আসরে এসে। আইপিএল ১৭তম মনে হয় চলছে। গত ২০২৩ বিশ্বকাপে গিয়ে দেখেছি আইপিএলের কারণে প্রতি ভারত স্টেটে স্টেডিয়াম তৈরি করেছে। আমরা একই জায়গায় প্রতিবার টুর্নামেন্ট করি, আগের দিন হেলমেট আসে। আশা করি পরের বার তারা সচেতন হবে। বিশেষ করে মিডিয়াকে বলব, আপনারা এই নিউজগুলা একটু কম করলে ভালো হয়। জানি আপনাদের নিউজের কারণে অনেকে পেমেন্ট পায়, তবে আমার মনে হয় এগুলা না করলেই ভালো।' একাদশে অন্তত ২ জন বিদেশি খেলানোর নিয়ম থাকলেও এই ম্যাচে রাজশাহীকে ব্যতিক্রম করার সুযোগ দিয়েছে বিসিবি। এই ব্যাপারে আশরাফুল জানান, 'আসছিলাম যখন শুনছিলাম তাদের (রাজশাহীর) বিদেশিরা হয়ত আসবে না। যেহেতু তারা বোর্ডের কাছে আবেদন করেছে, আমরা এটা স্বাভাবিকভাবেই দেখেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, তাদের বিদেশিদের থেকে দেশিরাই বেটার ছিল। যারা খেলেছে তারাই, লোকালরা যারা বসে থাকেন তারাই ভালো প্লেয়ার আমার মনে হয়। এবার দেখেন অতটা কোয়ালিটি বিদেশি কিন্তু কমই এসেছে সব দলে।' ম্যাচে আগে ব্যাট করতে নেমে ১১৯ রান তুলেছিল রাজশাহী। রংপুর থেমেছে ১১৭ রান করে। শুরুতে দারুণ বোলিং করা রংপুর কিছুটা খেই হারিয়েছিল শেষ ভাগে গিয়ে। এ ব্যাপারে আশরাফুলের ভাষ্য, 'অবশ্যই আমাদের কাছে সুযোগ ছিল ১০০ এর মধ্যে রাখা। যখন ৭০/৭ বা ৮ ছিল। সানজামুল (ইসলাম) ভালো করেছেন শেষ দিকে। আমাদের বোলাররাও আসলে যে জায়গায় বল করা উচিত ছিল সেখানে করতে পারেনি। রানা ব্যাক অব লেন্থে করেছেন। ওর যে পেস, যদি একটা ইয়র্কার, একটা ব্যাক অব লেন্থে ট্রাই করত তাহলে অন্যকিছু হতে পারত।' চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরা সৌম্য সরকার আলো ছড়াতে পারেননি। ১৩ বলে করেছেন ৮ রান। তবে চিন্তিত নন আশরাফুল। সৌম্যকে নিয়ে আশরাফুল বলেন, 'নাহ সে তো আমাদের মেইন প্লেয়ার। গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে অসাধারণ খেলেছে। ফাইনালেও ভালো করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজেও ভালো করেছে। ইঞ্জুরির পর ট্রেনিং করেছে আমাদের সাথে। আজকের উইকেটও কঠিন ছিল। বাউন্স নরমালের চেয়ে ৪ আঙুল বেশি ছিল। আজকে সহজ ছিল না, অভিজ্ঞ প্লেয়ার। ২ ম্যাচ বাকি আছে। আশা করছি সেরা ছন্দে চলে আসবে ইনশাল্লাহ।' ১০ ম্যাচে ৮ জয়ের ফলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে এখনও শীর্ষে রয়েছে রংপ্রুর রাইডার্স। রংপুরের পরের ম্যাচ আগামীকাল বুধবার, প্রতিপক্ষ চিটাগং কিংস।

লাইফস্টাইল

ভালোবাসার মানুষটি প্রতারণা করছে না তো?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রেমের সম্পর্কে প্রতারণার প্রসঙ্গ এলে প্রথমেই চিন্তা আসে শারীরিকভাবে অন্য কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টি। কিন্তু প্রতারণা কি কেবল অন্য কারো সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যমেই হয়? সত্য কথা হলো, এটি আরও অনেকভাবে ঘটতে পারে। প্রতারণা কেবল কর্মকাণ্ডের বিষয় নয়, এটি বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং মানসিক দূরত্ব তৈরি করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক ভালোবাসার মানুষটি প্রতারণা করছে কি না তা জেনে নেওয়ার উপায়- ১. কথোপকথন গোপন রাখা, যদি আপনার সঙ্গী টেক্সট লুকিয়ে রাখতে বা মুছে ফেলতে শুরু করে, অথবা আপনি যখন জিজ্ঞাসা করেন যে সে কার সঙ্গে কথা বলছে তখন অদ্ভুত আচরণ করে, তাহলে এটি একটি রেড ফ্লাগ। যখন কেউ তার চ্যাটিং লুকানোর প্রয়োজন অনুভব করে, তখন এটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে তারা অন্য কারো সঙ্গে আবেগগত বা ব্যক্তিগত কিছু শেয়ার করছে, যা সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে। ২. মানসিক সহায়তার জন্য অন্য কারো কাছে যাওয়া, যখন কঠিন সময় আসে- সেটা কাজের চাপ, ব্যক্তিগত সমস্যা, এমনকি সম্পর্কের মধ্যে সমস্যা এবং আপনার সঙ্গী সবসময় আপনার পরিবর্তে অন্য কারো কাছে যায়, তখন এটি একটি লক্ষণ হতে পারে যে সে আপনার থেকে আবেগগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সম্পর্ক হলো একে অপরকে সমর্থন করা, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। যদি সে অন্য কারো কাছ থেকে সেই সান্ত্বনা খুঁজে পায়, তাহলে এটি মানসিক প্রতারণার ইঙ্গিত দিতে পারে। ৩. অন্যদের খুব বেশি প্রশংসা করা, মানুষের প্রশংসা করা স্বাভাবিক, কিন্তু যদি আপনার সঙ্গী নিয়মিতভাবে অন্য কারো প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া শুরু করে, তাহলে এটি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের বাইরেও যেতে পারে। ছোট ছোট মন্তব্য হোক বা দীর্ঘ, যখন-তখন আড্ডা, এই কাজগুলো ধীরে ধীরে সম্পর্কের বাইরের কারো সঙ্গে মানসিক সংযুক্তি তৈরি করতে পারে। এমনকি যদি সে এটিকে বড় বিষয় না-ও মনে করে, তবু এটি একটা সময় বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতি তৈরি করতে পারে। ৪. প্রাক্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রাক্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। যদিও বন্ধু হওয়া সম্ভব, তবে যদি আপনার সঙ্গী নিয়মিতভাবে প্রাক্তনকে টেক্সট করে, ফোন করে বা দেখা করে- বিশেষ করে আপনাকে না বলে বা আপনার অনুমতি ছাড়াই - তবে এটি বড় সমস্যা করতে পারে। ৫. অন্যদের সঙ্গে তুলনা করা, যদি আপনার সঙ্গী অন্যদের সঙ্গে আপনার তুলনা শুরু করে- তা সে কারো চেহারা, সাফল্য অথবা ব্যক্তিত্ব যা-ই হোক না কেন, তাহলে এটি আপনার আত্মমর্যাদায় আঘাত করতে পারে। যদি সে অন্য কারো সঙ্গে আবেগগতভাবে সংযুক্ত থাকে, তাহলে তাকে আপনার থেকে বেশি যোগ্য মনে হতে পারে। সেখান থেকেই অজান্তে তুলনা করার বিষয়টি চলে আসে।

শীতে গোসলের ভুলে চুলকানি হচ্ছে না তো?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গরম পানি ছাড়া শীতে অনেকেই গোসল করেন না। তবে সবার ক্ষেত্রে গরম পানি দিয়ে গোসল করা ঠিক নয়। কারণ গরম পানি ব্যবহারে চুল ও ত্বকের বেশ ক্ষতি হয়। আবার শীতে প্রতিদিন গরম পানিতে গোসল করলে ত্বকের প্রাকৃতিক তেল কমে যায় ও ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। এমন অনেক ভুল আছে যা অনেকেরই অজানা। এমনই কিছু ভুল আছে, যা শীতে গোসলের সময় অনেকেই করেন। ফলে অ্যাকজিমা, সোরিয়াসিস ও শুষ্ক ত্বকের মতো চর্মরোগ হতে পারে। মডার্ন ডার্মাটোলজির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডিন মেরাজ রবিনসনের মতে, ত্বককে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন গোসল করা অপরিহার্য। তবে এর সঙ্গে কিছু বিষয়ের যত্ন নেওয়াও জরুরি। তার মতে, বেশিরভাগ মানুষই গোসলের সময় ত্বকে অতিরিক্ত সাবান ব্যবহার করেন কিংবা দীর্ঘক্ষণ গোসল করেন। তবে এমনটি করলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। শীতে ত্বক বেশি শুষ্ক হলে অ্যাকজিমাসহ বিভিন্ন চর্মরোগের ঝুঁকি বাড়ে। শীতে ঠান্ডা লাগা কিংবা ত্বকের সমস্যা এসব থাকবেই, তবুও পরিষ্কার থাকতে নিয়মিত গোসল করতে হবে। শীতে যেহেতু বেশি খাওয়াদাওয়া হয়, তারপর আবার গরম কাপড় পরা হয় এ অবস্থায় গোসল না করলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিশেষ করে ফাটা ত্বকের সমস্যা থাকলে নিয়মিত গোসল করলে খারাপ ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।

ব্যস্ততায় পানি পান করা হয় না? জেনে নিন সহজ সমাধান

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ব্যস্ততার কারণে মাঝে মাঝে পর্যাপ্ত পানি পান করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা জানি যে কাজ অত্যধিক ভারী হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সারাদিন ভালো বোধ করার জন্য এবং আপনার সেরাটা করার জন্য হাইড্রেটেড থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং আমাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিন কমপক্ষে ৮-১০ গ্লাস পানি পান করার পরামর্শ দেন। কিন্তু, যদি আপনার পানি পান করার কথা মনে রাখতে অসুবিধা হয় বা পর্যাপ্ত হাইড্রেশনের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে জেনে নিন কীভাবে তা করবেন- ১. সকালে প্রথমেই পানি পান করুন সকালের কফি খাওয়ার আগে এক গ্লাস পানি পান করুন। শুনতে ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু এটি একটি ভালো হাইড্রেটেড দিনের জন্য শুরুটা তৈরি করে দেবে। অতিরিক্ত স্বাদ এবং হজমে সহায়তার জন্য একটু লেবু যোগ করুন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা পানি দিয়ে দিন শুরু করেন তারা বেশি জাগ্রত এবং সক্রিয় থাকেন। ২. সব সময় একটি পানির বোতল সঙ্গে রাখুন, পানির বোতল কেবল শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, বরং আপনার সঙ্গেও একটি রাখুন। এটি সারাদিন পানি খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার একটি স্মার্ট উপায়। আপনার পছন্দের একটি বোতল বেছে নিন এবং সেটি সঙ্গে রাখুন। ৩. পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করুন, লক্ষ্য নির্ধারণ করলে তা বিস্ময়করভাবে কাজ করতে পারে। আপনি প্রতিদিন কতটা পানি পান করতে চান তা নির্ধারণ করুন এবং এটি ছোট ছোট চুমুকে ভাগ করে নিন। প্রতি ঘণ্টায় পানি পান করার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য অ্যালার্ম বা ফোন অ্যাপ ব্যবহার করুন। এই সহজ পরিকল্পনাটি আপনাকে পানির পরিমাণ বজায় রাখতে সাহায্য করবে। ৪. ৩০ মিনিটের নিয়ম, খাওয়ার প্রায় ৩০ মিনিট আগে পানি পান করা একটি চমৎকার কৌশল। এভাবে হজমে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে হাইড্রেটেড থাকতে পারবেন। খাওয়ার সময় পানি পান করলে পাকস্থলীর কাজ করা কঠিন হয়ে যেতে পারে। তাই খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে পানি পান করলে তা সতেজ থাকতে এবং খাবার ভালোভাবে হজম করতে সাহায্য করে। ৫. পানিযুক্ত খাবার খান, বিশ্বাস করুন বা না করুন, কিছু খাবারেও পানি থাকে! তরমুজ, টমেটো এবং শসার মতো রসালো ফলের কথা ভাবুন। এগুলো কেবল আপনাকে হাইড্রেটেড রাখে না বরং আপনার শরীরকে মূল্যবান পুষ্টিও সরবরাহ করে। সুস্বাদু স্বাদের জন্য এই ফল খাওয়ার পাশাপাশি এর টুকরা পানিতে ভিজিয়েও পান করতে পারেন।

প্রেগন্যান্সিতে ক্লান্তি দূর করার ৭ উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রেগন্যান্সি বা গর্ভাবস্থা অন্যান্য সময়ের মতো নয়। এসময় হবু মায়ের শরীরে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। শুধু শারীরিক গঠনই পরিবর্তন হয় না, বরং মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। আবার শরীরে কোনো না কোনো সমস্যা লেগেই থাকে যেন। নতুন একজন মানুষ নিজের ভেতরে পূর্ণাঙ্গ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসা তো সহজ কথা নয়! এই কষ্ট কেবল মায়েরাই বুঝতে পারেন। গর্ভাবস্থায় অন্যান্য আরও অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার মতো ক্লান্তিও বেশ পরিচিত সমস্যা। এটি অনেক কারণেই ঘটতে পারে। তবে ক্লান্তি দূর করার জন্য কিছু কাজ করতে হবে- ১. বিশ্রামকে অগ্রাধিকার দিন, আপনার শরীরের কথা শুনুন। যদি আপনি ক্লান্ত বোধ করেন, তাহলে প্রয়োজনে একটু ঘুমান বা বিশ্রাম নিন। প্রতি রাতে কমপক্ষে ৮-৯ ঘণ্টা মানসম্পন্ন ঘুমের লক্ষ্য রাখুন। ছোট বিরতি নিন। সারাদিন ধরে রিচার্জ করার জন্য ছোট ঘুম বা শান্ত মুহূর্ত অন্তর্ভুক্ত করুন। ২. সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন, পুষ্টির উপর মনোযোগ দিন। পুষ্টিকর খাবার শক্তির স্তরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। দানাশস্য, চর্বিহীন প্রোটিন, ফল, শাক-সবজি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি খান। আয়রন এবং ফোলেট গ্রহণ বৃদ্ধি করুন। পালং শাক, মসুর ডাল, মটরশুটির মতো খাবার রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে সহায়তা করে। শোষণ বাড়ানোর জন্য আয়রন সমৃদ্ধ খাবারের সঙ্গে কমলা বা বেল পেপারের মতো ভিটামিন সি উৎস যুক্ত করুন। ডিহাইড্রেশন ক্লান্তি সৃষ্টি করতে পারে। তাই সারাদিন প্রচুর পানি পান করা অপরিহার্য। ৩. নিয়মিত ব্যায়াম, হাঁটা, প্রসবপূর্ব যোগব্যায়াম, অথবা সাঁতারের মতো হালকা শারীরিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করলে শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং রক্ত ??সঞ্চালন উন্নত হয়। হালকা ব্যায়াম কেবল ক্লান্তি মোকাবিলায়ই সাহায্য করে না বরং ভালো ঘুমেরও উন্নতি করে এবং চাপ কমায়। ৪. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, ধ্যান বা মননশীলতার মতো শিথিলকরণ কৌশল অনুশীলন করলে মানসিক চাপ কমতে পারে। সঙ্গী, বন্ধুবান্ধব বা কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে উদ্বেগ শেয়ার করলে তা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। ৫. দৈনন্দিন রুটিন সামঞ্জস্য করুন, শক্তি নিঃশেষ করে এমন কার্যকলাপে অতিরিক্ত ব্যস্ততা এড়িয়ে চলুন। ঘরের কাজগুলো ভাগ করে নিন এবং নিজেকে বিশ্রামের জন্য সময় দিন। বড় কাজগুলোকে ছোট, পরিচালনাযোগ্য পর্বে ভাগ করে নিন এবং মাঝে মাঝে বিরতি নিন।

মচমচে ফিশ ললিপপ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চিকেন ললিপপ হয়তো অনেকেই খেয়েছেন। তবে ফিশ ললিপপ কি কখনো খেয়েছেন? যদিও বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় পদটি। তবে চাইলে রেস্টুরেন্টের মতো মচমচে ফিশ ললিপপ তৈরি করতে পারেন ঘরেই। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক ঝটপট কীভাবে তৈরি করবেন ফিশ ললিপপ। জেনে নিন রেসিপি- উপকরণ, ১. কোয়েল পাখির ডিম ৮টি, ২. রুই মাছ এক কাপ, ৩. কর্নফ্লাওয়ার এক টেবিল চামচ, ৪. লবণ স্বাদমতো, ৫. গোলমরিচের গুঁড়া আধা কাপ, শীতে সুস্থ থাকতে বলিউডের অভিনেত্রীরা যা খান, ঠান্ডায় নাক বন্ধ হলে দ্রুত কী করবেন? ৬. লেবুর রস এক টেবিল চামচ, ৭. ব্রেডক্রাম্ব এক টেবিল চামচ, ৮. ডিম একটি, ৯. লেমন রাই পরিমাণমতো ও ১০. তেল ভাজার জন্য।

পদ্ধতি, প্রথমে ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করে নিন। এবার বাটিতে রুই মাছ, কর্নফ্লাওয়ার, লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া, লেবুপাতা কুচি, লেবুর রস, ব্রেডক্রাম্ব, ডিমের সাদা অংশ ও লেমন রাই দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন। মাখানো মিশ্রণ অল্প করে কোয়েলের ডিমে মিশিয়ে বলের শেপ করুন। এবার ডিমে চুবিয়ে গরম তেলে ছেড়ে ভেজে পরিবেশন করুন মচমচে ফিশ ললিপপ।

ভাত গরম করে খেলে কী হয়?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমাদের দেশে মূল খাবারই হলো ভাত। গরম ভাতের সঙ্গে ভর্তা, ডাল, ডিম, মাছ, সবজি কিংবা মাংস। প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় এগুলোই পরিচিত নাম।এর অর্থ হলো আমরা প্রতিদিন প্রচুর ভাত রান্না করি, যার পরে স্বাভাবিকভাবেই কিছু অবশিষ্ট থাকে। ভাত পুনরায় গরম করে খাওয়া হয় অনেক বাড়িতেই। এটি খাবার এবং সময় নষ্ট এড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায় বলে মনে হয়। কিন্তু এই অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না-ও হতে পারে। ভাবছেন কীভাবে পুনরায় গরম করা ভাত আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে? চলুন জেনে নেওয়া যাক- আপনার কি ভাত গরম করে খাওয়া উচিত? না। যদিও প্রচুর পরিমাণে ভাত রান্না করা এবং পরে খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করা খুব পরিচিত অভ্যাস, তবে এটি আসলে আপনার শরীরের জন্য ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে। ব্যাসিলাস নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে। ভাতে থাকা এই ব্যাকটেরিয়া ঘরের তাপমাত্রায় রান্না করে বেশিক্ষণ রেখে দিলে খুব দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। যখন আপনি এটি পুনরায় গরম করবেন এবং ভুলভাবে পুনরায় গরম করেন, তখন এই ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস না হয়ে অন্যান্য ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নির্গত করতে শুরু করে যা ডায়রিয়া এবং বমির কারণ হতে পারে। শুধু তাই নয়, যদি আপনি ভাত খুব বেশিক্ষণ ফ্রিজে রাখেন, তাহলে এটি ছত্রাকের বিষাক্ততা তৈরি করতে পারে- কারণ ছত্রাক আর্দ্র পরিবেশে বংশবৃদ্ধি করে। এটি লিভারের ক্ষতিকারক অ্যাফ্লাটক্সিন নির্গত করতে পারে। ভাত দিয়ে আপনার আসলে কী করা উচিত? ভাত খাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো গরম অবস্থায় এর উপরে কিছু ঘি দিয়ে খাওয়া। অন্যথায় আপনি এটি এক ঘণ্টার জন্য বাইরে রাখতে পারেন এবং তারপর ঠান্ডা পানির পাত্রে ঠান্ডা করে সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখতে পারেন। রান্না করা ভাত রাতারাতি ফ্রিজে রাখবেন না। ভাত পুনরায় গরম করার সঠিক উপায় কী? ১. যদি মাইক্রোওয়েভে ভাত গরম করেন, তাহলে প্রতি কাপ ভাতের জন্য ১ টেবিল চামচ পানি যোগ করুন এবং পানি শোষিত না হওয়া পর্যন্ত গরম করুন। ২. যদি রান্নার চুলায় ভাত গরম করেন, তাহলে পানি, তেল বা মাখন যোগ করে ভাজুন এবং শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রান্না করুন।